১৮

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা

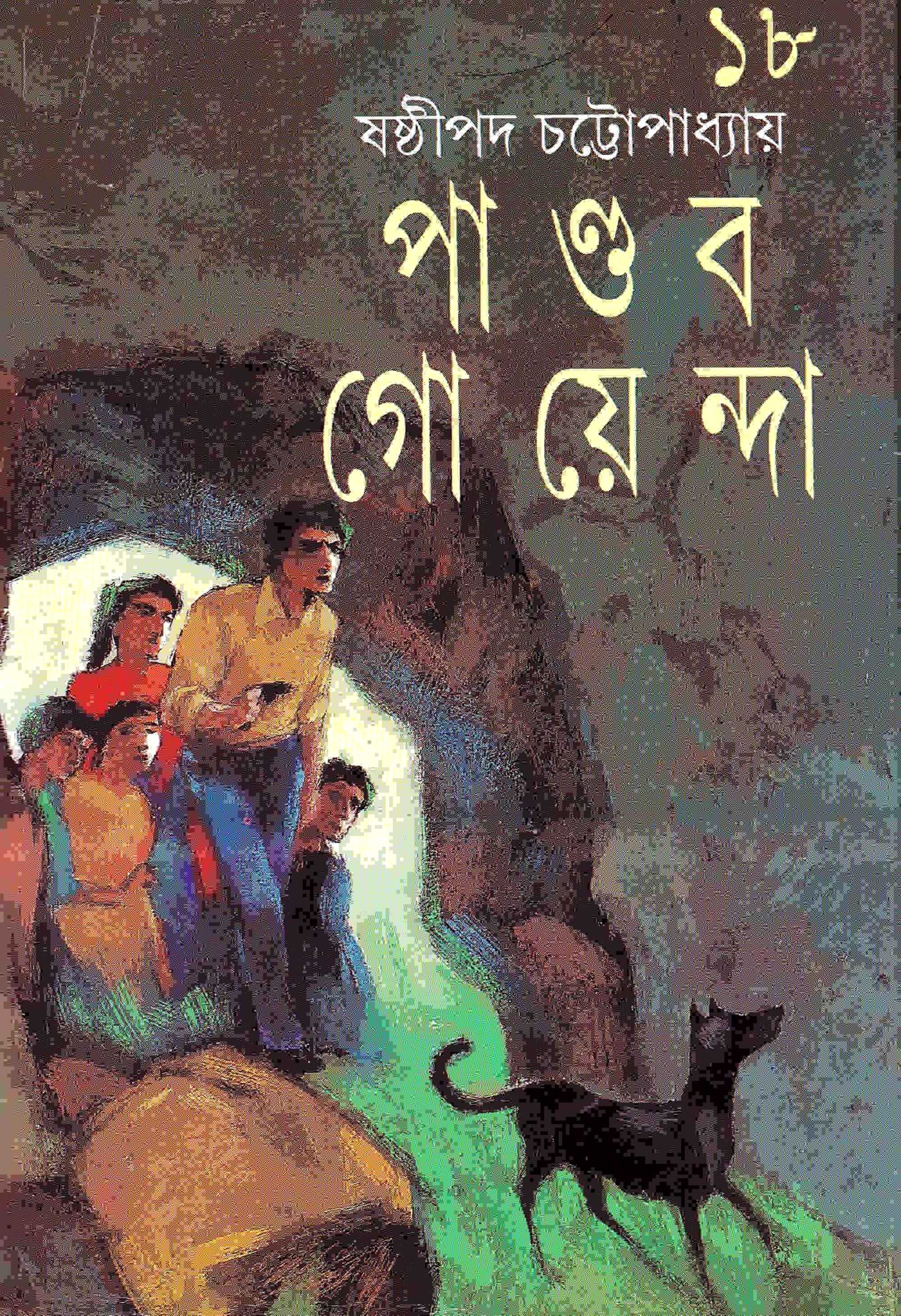

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.30 21:29:44 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

এই লেখকের অন্যান্য বই

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৭
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৮
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১০
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১১
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১২
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৩
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৪
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৫
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৬
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৭
সোনার গণপতি হিরের চোখ
দেবদাসী তীর্থ

এ-বছর শরতের শুরুতেই আকাশে কী দুর্যোগের ঘনঘটা। কী যে হল আকাশটার, তা কে জানে ? কখনও মেঘে ঢাকা, কখনও রিমঝিম, কখনও বা বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠল তাই। কী নিদারুণ বন্দিদশা। মিত্তিরদের বাগানে যাওয়া বন্ধ। ভোরে উঠে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ। শুধু মেঘ, মেঘ আর মেঘ। মেঘ, বৃষ্টি, মেঘ। মেঘমুক্তির এতটুকু আশার বাণীও শোনা যায় না আবহবার্তায়।

এইভাবেই দিন কাটে। দিনের পর দিন বিরক্তির নিম্নচাপ ঘনিয়ে ওঠে সকলের মনেই। শুধু বই পড়ে, ক্যাসেটের গান শুনে আর টিভি দেখে কত সময়ই বা কাটানো যায় ? অবশেষে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেল একদিন। রাতভর বৃষ্টির পর এক সকালে ঝলমলে রোদ উঠল। বিষণ্ণ পঞ্চু শুয়ে ছিল ছাদের কোণে। একচিলতে রোদ এসে ওর মুখে পড়তেই দারুণ আনন্দে কী যে করবে ও, কিছু ভেবে পেল না। প্রথমেই তো একবার লাফিয়ে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে দেহটা টান করে নিল। তারপর ছাদের ঘেরাটার ওপর পা রেখে শাঁখের মতন মুখটাকে তুলে দু'চোখ ভরে দেখে নিল সুয্যি ভগবানকে। পরক্ষণেই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দ্রুত নেমে এল বাবলুর ঘরে।

বাবলু তখনও ঘুমোচ্ছিল। পঞ্চুর ইচ্ছে হল না ওর ঘুমটাকে ভাঙায়। তবুও উত্তেজনাকে চেপে রাখতে না পেরে ঘন-ঘন লেজ নেড়ে ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

বাবলুর ঘুম তো সজাগ। তাই চোখ মেলে তাকিয়েই পঞ্চুকে দেখে উঠে বসল সে। বলল, "তোর আবার কী হল ? অমন করছিস কেন ? বাড়িতে অতিথি এসেছে বুঝি ?"

পঞ্চু আনন্দে ওর পাজামা কামড়ে টান দিল।

মা ছিলেন পাশের ঘরে। এ-ঘরে এসে বললেন, "কে আবার আসবে ? কতদিন পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখেছে ও, তাই অমন করছে।"

বাবলুর যেন অবিশ্বাস্য মনে হল কথাটা। বলল, "রোদ উঠেছে ! কই, দেখি ?" বলেই তরতরিয়ে ছাদে উঠল।

পঞ্চুও চলল ওর পিছু-পিছু।

সত্যিই তো ! বাবলু দেখল নির্মেঘ আকাশে কত পাখি উড়ছে। চারদিকের বৃষ্টিস্নাত গাছের পাতায় নতুন রোদ চিকচিক করছে। প্রতিবেশীদের গাছে শিউলি ফুটেছে কত। হলুদ বোঁটার দুধ-সাদা ফুলগুলি যেন নিষ্পাপ শিশুর মতো হাসছে। কী চমৎকার !

বাবলু নীচে নেমে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসতেই ওর মা চা-বিস্কুট আর গরম হালুয়া খেতে দিলেন ওকে। পঞ্চু হালুয়ার খুব ভক্ত, তাই একটু বেশি পরিমাণেই দিলেন।

কাগজওলা এসে খবরের কাগজ দিয়ে গেল।

আর ঠিক তখনই বাইরে একটি স্কুটারের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ যেন স্কুটার থামিয়ে নামল ওদের গেটের কাছে। কে এল ?

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "দ্যাখ তো রে, কে ?"

পঞ্চু একছুটে বেরিয়ে গিয়েই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে মাতিয়ে দিল চারদিক। পরক্ষণেই কুঁই-কুঁই। বাবলু বুঝল, এ তো বিরক্তির নয়, এ যে আনুগত্যের সুর। কে এল ?

যে এল সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল দরজার কাছে। তার পরনে জিন্‌স-এর প্যান্ট, টাওয়েল গেঞ্জি। বিনুনি বাঁধা চুল। চোখে সানগ্লাস। হাতে একগোছা রংবাহারি ফুল। মুখে রহস্যের হাসি। দরজা ঠেলেই সে বলল, "ভেতরে আসতে পারি ?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "শুধু আসতে নয়, বসতেও পারেন।"

"ধন্যবাদ।" বলে আসন গ্রহণ করেই বলল, "তবে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থাটা একটু ভাল করেই করবেন কিন্তু।"

"চেষ্টা করব।"

এইবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সে বলল, "যত শীঘ্র সম্ভব এই কাগজটাতে একটা সই করে দিন।"

বাবলু বলল, "আমি তো সই করতে পারি না। টিপসই চলবে ?"

সে একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "চলবে। অ্যাক্সেপ্ট করলাম।"

বাবলু কাগজের লেখাটা পড়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "জাস্ট এ মিনিট। স্ট্যাম্পপ্যাডটা কোথায় আছে দেখি আগে।"

"ওটা পরে দেখলেও হবে। এখনই হাতের কাছে না পেলে পরে দোকান থেকে আনিয়ে টিপ্পাটা দিয়ে দেবেন।"

"খুব ভাল কথা। কিন্তু এতবড় একটা সারপ্রাইজের পর অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারটা কীরকম আশা করেন একটু জানতে পারি কি ?"

"বেশি কিছু নয়, এই ধরুন ডবল ডিমের ওমলেট, সঙ্গে টোস্ট, আপনাদের বাড়ির বিখ্যাত হালুয়া আর তার সঙ্গে সন্দেশ খানিকটা করে পেলে মন্দ হত না।"

"আর কিছু ?"

"দুপুরে শুধু মাংস-ভাত হলেই চলবে।"

এমন সময় মা ঘরে ঢুকেই অবাক ! বললেন, "কী ব্যাপার বিচ্ছু ! তুই হঠাৎ এইরকম সাজলি কেন ? তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না !"

বাবলু আনন্দের আবেগে বলল, "জানো মা, কী করেছে দুষ্টুগুলো ? এই দ্যাখো," বলে কাগজটা মা'র দিকে এগিয়ে দিল বাবলু।

মা কাগজে চোখ বুলিয়েই বললেন, "ওরে বাবা ! এর তো অনেক দাম।"

মায়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু ঘরে ঢুকল।

বাচ্চু বলল, "কিন্তু মাসিমা, আমাদের কাছে বাবলুদা যে এই তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও অনেক—অনেক বেশি দামি।"

বাবলু বলল, "সত্যি, পারিসও বটে তোরা ! কই দেখি কেমন জিনিস কিনেছিস।"

ওরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে এসে হাল্‌কা ধরনের লাল

রঙের ছোট্ট স্কুটারকে দেখল। মা-ও দেখলেন। বাবলুর তো মন ভরে গেল স্কুটার দেখে। বলল, "এমন একটা গিফ্‌ট যে তোদের কাছ থেকে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

পঞ্চুরও আনন্দ কম নয়। তাই সে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, গড়াগড়ি কত কী করতে লাগল।

বিলুর হাতে একটা সন্দেশের বাক্স ছিল। সেটা সে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "বাবা এনেছেন। অফিসের কাজে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, আমাদের জন্য বাক্স-ভর্তি সন্দেশ নিয়ে এসেছেন।"

বাবলু বলল, "কিন্তু স্কুটার। ওটা কখন এল?"

ভোম্বল বলল, "বলছি, বলছি, সব বলছি। এটাকে আগে দালানে ঢোকাই, তারপর খেতে-খেতে বলছি সব।"

মা ভেতরে গেলেন।

ওরা চাকা থেকে অল্প-অল্প কাদার দাগ মুছে দালানে ঢোকাল স্কুটারটাকে। তারপর বাবলুর ঘরের সোফায় আরাম করে গুছিয়ে বসে হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "এবারে বল, ব্যাপারটা কী?"

বিলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। এই তো সেদিন আমাদের পঁচিশতম অভিযান শেষ হল। তাই আমরা মনে-মনে ভাবছিলাম এই উপলক্ষে আমাদের তরফ থেকে তোকে কিছু দেওয়া যায় কিনা। আমরা ঠিকই করেছিলাম ২৫ ফাল্গুন তোর জন্মদিনে তোকে একটা স্কুটার উপহার দেব। ইতিমধ্যে বাচ্চু, বিচ্ছুর বাবা কাল ওই দুর্যোগেও ওদের জন্য একটা স্কুটার কিনে এনেছেন। সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়িতে ফোন। আমরা চারজনে যুক্তি করলাম এই স্কুটারটাই তোকে উপহার দেওয়ার। কিন্তু তোর জন্মদিনে এই উপহার দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই আজই এটা তোর হাতে তুলে দিলাম। মনে কর, এটা আমাদের শারদ শুভেচ্ছা।"

বাবলু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। বলল, "একটা স্কুটারের শখ যে আমার কতদিনের, তা কী বলব। কিনব-কিনব করে কিছুতেই কেনা আর হয়ে উঠছিল না। তাই তোদের এই ভালবাসার দান আমি যে

কোথায় রাখব ভেবে পাচ্ছি না।"

মা ততক্ষণে ওদের জন্য সবকিছুই করে এনেছেন। টোস্ট, ওমলেট, হালুয়া, চা, সেইসঙ্গে বিলুর আনা সন্দেশ।

ভোম্বল খেতে-খেতেই বলল, "স্কুটার তো হল। ভয়ঙ্কর দুর্যোগের ভেতর দিয়েই এল এটা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল এই সাতসকালবেলায় ফুল পাওয়া। বৃষ্টির জন্য ক'দিন জগন্নাথঘাটে ফুলের আমদানি একদম ছিল না বলে আমাদের পাড়ার বনমালীদা কাল রাতে কোলাঘাটে গিয়েছিলেন ফুল আনতে। ভোরে ফুলের গাদা নিয়ে পাড়ায় ঢুকতেই পড়বি তো পড় আমার চোখে। একেই বলে কপাল! কোনও দরদাম নয়, হাতের কাছে যা পেলাম তুলে নিলাম। না হলে এই দুর্যোগে রজনীগন্ধার মালা, গোলাপের তোড়া পাওয়া যায় কখনও!"

মা বললেন, "যাক, খুব ভাল হয়েছে। তোরা এক কাজ কর। জলটল খা। খেয়ে পঞ্চাননতলায় একটু পুজো দিয়ে আয়। এই ধরনের নতুন কিছু কিনলে পুজো না দিয়ে তা ব্যবহার করতে নেই।"

বিচ্ছু খেতে-খেতেই জিভ কেটে বলল, "এই যাঃ। আমি যে চেপে চালিয়ে নিয়ে এলাম এটাকে!"

"তাতে কী! ওতে চেপেও পুজো দিতে যেতে পারিস তোরা। মোট কথা পুজো একটা দেওয়া চাই।"

মায়ের কথামতো পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চাননতলায় চলল পুজো দিতে। সে কী আনন্দ ওদের। স্কুটারটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে গড়িয়ে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের পুরোহিতমশাই আচায্যিপাড়ার দাদু দক্ষিণা পেয়ে একটু ফুল-বেলপাতা স্কুটারে ছুঁইয়ে দিতেই বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু চেপে বসল তাতে।

বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু হাত উঁচিয়ে বলল, "স্টার্ট।"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলুর স্কুটার চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

অনেক পরে বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু যখন ফিরে এল তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু কেউ নেই।

বাবলু বলল, "ওরা আসেনি এখনও ?"

মা বললেন, "কেন আসবে না ? তোদের জন্য অপেক্ষা করে বসে-বসে এই সবে গেল। ওরা অবশ্য আসবে এখনই। আমি সবাইকে খেতে বলেছি আজ। ও-বাড়ির রঘুকে দিয়ে মাংস আনিয়েছি। কিন্তু তোদের এত দেরি হল কেন রে ?"

বাবলু স্কুটার রেখে বলল, "বাঃ। হবে না ? এই স্কুটার নিয়ে চারদিক ঘুরে এলাম আমরা।"

এমন সময় হঠাৎই ফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই বাবার কণ্ঠস্বর কানে এল ওর।

"কে, বাবলা ! এই শোন, তোকে একটা কথা বলি··· ।"

বাবলু আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, "তার আগে তোমাকে একটা দারুণ খবর দিই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা আজ আমাকে একটা স্কুটার উপহার দিয়েছে।"

"বলিস কী রে !"

"হ্যাঁ বাবা।"

"নাঃ। ওরা দেখছি তোকে সত্যিই ভালবাসে। তবে খুব সাবধানে চলাফেরা করিস কিন্তু। নতুন স্কুটার হাতে পেয়ে যেন বেপরোয়া হয়ে যাস না। কলকাতায় একদম যাবি না। আর শোন, পরশু বিশ্বকর্মা পুজো। আমার এক বন্ধু চিত্তরঞ্জনে থাকেন। ভদ্রলোক রেলের একজন পদস্থ অফিসার। ওখানে সুন্দরপাহাড়িতে নতুন বাংলো পেয়েছেন। আমাকে বিশেষ করে যেতে বলেছেন ওঁর ওখানে। তুই ইচ্ছে করলে তোর দলবল নিয়ে চলে আসতে পারিস। খুব ভাল লাগবে জায়গাটা। চারদিকে ছোট-ছোট টিলা, পাহাড়। অনেক গাছপালাও আছে। সবুজে ভরা চারদিক। এখান থেকে কল্যাণেশ্বরী, মাইথনও খুব একটা দূরে নয়। এই সুযোগে সেগুলোও দেখা হয়ে যাবে। তা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের বিশ্বকর্মা পুজো খুব বিখ্যাত। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের নাম শুনেছিস তো ? রেল এঞ্জিন তৈরি হয় সেখানে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওই কারখানাতেও সর্বসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার। বহু দূর-দূরান্তের

লোকও ওইদিন বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে ওখানে আসে। তোরাও আয়।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "অবশ্যই যাব। তুমিও যাবে তো বাবা ?"

"চেষ্টা করব। আমি ফোনে বন্ধুকে বলে রাখছি। তোদের কোনও অসুবিধে হবে না। উত্তর সুন্দরপাহাড়ি। বিষ্ণু প্রধানের বাংলো। ওঁর ছেলের নাম জয়দীপ। এই মনে রাখলেই হবে।"

বাবলু বলল, "আমরা যদি যাই কীভাবে যাব তা হলে ?"

"যদি কেন ? যেভাবে ইচ্ছে চলে আসতে পারিস। যে-কোনও ট্রেনে বর্ধমানে পৌঁছে বাসেও যাওয়া যায়। তা ছাড়া হাওড়া থেকে একটানা আসতে গেলে তুফান আছে। খুব ভাল সময়ে পৌঁছয়। ওতে অবশ্য ভিড় হয় খুব। আরও একটা গাড়ি আছে, সেটা রাত্রি দশটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়ে, মোকামা প্যাসেঞ্জার। আসানসোলে ভোর। চিত্তরঞ্জনে সকাল। তবে গাড়িটা অত্যন্ত বাজে গাড়ি। আলো-পাখা থাকে না। ধিক-ধিক করে আসে। চুরি, ডাকাতি হয়।"

বাবলু বলল, "তা হলে ওই গাড়িতেই আমরা যাব। আচ্ছা বাবা, ওতে কি কোনও স্লিপার কোচ আছে ?"

"আছে। একটাই কোচ। রিজার্ভেশনও সবসময় পাওয়া যায়।"

বাবলু ফোন রেখে মাকে সব বলল।

বিচ্ছু তো পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সবই। সে হঠাৎ আনন্দের উচ্ছ্বাসে পঞ্চুকে এমন জড়িয়ে ধরল যে, পঞ্চু বেচারি অস্থির হয়ে উঠল একেবারে।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও এসে গেছে।

সবাই সব শুনে আহ্লাদে আটখানা।

বিলু বলল, "আজ রাতের গাড়িতে আমরা গেলে কাল সকালে নামব। জায়গাটা চিনে-বুঝে নিতে কালকের দিনটাই যথেষ্ট। পরশু বিশ্বকর্মা পুজো দেখে পরের দিন যদি চলে আসি তা হলে কিন্তু ছোট্টখাট্টোর ওপরে গ্র্যান্ড টুর হয়ে যাবে একটা।"

বাচ্চু বলল, "কল্যাণেশ্বরী, মাইথন এগুলো তা হলে যাব কখন ?"

বাবলু বলল, "ওরই মধ্যে একফাঁকে দেখে নেব।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, দু'জনেই বলল, "যাই, তা হলে বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।"

শুধু বাচ্চু, বিচ্ছু নয়, পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় হঠাৎই ঘন-ঘন বোমা আর গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পাড়াটা। পরক্ষণেই একটা কালো অ্যাম্বাসাডার ওদের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সেই শব্দ শুনে বাবলু, বিলু, ভোম্বলও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। চারদিকে লোকজন হইহই করছে তখন। লোকমুখে শুনল ওদের এলাকার ব্যাঙ্কে এক ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে এইমাত্র।

বাবলু তো চুপ করে থাকবার ছেলে নয়, তাই সঙ্গে-সঙ্গে ওর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে বিলু, ভোম্বলকে বলল, "তোরা একটু বোস, আমি একবার দেখি শয়তানরা কতদূরে গেল।"

মা শুনেই বাধা দিলেন, "খবরদার বলছি। এক পা-ও এগোবি না। ওরা অতি সাঙ্ঘাতিক।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চুও ফিরে এসেছে তখন। ওরাও বলল, "বাবলুদা যেয়ো না। ওরা কিন্তু অনেকজন।"

বাবলু বলল, "ওইরকম একটা গাড়িতে ছ'-সাতজনের বেশি নিশ্চয়ই নেই।" বলে কারও কথা না শুনে স্কুটার বের করেই স্টার্ট দিল।

বিলু, ভোম্বলও বলল, "নাই-বা গেলি বাবলু! কী দরকার।"

বাবলু ততক্ষণে উধাও। শয়তানরা যে-পথে গেছে সেই পথ ধরে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। খানিক আসার পরই দেখল রক্তাপ্লুত একজন লোক পথের ওপরে ছটফট করছেন। প্যান্ট-শার্ট-টাই পরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক একজন। বাবলু কাছে গিয়ে স্কুটার থামিয়ে নেমে দাঁড়াতেই চিনতে পারল। ইনিই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জয়ন্তবাবু।

বাবলু ঝুঁকে পড়ে বলল, "এ কী, জয়ন্তদা! আপনি? আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বাবলু।"

জয়ন্তবাবু যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, "কে? বাবলু? তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে ভাই। ওরা বোধ হয় এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। ওদের কথাবার্তা যা শুনেছি তাতে মনে

হয়েছে ওরা সম্ভবত জানা গেটের দিকে গেছে। তুমি ওদের পিছু নাও। আমি এক্ষুনি পুলিশে ফোন করছি।"

"কিন্তু আপনার এইরকম অবস্থায়...।"

"আঃ। দেরি কোরো না, যাও। আমার আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। ওরা আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। তাই একটা দাঁত ভেঙেছে শুধু, আর লেগেছে খুব।"

ততক্ষণে জয়ন্তবাবুকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসেছে অনেক লোক।

বাবলু দ্বিগুণ জোরে স্কুটার চালিয়ে বাকসাড়ায় জানা গেটের দিকে ছুটল।

জয়ন্তবাবুর অনুমানই ঠিক। জানা গেটের কাছেই দেখতে পাওয়া গেল গাড়িটাকে। রেলের লেভেল ক্রসিং-এ আটকেছে গাড়িটা। বাবলু একটু দূর থেকেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে গাড়ির পেছনদিকের টায়ারে গুলি করল একটা। এক গুলিতেই ভটাস।

ভীত-সন্ত্রস্ত ডাকাতের দল তখন কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। কিন্তু বাবলুকে ওরা দেখতে পেল না। কেননা ও তখন একটা গুমটির আড়ালে।

বিপদ বুঝে ডাকাতরা গাড়ি থেকে নেমেই ছোটা শুরু করল। ওদের একজনের হাতে চামড়ার একটি ভারী সুটকেস। অপরজনের হাতে ঝোলাভর্তি কী যেন। বাদবাকিদের হাতে রিভলভার। দলে ওরা ছ'জন।

বাবলু অভিজ্ঞ ছেলে। সে অনুমান করতে পারল ওই ঝোলার মধ্যে কী আছে বা থাকতে পারে বলে। তাই একটুও দেরি না করে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে সেই ঝোলায় একটা গুলি করতেই ওদের সব চালাকির অবসান ঘটল। সে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। হাহাকার আর আর্তনাদে ভরে উঠল জায়গাটা। ধোঁয়ার ভাব একটু কাটলে দেখা গেল মারাত্মক রকমের জখম হয়ে পড়ে আছে দু'জন লোক। বাকিরা গা-ঢাকা দিয়েছে। যে-লোকটার হাতে বোমা ছিল তার অবস্থা বেশি খারাপ। অপরজন জখম অবস্থাতেও সুটকেস নিয়ে বুকে

হেঁটে পালাবার চেষ্টা করছে।

বাবলু সদর্পে ওদের কাছে গিয়ে মুখের ঢাকা সরাতেই চিনতে পারল ওদের। ওরা বেশ কিছুদিন ধরে এ-পাড়ায় ঘুরঘুর করছিল। বাবলু একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি পিলখানার ওদিকে থাকো না?"

লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের ব্যবস্থা পুলিশই করুক। আমি আমার কাজ করি।" বলে টাকা-ভর্তি সুটকেসটা ওদের কবলমুক্ত করে ওর স্কুটারে এসে বসল।

চারদিকে তখন অনেক লোক। অনেকেই বাবলুর পরিচিত।

বাবলু সবাইকে বলল, "পুলিশ হয়তো এখনই আসবে। আপনারা ঘিরে থাকুন এদের। না হলে পালিয়ে যাবে।" বলে আর দেরি না করে টাকা নিয়ে ঝড়ের বেগে কিছু সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কে এসে হাজির হল।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জয়ন্তবাবু তখন ফিরে এসেছেন। তাঁকে ফার্স্ট এড দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তাঁকে। বাবলু সুটকেসটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে গুনে দেখুন জয়ন্তদা, সব ঠিকঠাক আছে কি না।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে!"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এসে হাজির হয়েছে তখন। ওরা সবাই জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চা-জলখাবার খাওয়ালেন। দুষ্কৃতীদের গুলিতে একজন গার্ড এবং নিক্ষিপ্ত বোমায় দু'জন কর্মচারী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে, টাকাগুলো উদ্ধার হয়েছে। সকলের প্রশংসায় তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখ।

ওরা আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হল। যেতে-যেতেই বিলু বলল, "আজ আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, কী বল বাবলু?"

বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জীবনে স্মরণীয় দিন বলে কিছু

নেই। তবে বলতে পারিস আমাদের জীবনে আজ এক অবিস্মরণীয় দিন। এবং এর মূলে এই স্কুটারটা। এর নম্বর দেখেছিস? পরপর সাত। অর্থাৎ লাকি অ্যান্ড ট্রিপ্‌ল সেভেন। এটা না থাকলে কিন্তু কিছুই হত না।"

সবাই সবিস্ময়ে বলল, "তাই তো!"

ওরা যখন ঘরে ফিরল মা তখন ওদের জন্য হানটান করছেন।

॥ ২ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জুটল মিত্তিরদের বাগানে। দুর্যোগের জন্য ক'দিন তো ঘর থেকেই বেরোতে পারেনি ওরা। তাই বাগানের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্কই ছিল না বলতে গেলে। শুধু রোজকার অভ্যাসমতো পঞ্চুই এসে একবার করে টহল দিয়ে যেত। আর আসত বাবলু। তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। অল্পসময় থেকেই চলে যেত।

বর্ষার পর বাগানের জঙ্গল আরও ঘন হয়েছে। কত যে আগাছা গজিয়েছে তার ঠিক নেই। তারই মধ্যে ওরা একটা জায়গা একটু পরিষ্কার করে বসল।

বিলু বলল, "আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কী ঠিক করলি তা হলে?"

বাবলু বলল, "ভাবছি যাব না। মনটা ভেঙে গিয়ে যাওয়ার উদ্যমটা কেন জানি না নষ্ট হয়ে গেল।"

পঞ্চু এক জায়গায় ঘাসের ওপর শুয়ে এক চোখে পিটপিট করে দেখছিল ওদের। এবার কেমন যেন গলাটা করে ডেকে উঠল।

বাচ্চু বলল, "কত আশা করলাম আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তোর বাবাকে কী বলবি তা হলে?"

বাবলু বলল, "যা ঘটনা তাই বলব।" বলেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল বাবলু।

বিলু বলল, "তোর যদি মন না চায় তা হলে যাস না। কিন্তু তুই কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করছিস?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যদিও ওরা দলে মাত্র ছ'জন, তবুও ওদের পেছনে কোনও বড় মাথাও থাকতে পারে তো ? তা ছাড়া ধরা পড়ল দু'জন, বাকি চারজন পলাতক। এই দু'জনকে যেমন আমি চিনেছি, তেমনই ওরাও চিনেছে আমাকে। আমাকে চেনা মানেই আমাদের প্রত্যেককে ওদের চেনা হয়ে গেছে। এখন পুরো দলটা যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ আমাদের একটা দুশ্চিন্তা রয়েই গেল বইকী ! অত টাকার ব্যাপার। ওদের ওই মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়ার বদলা কি ওরা নেবে না ভেবেছিস ? তাই এই মুহূর্তে কোথাও যেতে মন চাইছে না।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা ঠিকই বলেছে রে ! এখন আমাদের কোথাও না যাওয়াই উচিত।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে ম্যানেজার জয়ন্তবাবুর কোনও কারসাজি নেই তো ?"

বাবলু বলল, "হঠাৎ তোর এইরকম মনে হওয়ার কারণ ?"

"ব্যাঙ্ক ডাকাতি যারা করে তাদের নজর ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা, লকারের গয়না, এইসবের ওপরই থাকে। কিন্তু যাওয়ার সময় ম্যানেজারকে তুলে নিয়ে যায় এমন তো কখনও শুনিনি ভাই।"

বাবলু বলল, "তোর ধারণাটা ঠিক। তবে কিনা, যেহেতু জয়ন্তবাবু, তাই ব্যাপারটা ওইরকম হয়নি। জয়ন্তবাবুকে আমরা চিনি। উনি কখনওই ওইরকম কাজ করবেন না। তা ছাড়া এই ব্যাপারে উনি জড়িত থাকলে ভুলেও আমার কাছে জানা গেটের নাম করতেন না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একমত হল বাবলুর সঙ্গে।

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় জয়ন্তবাবু ওদের ধাওয়া করে নিজেই উঠে পড়েছিলেন ওদের গাড়িতে।"

বিচ্ছু বলল, "সেটা হওয়াই সম্ভব।"

বিলু বলল, "মাঝখান থেকে আমাদের যাওয়াটা গেল ভেস্তে।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ বিলু, যাওয়া আমাদের হবেই। আজ না হয় কাল। তবে কিনা বিশ্বকর্মা পুজোটা দেখা হবে না এই যা !"

"আর ওই রেল এঞ্জিন তৈরির কারখানা ? ওটা তো বছরে একদিনই

খোলা থাকে সর্বসাধারণের জন্য।"

"ও আমরা যখন যাব তখনই দেখে নিতে পারব। কেননা আমরা যাঁর ঠিকানায় উঠব, তিনিই তো রেলের একজন পদস্থ অফিসার। অতএব ও-ব্যাপারে নো প্রবলেম।"

বাবলুরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে ঠিক তখনই দেখা গেল জয়ন্তবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন দ্রুতপায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো ? আবার কী হল ?"

বিলু বলল, "আসতে দে।"

জয়ন্তবাবু কাছে এসে বললেন, "এই যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ! তোমাদের কাছেই এলাম। একটা দারুণ সুখবর দিতে।"

বাবলু বলল, "কীরকম !"

"আহত যে লোক দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে···।"

ভোম্বল বলল, "ধরা পড়েনি, ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"ওই হল। ওদেরই সূত্র ধরে খিদিরপুরের একটি বিশেষ এলাকা থেকে পুলিশ এইমাত্র ওদের আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "কী নাম বলুন তো ওদের ?"

"দু'জনই কুখ্যাত আসামি। একজন হল ডেকন সাউ। আর-একজন অঙ্গদ রায়।"

বাবলু বলল, "মাই গড। যে দু'জনের নাম আপনি করলেন, সেই দু'জনের একজনকেও আটকে রাখবার মতো কোনও জেলখানা এখনও তৈরি হয়নি। অতএব ওদের ধরা পড়ার ব্যাপারে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই।"

বিলু বলল, "বরং ভয়ের ব্যাপার আছে। জেল থেকে বেরিয়েই ওরা বদলা না নেয় !"

জয়ন্তবাবু হেসে বললেন, "সে যা হওয়ার হবে। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে ওরা কোনওরকমেই ছাড়া না পায়। এখন যে জন্য তোমাদের কাছে আসা, সেই কথাই বলি। আজ আমাদের ব্যাঙ্কে কোনও

কাজকর্ম হয়নি। বিশেষ পুলিশি পাহারায় রয়েছে সব। ইতিমধ্যে আমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছে, মানে আমার মিসেসের একান্ত অনুরোধ তোমাদের একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে। আমার এইসব সহকর্মীরাও যাবেন, তাই আমি নিতে এসেছি তোমাদের।"

বাবলু খুব খুশি হয়ে বলল, "আমরা সানন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা জয়ন্তদা, ওরা কি আপনাকে কিড্‌ন্যাপ করতে চেয়েছিল ?"

জয়ন্তবাবু হেসে বললেন, "আরে না না। ওরা ক্যাশ নিয়ে পালাবার সময় আমিই ওদের ধাওয়া করি। ওদের একজনকে গাড়িতে উঠতে বাধা দিলে ওরা আমাকেও তুলে নেয়। তারপর খানিক এসে চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে ড্রাইভারকে 'জানা গেটের' দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার সাহসের প্রশংসা করি।"

"না রে ভাই। আমি অত্যন্ত ভীতু লোক। আসলে কী জানো ? সময় বিশেষে মানুষ কখনও-সখনও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আমারও তাই হয়েছিল। অত টাকা ওরা নিয়ে গেলে কী হত বলো তো ? তাই ভাবলাম, জীবনের চেয়ে কর্তব্য বড়। এই ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর। চলো, চলো, আমার গাড়িতে চলো তোমরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাগান থেকে বেরিয়ে এসে জয়ন্তবাবুর গাড়িতে চেপে বসল। জয়ন্তবাবুর অন্য সহকর্মীরা আলাদা একটা গাড়িতে চেপে ওদের সঙ্গে চললেন। পঞ্চুর হঠাৎ কী হল কে জানে ? বাবলুদের সঙ্গে গাড়িতে উঠেও কী ভেবে যেন নেমে পড়ল। তারপর নিজের খেয়ালেই ছুটে চলল বাড়ির দিকে।

শিবপুর মন্দিরতলায় জয়ন্তবাবুর সুন্দর দোতলা বাড়ি। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জন্য মন্দিরতলার এখন নামডাক খুব। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী কল্যাণী দেবী ছোট্ট বাবুয়াকে নিয়ে গ্রিল দেওয়া বারান্দায় বসে ছিলেন। ওরা যেতেই অভ্যর্থনা করে ভেতরে বসালেন সবাইকে।

সকলের চোখ পড়ল বাবুয়ার দিকে। কী সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি।

ঠিক যেন দেবশিশু। হবে নাই-বা কেন ? বাবা-মা দু'জনেই তো সুন্দর। 'ফিল্ম ফিগার' যাকে বলে ঠিক তাই। তাঁদের শিশু অপরূপ তো হবেই।

বিচ্ছু এমনিতেই ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে আদর করতে খুব ভালবাসে। তাই বাবুয়ার কাছে গিয়ে ওর দিকে হাত বাড়াতেই বাবুয়াও দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর কোলে।

বাচ্চু বলল, "ওমা, বেশ তো ! হাত বাড়াতেই চলে এল !"

কল্যাণী বললেন, "কারও কোল বাছে না ও। যে হাত বাড়ায় তার কাছেই চলে যায়।"

বিচ্ছু বাবুয়াকে আদর করতে-করতে বলল, "আপনাদের বাড়িটা যদি আমাদের পাড়ায় হত, তা হলে কিন্তু রাতদিন ওকে রেখে দিতাম আমাদের কাছে।"

"তা হলে তো বেঁচে যেতাম। তোমাদের মতো ছেলেমেয়ের সঙ্গ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা ? তোমরা না থাকলে কী যে হত আজ !"

বাবলু বলল, "কী আবার হত ? ধরা ওরা পড়তই।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "কে ধরত ওদের ? রাস্তায় অত লোক, কেউ কি এগিয়েছিল ? ঠিক সময়ে তুমি ওদের পিছু না নিলে যেভাবেই হোক পালাত ওরা।"

বিলু বলল, "আপনারও লাক ভাল বলতে হবে। কী ভাগ্যিস, গুলি করেনি।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "সে-কথা একশোবার। খুব জোর প্রাণে বেঁচেছি। দাঁত একটা গেছে তাতে দুঃখ নেই। গা-হাত-পায়ের ব্যথাও সেরে যাবে দু'দিন বাদে। কিন্তু প্রাণে মরলে সংসারটাই ভেসে যেত আমার।"

কল্যাণী বললেন, "তোমরা বোসো। আমি তোমাদের জন্য জলখাবার নিয়ে আসছি।" বলে ভেতরে চলে গেলেন।

বাবুয়া তখন বাচ্চু, বিচ্ছুর সঙ্গে জোর খেলায় মেতে উঠেছে। খেলতে-খেলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে সে।

একটু পরেই কাজের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণী প্রত্যেকের জন্য

ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন আর নানারকমের মিষ্টি এনে টেবিলে সাজালেন।

জয়ন্তবাবুর সহকর্মীরা বললেন, "এ কী করেছেন বউদি! দাদার অনারে এত!"

কল্যাণী বললেন, "মোটেই না। এসব পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অনারে। আমার বোন অলি আবার এদের দারুণ ভক্ত। এদের নিয়ে লেখা যত বই আছে সবই ও কিনেছে। ও যদি একবার দেখত এদের তো কী যে করত তার ঠিক নেই। আমি এখনই ফোন করছি ওকে। আগে জলযোগের পর্বটা মিটুক।"

বাবলুরা মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসল। সে কী খাওয়া! দমভর যাকে বলে।

খাওয়াদাওয়ার পর অন্যরা বিদায় নিলে কল্যাণী ফোনের কাছে গেলেন। তারপর ডায়াল ঘোরাতে-ঘোরাতেই বললেন, "আমার বোন অলির সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই এসো। ভারী মিষ্টি মেয়ে। আর ভয়ানক দুষ্টু। পাহাড়ে ঘুরতে খুব ভালবাসে। আমার বাপের বাড়ি চিত্তরঞ্জনে। সেখানেও পাহাড় আছে। তা ছাড়া কাছেই দেওঘর...।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট। আপনার বাপের বাড়ি কোথায় বললেন?"

"চিত্তরঞ্জনে। আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। আগে আমরা আম্‌লাদহিতে থাকতাম। এখন মিহিজামে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ি করেছেন বাবা।"

বাবলু বলল, "আপনারা বিষ্ণু প্রধানকে চেনেন? সুন্দরপাহাড়িতে থাকেন। আমার বাবার বন্ধু।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "চিত্তরঞ্জন বিশাল এলাকা। তা ছাড়া ওখানে সবই তো রেলের কলোনি। কাজেই ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কেউ নেই। বদলির চাকরি সব। তাই কে কাকে চেনে? আমার শ্বশুরমশাই হয়তো চিনতে পারেন।"

কল্যাণী বললেন, "তোমরা চিত্তরঞ্জনে গেছ কখনও?"

বাবলু বলল, "না। আজই রাতের গাড়িতে আমাদের যাওয়ার কথা

ছিল। কিন্তু সকালের ওই ঝামেলার পর যাওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করেছি। না হলে পরশু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওখানে আমরা থাকতাম।"

কল্যাণী বললেন, "তবে তো ভালই হল। আমি কতদিন ধরে যাব-যাব ভাবছিলাম কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না। আসলে ছেলেটাকে নিয়ে একা-একা যেতে সাহস হয় না। ও তো ছুটিই পায় না একদম। তা ভাই তোমরা আর না কোরো না। আজকের দিনটা বাদ দাও, কাল ভোরেই চলো বেরিয়ে পড়ি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

কল্যাণী বললেন, "তাকিয়ে দেখছ কী? না হলে কিন্তু আমার যাওয়া হয় না।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "তোমরা তো যাবেই ঠিক করেছিলে। তা হলে আর দ্বিমত কেন? তোমরা সঙ্গে থাকলে আমিও নিশ্চিন্তে ওদের ছেড়ে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "আমরা রাজি।"

জয়ন্তবাবু, কল্যাণী দু'জনেই খুশি হলেন। ছোট্ট বাবুয়াটা কী বুঝল কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়ল বিচ্ছুর কোলে।

জয়ন্তবাবু বললেন, "আমার তো গাড়ি আছে। কাজেই কোনও অসুবিধে নেই। কাল খুব ভোর-ভোর রওনা দিলে বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে তোমরা।"

কল্যাণী বললেন, "আর-একটা কথা। ওখানে গেলে আমাদের বাড়িতেই উঠবে কিন্তু। ওই সুন্দরপাহাড়ি-টাহাড়িতে নয়। আমাদের বাড়িতে লোকজনও কম। যথেষ্ট স্বাধীনতা পাবে। আমরাও সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারব।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এই কথাই রইল তা হলে?"

কল্যাণী বললেন, "একেবারে পাকা কথা। তবে এক্ষুনি উঠো না যেন, একটু দাঁড়াও। অলিকে একবার ফোনে জানিয়ে দিই আমাদের যাওয়ার কথাটা।" বলে আবার ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, লাইন পাওয়া গেল না।

কী যে হয় কে জানে? এস. টি. ডি. ফেসিলিটি নিয়েও কোনও লাভ

হয়নি।

বারবার ডায়াল ঘুরিয়েও মিহিজামের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে না পেরে ফোন রেখে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন কল্যাণী।

জয়ন্তবাবু বললেন, "এখন থাক। হয়তো লাইনে ডিসটার্ব আছে। পরে আমি সময়মতো একটু বেশি রাতে জানিয়ে দেব ওদের। সবাই তৈরি হয়ে নাও, কাল ভোরেই কিন্তু যাওয়া।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাসিমুখে বিদায় নিল জয়ন্তবাবুর বাড়ি থেকে। জয়ন্তবাবুর ড্রাইভার গাড়ি করেই ওদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন। কথা হল, কাল ভোরে আবার উনি আসবেন। অবশ্যই কল্যাণী ও বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে। যাওয়া হবেই।

॥ ৩ ॥

পরদিন খুব ভোরে জয়ন্তবাবুর গাড়ির হর্ন শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা উল্লসিত হল। কী আনন্দ! বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু রাত তিনটে থেকে এসে বসে আছে বাবলুর ঘরে। পঞ্চুও হানটান করছে যাওয়ার জন্য।

মা-ও উঠেছেন কখন। ছেলেমেয়েগুলোর পথে জলখাবারের জন্য লুচি, হালুয়া, সবই করে দিয়েছেন। ভরে দিয়েছেন মিষ্টির বাক্স।

বাচ্চু, বিচ্ছু তো ছুটে গিয়ে কল্যাণীর কোল থেকে ছোট্ট বাবুয়াকে নিয়ে এসে দেখাল বাবলুর মাকে। বলল, "দেখুন মাসিমা, কী সুন্দর দেখতে আমাদের ভাইটাকে।"

বিচ্ছু বলল, "একদিন দেখেই এর ওপরে আমার এমন মায়া পড়ে গেছে যে, কী বলব!"

মা আদর করে বাবুয়াকে বললেন, "কী রে, মামার বাড়ি যাওয়ার আনন্দে চোখে যে ঘুম নেই! খুব আহ্লাদ না?" বলে ওর গালটা একটু টিপে দিতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল বাবুয়া।

বছর দুয়েকের শিশু। যেমন ফুটফুটে, তেমনই প্রাণবন্ত।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি করল না। সবাই এসে গাড়িতে বসল। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল ড্রাইভারের পাশে ঠাসাঠাসি করে।

পেছনের সিটে কল্যাণী, বাচ্চু, বিচ্ছু। বাবুয়া রইল কোলে। পঞ্চু ওদেরই এক পাশে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে জি. টি. রোড ধরে গাড়ি হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল।

আকাশ তখনও ভালভাবে পরিষ্কার হয়নি। জি. টি. রোড ফাঁকা। তবে ডাউনের কিছু মালবাহী লরি খুব বিরক্ত করছিল। ড্রাইভারের নাম দিনুদা। তিনি পাকা হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাতে-চালাতেই বললেন, "ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "কিসের ব্যাপার দিনুদা?"

দিনুদা বললেন, "অনেকক্ষণ থেকে একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে। মনে হচ্ছে ফলো করছে আমাদের।"

ভয়ার্ত কল্যাণী বললেন, "সে কী!"

দিনুদা বললেন, "কতবার সাইড দিলাম গাড়িটাকে। তবুও আমাদের ক্রস করছে না।"

দিনুদার কথা শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরকে দেখে নিল একবার। তারপর পেছনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "দু-তিনজন আছে মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "আপনি গাড়িটাকে একটু স্লো করে একেবারেই থামিয়ে দিন তো।"

দিনুদা বললেন, "একেবারে থামিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? জায়গাটা বড় নির্জন।"

"তাতে কী? তখনই তো বোঝা যাবে ওদের আসল উদ্দেশ্যটা।"

"যদি ওরা আক্রমণ করে?"

"ওরা যদি আমাদের অনুসরণকারী হয় তা হলে যখন হোক সুবিধেমতো জায়গায় আক্রমণ ওরা করবেই।"

বিলু বলল, "এখন আমরা কতদূরে এসেছি বলুন তো?"

"মগরা পেরিয়েছি সবে। ত্যালাণ্ডুর মাঠের কাছাকাছি এসেছি।"

বাবলুর কথামতো দিনুদা গাড়ির গতি কমাতেই পেছনের গাড়ির গতিও কমে গেল। সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার একটা।

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে আমাদেরই ফলো করছে ওরা।"

কল্যাণী বললেন, "ওরা কারা ? ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতদের কেউ নয় তো ?"

বাবলু বলল, "হতে পারে।"

কল্যাণী বললেন, "শোনো, তোমরা ছেলেমানুষি কোরো না। যত তাড়াতাড়ি পারো বর্ধমানে নিয়ে চলো গাড়িটাকে।"

বাবলু বলল, "আপনি একদম নার্ভাস হবেন না বউদি। বদ মতলব যদি সত্যিই থাকে ওদের, তা হলে কিন্তু এমন শিক্ষা পাবে ওরা যে, আর কখনও এমন কাজ করতে সাহস করবে না।"

কল্যাণী বললেন, "দোহাই তোমাদের ! আমার বাবুয়ার মুখ চেয়ে তোমরা ওদের ঘাঁটিয়ো না।"

বাবলু বলল, "আপনি শুধু বাবুয়ার কথাই ভাবছেন। আমাদের কথা ভাবছেন না ? জয়ন্তদার কথা ভাবছেন না ? এই জাল যদি ওদেরই হয় তা হলে ওখানে জয়ন্তদাও কি খুব নিরাপদে আছেন ?"

কল্যাণী ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার।

বাবলু দিনুদার কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই দিনুদার মনঃপূত হল কথাটা। বললেন, "ঠিক আছে।" বলেই হঠাৎ একটু জোরে গিয়ে ক্যাঁ-ক্যাঁচ শব্দে গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষে এমন আড়াআড়িভাবে রাখলেন, যাতে আপ-ডাউনের কোনও গাড়িই আর কোনওমতে যাতায়াত করতে না পারে।

ওষুধে কাজ হল।

পেছনের গাড়িটাও ব্রেক কষতে বাধ্য হল তখন।

কালো গেঞ্জি আর ময়লা প্যান্ট পরা তিনজন নেমে এল গাড়ি থেকে। ওদের একজনের হাতে লোহার চেন, একজনের হাতে ছোরা, আর-একজনের হাতে রিভলভার।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নেমে এল প্রত্যেকে। সঙ্গে পঞ্চুও।

ওরা ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "অ্যাই ! রাস্তার মাঝখানে গাড়িটাকে এইভাবে রাখলি কেন রে তোরা ?"

বাবলু হেসে বলল, "সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে দাদা। তার আগে এসো তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করে নিই।"

যে লোকটার হাতে রিভলভার ছিল সে বাবলুকে বলল, "আগে গাড়িটাকে সাইড কর। তারপর আলাপ করবি।"

বাবলু বলল, "তাই কি হয় ব্রাদার ? তোমাদের মতন ঘুঘুকে ধরবার এটাই যে মোক্ষম ফাঁদ।"

ওর সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল তারা বলল, "ছেড়ে দে ভিমা। কেটে পড়। এইভাবে আর-একটু সময় থাকলেই সপ্তরথীতে ঘিরে ফেলবে আমাদের। ওই দ্যাখ্ কত গাড়ি আসছে।"

ভিমা বলল, "আসতে দে। আমার রিভলভারের নলের কাছে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমায় বাধা দিতে এলে একজনও বেঁচে ফিরবে না।" বলেই দিনুদার কাছে গিয়ে বলল, "গাড়িটাকে সোজা করে শিগ্গির নেমে এসো গাড়ি থেকে। কুইক। এখন থেকে এই গাড়ি আমি চালাব। জয়ন্ত বোসের বউ-বাচ্চা আর এই ছেলেমেয়েগুলোকে আমার চাই।"

বাবলু বলল, "এ আর এমন কী কথা, দিনুদা নেমে আসুন তো গাড়ি থেকে। যেভাবে রাখলে ভাল হয় সেইভাবেই রাখুক ওরা গাড়িটাকে।"

বাবলুর কথা শুনে দিনুদা নেমে আসতেই ভিমা বসতে গেল ড্রাইভারের আসনে। যেই না হেঁট হয়ে বসতে যাওয়া, বাবলু অমনই সজোরে একটা লাথি মারল ভিমাকে। সেই লাথির আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভিমা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। বাবলু একটুও দেরি না করে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েই তাগ করল ওর দিকে।

আর যে দু'জন লোক ওর সঙ্গে ছিল তারা তখন ছোরা আর চেন নিয়ে তেড়ে এল বাবলুর দিকে। কিন্তু এলে কী হবে ? পঞ্চু তখন পঞ্চানন। ওকে তখন রুখবে কে ? ভোরের ভৈরব হয়ে গর্জে উঠল সে। বিকট একটা ডাক ছেড়ে পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দু'জনের ওপর।

ততক্ষণে অনেক গাড়ি এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। সামনে-পেছনে অনেক, অনেক গাড়ি। তাদের মধ্যে মালবাহী লরির সংখ্যাই বেশি। সেইসব লরির ড্রাইভার সর্দারজিরা দলে-দলে নেমে এসেই তাদের বিশাল

শরীর নিয়ে জাপটে ধরল তিনজনকে। তারপর বাবলুর মুখে সব শুনে সে কী বেদম প্রহার।

দিনুদা সেই সুযোগে গাড়িটাকে ঠিক করে নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ওই তিনজনের হাল কী হল তা দেখবার জন্য আর অপেক্ষা না করে গাড়িতে এসে বসল। দিনুদা জ্যাম কাটিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন বর্ধমানের দিকে। কল্যাণী বাবুয়াকে বুকে চেপে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

প্রথমে কিছুটা সময় নীরবতা। তারপর দিনুদাই একসময় বললেন, "যাক, এতক্ষণে বিপন্মুক্ত হওয়া গেল।"

বাবলু বলল, "কী করে বুঝলেন ?"

"সর্দারজিরা যে হারে মেরামত করছে ওদের, তাতে আজই ওদের শেষ দিন।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবুও বিপদের আশঙ্কা আমাদের রয়েই গেল। আসলে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা সাকসেসফুল না হওয়ায় ওরা দারুণ চটেছে আমাদের ওপর।"

ভোম্বল বলল, "তবে এই দুষ্টচক্রের মূল নায়ককে ধরবার একটা ক্লু কিন্তু পাওয়া গেছে।"

সবাই তখন ভোম্বলের দিকে তাকাল, "কীরকম !"

ভোম্বল একপাশে রাখা দুটো নাম্বার প্লেট বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এ দুটো কী ?"

"নাম্বার প্লেট। কোথায় পেলি এগুলো ?"

"তুই যখন ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলি, সেই সময় সবার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে এ দুটো ম্যানেজ করেছি আমি। একটা গাড়িতে লাগানো ছিল। আর-একটা ছিল গাড়ির ভেতরে।"

বিলু বলল, "প্লেট দুটো ভুয়োও তো হতে পারে।"

বাবলু বলল, "পারে। তবে গাড়িতে যেটা লাগানো ছিল সেটা ভুয়ো হলেও ভেতরেরটা নয়। এরই সূত্র ধরে আমরা জেনে নেব এই গাড়ির মালিক কে ? তারপর...।"

দিনুদা বললেন, "নাঃ। তোমরা সত্যিই ক্লেভার।"

দেখতে-দেখতে বর্ধমান এসে গেল। তখন সকাল হয়ে রোদ উঠে গেছে। মা যদিও বাড়ি থেকে অনেক খাবার বেঁধে দিয়েছিলেন তবুও বর্ধমান শহরে এসে বাড়ির খাবার খায় কে ? তাই ওরা কার্জন গেটের কাছে একটা দোকানের সামনে গাড়ি রেখে গরম-গরম কচুরি, চা, সীতাভোগ, রাজভোগ অনেক কিছুই খেল।

কল্যাণীও বাড়ির জন্য একটু বেশি পরিমাণে সীতাভোগ, মিহিদানা নিয়ে নিলেন। বাবা সন্দেশ খেতে ভালবাসেন, তাই সন্দেশও নিলেন কয়েকটা। আবার যাত্রা শুরু। দুর্গাপুর, আসানসোল হয়ে চিত্তরঞ্জন মিহিজামে।

এখানে আসামাত্রই মন যেন ভরে গেল। কী আশ্চর্য সুন্দর দেশ। কেমন যেন একটা আরণ্যক পরিবেশ চারদিকে। শুধুই সবুজের মেলা। ওই তো একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কী পাহাড় কে জানে ? ওই কি তবে সুন্দরপাহাড়ি ? যার কোলে বিষ্ণু প্রধানের বাংলো হয়তো।

রাঙামাটির মিহিজামে ছোট্টখাট্টো একটা বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামতেই গাড়ির আওয়াজ শুনে যে মেয়েটি ওর বান্ধবীদের নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তারই নাম অলি। অলি চৌধুরী।

এক-একজনের নামের সঙ্গে মুখের এমন একটা সামঞ্জস্য থাকে যে, দেখলেই মনে হয় এর এই নাম যথার্থই। অলিকে দেখেও তাই মনে হল। অলি এসে ছোট্ট বাবুয়াকে বুকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুলল প্রথমে। তারপর কল্যাণীকে বলল, "সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য। আমার বান্ধবীরাও হানটান করছে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখবে বলে। আসতে এত দেরি যে ?"

কল্যাণী বললেন, "আর বলিস না। যা বিপদ গেল, বরাতজোরে বেঁচে ফিরেছি সব।"

কল্যাণীর বাবা-মাও বেরিয়ে এসেছেন তখন। মেয়ের মুখে এই কথা শুনেই বললেন, "সে কী ! আবার কী হল ? জয়ন্তর ফোনে কালকের ডাকাতির কথা তো শুনেছি। কিন্তু...।"

কল্যাণী বললেন, "বলব, বলব, সব বলব।"

অলি সকলকে সমাদরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। এমন সুন্দর করে সাজানোগোছানো ঘর খুব কমই চোখে পড়ে। বিশেষ করে শহর থেকে দূরে—অনেক দূরে। সেই ঘরে সকলকে বসিয়ে বলল, "সত্যি, তোমরা যে আসবে তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি ! হঠাৎ জামাইবাবুর ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ফোনে তোমাদের আসবার কথা শুনে কী খুশি যে হয়েছি তা কী বলব !"

বাবলু বলল, "তোমার দিদির মুখে শুনলাম তুমি নাকি আমাদের দারুণ ভালবাসো ?"

অলি দুষ্টুমি করে বলল, "ভুল শুনেছ, যাদের চোখেও দেখিনি কখনও, তাদের ভালবাসব কী করে ? তবে তোমাদের নিয়ে লেখা সব বই-ই আমি পড়েছি। শুধু পড়েছি নয়, ভালবেসে বইগুলোকে পরপর সাজিয়েও রেখেছি। এই যে আমার বান্ধবীরা, এদেরও বুক শেল্‌ফে তোমাদের বই ঠাসা। শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা সবারই। তাই আমার মুখে খবর পেয়ে কখন থেকে এসে বসে আছে সব।"

বাবলু হেসে বলল, "তাই বুঝি ? এও তো আমাদের প্রতি ভালবাসার আর-এক নিদর্শন।"

বাবলুর কথায় হেসে উঠল সকলেই।

ওরা যখন জমিয়ে গল্প করছে তেমন সময় অলির বাবা-মা এসে একবার দেখা দিয়ে গেলেন। ছোট্ট বাবুয়াটা এ-ঘর ও-ঘর করে বাড়ি মাতিয়ে দিল। কখনও বা পঞ্চুর ঘাড়ে-পিঠে উঠে নাস্তানাবুদ করতে লাগল ওকে। পঞ্চুর কিন্তু বিরক্তি নেই।

আটপৌরে একটি ডুরে শাড়ি পরে কল্যাণী এসে বললেন, "শোনো, তোমরা সবাই এসে আগে মুখ-হাত ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নাও। তারপর একটু জলখাবার খেয়ে...।"

বাবলু বলল, "প্লিজ বউদি, আর ওই ব্যবস্থাটা দয়া করে করবেন না। বর্ধমানের খাওয়ার কথাটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?"

"ওই একই অবস্থা তো আমারও। কিন্তু মা যে শুনছেন না।"

বাবলু বলল, "মাকে বুঝিয়ে বলুন। আর-এক কাজ করুন, আমার বাড়ি থেকে মা যে খাবারগুলো করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো

গাড়িতেই পড়ে আছে। ওগুলো এনে অলি আর ওর বান্ধবীদের দিয়ে দিন। ওরা খেয়ে নিক।"

অলি বলল, "সে আমরা খেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমরা কি কিছুই খাবে না ?"

বাবলু বলল, "কে বলল খাব না ? তোমাদের বাড়িতে এসে সারাটা দিন উপোস করে থাকব নাকি ?"

অলি বলল, "বেশ, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে না করে আপাতত দুটো করে রসগোল্লা গালে দিয়ে মিষ্টিমুখ করো। এই প্রথম এলে তোমরা।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তবে চা খেতে আপত্তি নেই কিন্তু। চা কিংবা কফি।"

অলি ওদের সকলকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই বাবলুর মায়ের দেওয়া খাবারগুলো নিয়ে এসে বান্ধবীদের ভাগ করে নিজেও খেতে বসে গেল।

বাবলুরা বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এলে অলিদের সঙ্গে বসেই ওদের দেওয়া রসগোল্লা খেয়ে মিষ্টিমুখ করল। তারপর শুরু হল চা-পর্ব। পঞ্চুও বাদ গেল না তাতে।

চা-পর্ব শেষ হলে অলি বলল, "বেলা কিন্তু খুব একটা বেশি হয়নি। চলো, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমার একটা আবদার ছিল যে।"

অলি হেসে বলল, "বলো।"

"তোমাদের ফোনটা কি একবার ব্যবহার করতে দেবে ?"

"নিশ্চয়। বাড়িতে ফোন করবে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

বাবলু ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কথা বলেই আবার নতুন করে ডায়াল করল।

ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া যেতেই বলল, "হ্যালো ! পুলিশ স্টেশন ?"

"ইয়েস। ইনস্পেক্টর ভার্মা স্পিকিং।"

"সার, নমস্কার। আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাবলু বলছি। মিহিজাম

থেকে।"

"কী ব্যাপার!"

বাবলু তখন এক-এক করে সব বলল।

সব শুনে অলি আর ওর বন্ধুদের চোখ তো কপালে উঠে গেল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "বলো কী! দুটো নম্বরই তা হলে আমাকে দাও। খুব বুদ্ধির কাজ করেছ তোমরা নাম্বার প্লেট দুটো সরিয়ে নিয়ে। তবে ও-গাড়ি আটক হয়ে যাবে। আর নাম্বার যখন জানা গেছে তখন গাড়ির মালিককেও খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের।" তারপর বললেন, "তোমাদের ওখানকার ফোন নম্বর কত?"

বাবলু অলিকে বলল, "তোমাদের ফোনের নম্বর?"

অলি নাম্বার বলল। ইনস্পেক্টর সেটা নোট করে নিলেন। বাবলু বলল, "নজর রাখবেন সার। ওরা হয়তো ওঁরও ক্ষতি করবার চেষ্টা করতে পারে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "অবশ্যই। পুলিশের কাজ পুলিশ ঠিকই করবে। থ্যাঙ্কস্।" বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

বাবলু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মনে হয় এখানে দুটো দিন এখন নির্বিঘ্নেই কাটানো যাবে।"

অলি বলল, "দুটো দিন কেন?"

বাবলু বলল, "আবার ক'দিন? আজ আর কাল। কাল বিশ্বকর্মা পুজোটা দেখে পরশু চলে যাব।"

"ওটি হচ্ছে না বন্ধু। তোমাদের আমরা সহজে ছাড়ছি না। অন্তত কয়েকটা দিন থেকে যাও।"

বাবলু বলল, "এর বেশি একদিনও থাকতে পারব না। আমাদের কাজ নেই বুঝি?"

অলি এসে বাবলুর হাত ধরে বলল, "না বাবলু, প্লিজ, ওরকম কোরো না। খুব মনখারাপ হয়ে যাবে তা হলে।"

অলির বান্ধবীরা একবাক্যে বলল, "দু'দিনের জন্য কেউ আসে?"

বাবলু বলল, "আমাদের যে উপায় নেই।"

বাচ্চু বলল, "বেশ তো, আমরা যেমন হঠাৎ করে তোমাদের এখানে এসে পড়লাম তোমরাও তেমনই হঠাৎই একদিন আমাদের ওখানে গিয়ে হাজির হও না কেন?"

অলি বলল, "যাবই তো। বিশেষ করে আমার দিদির বাড়ি যখন ওখানে, তখন যেতে আমাকে হবেই। বান্ধবীরাও যাবে। কিন্তু তোমাদের এই দু'দিন থেকে চলে যাওয়াটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মনে-মনে কত পরিকল্পনা করে ফেলেছিলাম। তোমাদের নিয়ে মধুপুর যাব, গিরিডি যাব, উশ্রী জলপ্রপাত দেখব, দেওঘর, শিমুলতলা যাব। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। আমাদেরও তোমাদের সঙ্গ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটু আগেই ফোনের কথা তো শুনলে। পুলিশ ওই গাড়ির মালিকের ঠিকানা পেলেই আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। বিশেষ করে এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের বিপদের আশঙ্কা পদে-পদে। তোমার দিদি, জামাইবাবু, ছোট্ট বাবুয়া, আমরা, প্রত্যেকের। এখন যে-কোনও উপায়েই হোক, ওদের ধরতে না পারলে কী যে হবে বা হতে পারে তা কে জানে?"

এর পরে আর কথা চলে না। তাই সবাই নীরব হল।

বাবলু বলল, "তা ছাড়া এখানে আসবার আদৌ কোনও পরিকল্পনাই ছিল না আমাদের। আমার বাবার এক বন্ধু রেলের অফিসার। সুন্দরপাহাড়িতে বাংলো পেয়েছেন। এখানকার বিশ্বকর্মা পুজো দেখব বলে সেখানেই যাচ্ছিলাম আমরা। এমন সময় এইসব অঘটন।"

অলি বলল, "তোমার বাবার বন্ধুটি কে?"

"বিষ্ণু প্রধানের নাম শুনেছ?"

অলির তো চোখ কপালে উঠে গেল। সেইসঙ্গে শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনারও। সবাই বলল, "ওরে ব্বাবা। উনি তো মস্ত অফিসার। আগে দুর্গাপুর না আসানসোল কোথায় যেন ছিলেন। সম্প্রতি বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। শুনেছি, খুব ভাল লোক।"

"ওঁর ছেলের নাম জয়দীপ।"

"ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। রাজপুত্রের মতন দেখতে। ওকে সবাই প্রিন্স বলে এখানে।"

বাবলু বলল, "যাক, ভালই হল। তোমরা আমাদের ওইখানেই নিয়ে চলো। আগে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি। তার কারণ আমাদের তো ওখানেই ওঠবার কথা, তাই হয়তো ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তা ছাড়া আমার বাবারও আসবার কথা ওখানে।"

অলি বলল, "বেশ তো, চলো।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজ পেরিয়ে ফার্স্ট গেটের কাছে এল। চারদিকে তখন বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য সাজ-সাজ রব। উৎসবের আনন্দে জমজমাট চারদিক। লাউড স্পিকারের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেলেও দূরের পাহাড় এবং সবুজ বনানীর ভেতর থেকে কেমন যেন একটা পুজো-পুজো গন্ধ ভেসে আসছে। কত, কত ঘুড়ি উড়ছে নির্মেঘ আকাশে। এইসব দেখে মনপ্রাণ একই সঙ্গে ভরে উঠল সবার।

সুন্দর পিচঢালা পথ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে একসময় ওরা বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর কাছে এল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল বাবলুর বাবা কেমন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বাংলোর লনে। পঞ্চু তো দেখামাত্রই ছুট। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একেবারে পায়ের কাছে ঘন ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে ওর আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল।

ওরা যেতেই বাবা বললেন, "ব্যাপার কী তোদের ? এত দেরি করলি কেন তোরা ?"

বাবলু বলল, "কাল থেকে যা গেল আমাদের ! হয়তো আসাই হত না।"

বাবা এবার অলি ও তার বান্ধবীদের দেখে বললেন, "এরা কারা ?"

বাবলু বলল, "এদের পরিচয় পরে দিচ্ছি। আগে আমার কথা শোনো।"

বাবা বললেন, "শুনব তো বটেই। তোরা ঘর থেকে বেরোবার নাম করলেই দুনিয়ার ঝামেলা তোদের আঁকড়ে ধরে। তাই নতুন কী আর শোনাবি ?"

ওদের কণ্ঠস্বর শুনে সস্ত্রীক বিষ্ণু প্রধান তখন বেরিয়ে এসেছেন।

বাবা বিষ্ণু প্রধানকে বললেন, "যা ভয় করছিলাম তাই। আবার কীসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে সব।" বলে বাবলুকে বললেন, "কী, ব্যাপারটা কী ?"

বিষ্ণু প্রধানের কাজের লোকটি এসে তখন প্রত্যেকের বসবার জন্য চেয়ার ও মোড়া পেতে দিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আগেই বলে রাখছি, আমরা কিন্তু কেউ কিচ্ছু খাব না। পেট একেবারে ভর্তি।"

বাবা বললেন, "না খাস না খাবি। কিন্তু তোদের জিনিসপত্তর কই ?"

বাবলু অলিকে দেখিয়ে বলল, "এদের বাড়িতে। এর নাম অলি। এ কে জানো তো বাবা ? আমাদের পাড়ায় যে ব্যাঙ্কটা আছে, তারই ম্যানেজার জয়ন্তবাবুর রিলেটিভ।"

"অ। তা শুনি এবার তোদের কাহিনী।"

বাবলু তখন সবকিছু সবিস্তারে খুলে বলল এক-এক করে।

সব শুনে বাবা বললেন, "ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস মানে তো একটা সংগঠিত ব্যাপার। রীতিমত ট্রেনিং না নিয়ে এইসব কাজে নামে না কেউ। আর দলেও ওরা নেহাত কম থাকে না। জালও ছড়ানো থাকে অনেকদূর। অতএব সাবধান।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "বিশেষ করে ওরা যখন অত ভোরেও তোমাদের পিছু নিয়েছে তখন তোমরাই যে ওদের টার্গেট তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

অলি বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, ওরা যে ভোরে বেরোবে এ-কথা দুষ্কৃতীরা জানতে পারল কী করে ?"

বাবা বললেন, "যখন ওদের মধ্যে এইসব আলোচনা হচ্ছিল তখনই হয়তো আড়ি পেতে ছিল কেউ।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "এগজ্যাক্টলি।"

বাবলু বলল, "এটাও একটা ভেবে দেখার বিষয়। কিন্তু কে কখন কোথা থেকে আড়ি পাতল ? পঞ্চু অবশ্য আমাদের সঙ্গে ঘরের ভেতরেই

ছিল।" বলে একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা বিলু, জয়ন্তদার সহকর্মীরা ক'জন ছিলেন বলো তো ?"

বিলু বলল, "ছ'জন।"

বিচ্ছু এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "তবে তাঁরা কিন্তু আমাদের আলোচনার আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। জলযোগ পর্ব শেষ হতেই চলে গিয়েছিলেন তাঁরা।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক তাই। ঘরে তখন আমরাই ছিলাম। আর ছিল কাজের মেয়েটি।"

ভোম্বল বলল, "অবজেক্‌শন। সবসময় কাজের লোকেদের সন্দেহ করা উচিত নয়। ওদের লোক নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ ঘাপটি মেরে ছিল আশপাশে কোথাও। তা ছাড়া ওকে সন্দেহ করলে তো দিনুদাকেও সন্দেহ করতে হয়।"

বিলু বলল, "অবান্তর কথা বলিস না। দিনুদা হচ্ছেন সন্দেহের বাইরে।"

"কারণ ?"

"কারণ, ওই শয়তানরা যে আমাদের পিছু নিয়েছে সে-কথা দিনুদাই তো বলেছিলেন। আর বাবলুর নির্দেশমতো দিনুদা গাড়িটাকে ওইভাবে না রাখলে কিছুতেই ওদের বেকায়দায় ফেলা যেত না।"

ভোম্বল বলল, "মানছি। এখন তা হলে ধরে নিতে হবে, হয় ওরা আড়ি পেতে ছিল, নয়তো কাজের মেয়েটির মারফত জেনেছে, তাই তো ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ তাই। এ-সবই অবশ্য তদন্তের বিষয়।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "সে তোমরা তদন্ত করো আর যাই করো, আমার মতে বলে কী, বাবা তোমরা আর এখানে থেকো না। এই জায়গা এখন তোমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। যত শিগ্‌গির পারো এখান থেকে চলে যাও তোমরা।"

বাবা বললেন, "চলে গেলেও যে রেহাই পাবে তা নয়।"

"তবু অচেনা জায়গায় বিপদে না পড়াই ভাল। ওই ধরনের শয়তানদের কলকাতা থেকে মিহিজামে এসে একটা প্যানিক করে

যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

বাবলু বলল, "সেই ভয় তো আমরাও করছি। মগরার কাছে যে তিনজন ধরা পড়ে মারধোর খেয়েছে তাদের একজনও যদি ছিটকে বেরিয়ে আসে তা হলে কিন্তু হাল আমাদের খারাপ করে দেবে। ওরা নিজেরা না এলেও দলের অন্য কাউকে পাঠিয়ে ক্ষতি করবে আমাদের।"

বিষ্ণু প্রধানের ছেলে জয়দীপ বোধ হয় ঘরের ভেতরে বসে সব শুনছিল, এবার বেরিয়ে এসে বলল, "কিচ্ছু করবে না। ওরা ঘুঘুও দেখেছে, ফাঁদও দেখল। তা ছাড়া এই চিত্তরঞ্জনের এলাকাটা বড় কম নয়। লম্বায় সাত মাইল, চওড়াতেও সাত মাইল। সম্পূর্ণ রেলের এলাকা। চারদিক ঘেরা। অতএব এর ভেতরে ঢুকে হঠাৎ করে একটা প্যানিক করে যাওয়া অত সোজা নয়।"

বন্দনা বলল, "কী যে বলেন, যারা দিনের বেলায় ব্যাঙ্কে এসে সশস্ত্র ডাকাতি করে যায় তাদের আবার অসাধ্য কী ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই বন্দনাকে সায় দিয়ে বলল, "ঠিকই তো।"

অলি বলল, "তা ছাড়া আমরা তো রেলওয়ে কলোনির বাইরে থাকি। মিহিজামে। তাও একটু ভেতর দিকে।"

জয়দীপ বলল, "তাতে কী ? যেখানেই থাকো নির্ভয়ে থাকো। ওদের কেউই আসবে না। ওরা এখন মারধোর খেয়ে ধরা পড়ে পালাবার তাল করছে। তোমরা মনের আনন্দে ঘোরো। যাও, সামনের ওই হিলটপে উঠে চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্যাখো। আজকের দিনটা থাক, কাল সকালে চলে যাও কল্যাণেশ্বরী। পারলে ওখান থেকে মাইথনটাও দেখে নিয়ো।"

শ্বেতা বলল, "মাইথনের জলাধার কিন্তু এই হিলটপ থেকেও ভাল দেখা যায়।"

জয়দীপ বলল, "ভাল দেখা যায় না, অস্পষ্ট। তবু কাছ থেকে দেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে।"

অলি বলল, "আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। খুব ভাল হয় তা হলে।"

জয়দীপ একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা, অলি ও তার বান্ধবীরা, পঞ্চুকে নিয়ে চমৎকার পিচঢালা পথ ধরে জয়দীপের সঙ্গে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। ছোট্ট পাহাড়। খাড়াই পথ বেয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই ওপরে উঠে পড়ল।

সত্যিই সুন্দর। প্রথমেই ওরা বহুদূরের মাইথন জলাধার দেখল। ঘোলা জল কেমন টলটল করছে। তারপর সুন্দরভাবে সাজানো রেলওয়ে কলোনি। আর অফুরন্ত সৌন্দর্যে ভরা লাল মাটির বুকে ঘন সবুজের মিহিজাম। এ যেন সেই ঘরের কাছে আরশিনগর বলে মনে হল। এই হিলটপে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান কোনদিকে তার দিক্‌নির্ণয় করা আছে। এমনকী বসে সময় কাটানো এবং প্রকৃতি দেখার ভাল ব্যবস্থাও করা আছে এখানে। ওরা তাই যে যার পছন্দমতো একটা করে স্থান বেছে নিয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে বসল।

আর পঞ্চু ? তার আনন্দ দেখে কে ? সে যে কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে হিলটপের ঝোপেঝাড়ে যত রঙিন প্রজাপতি উড়ছিল সেগুলোর পেছনে ছোটাছুটি শুরু করল ভৌ-ভৌ করে।

জয়দীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে পঞ্চুর কেরামতি দেখতে লাগল। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখতে লাগল জয়দীপকে। জয়দীপ ওদের সমবয়সী না হলেও ওদের চেয়ে খুব একটা বড় নয়। কী অপূর্ব মুখশ্রী জয়দীপের। আর কী দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। যেমন গায়ের রং, তেমনই মার্জিত কথাবার্তা। সাধ করে কি প্রিন্স বলা হয় ওকে ? সত্যিই প্রিন্স। রাজকুমার।

অলি ও তার বান্ধবীরা সবাই বলল, "জয়দীপদা, শুনেছি আপনি তো খুব ভাল স্টুডেন্ট। তা মাঝেমধ্যে আমাদেরকেও একটু গাইড করুন না !"

জয়দীপ মিষ্টি হেসে বলল, "কে বলল আমি ভাল স্টুডেন্ট ? পড়াশুনো করি এই পর্যন্ত। কিন্তু জীবনে কখনও প্রথম দশজনের একজন হতে পারিনি।"

অলি বলল, "কিন্তু আমরা যে তাও না। এই শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা, আমরা সবাই একই ক্যাটিগরির।"

জয়দীপ বলল, "আমি তোমাদের দূর থেকে অনেকবার দেখেছি। আমি জানি তোমরা খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু তোমরা ইচ্ছে করেই পড়াশুনোয় ফাঁকি দাও।"

বন্দনা বলল, "তা যা বলেছেন ! আসলে টিভির নেশা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, বইয়ের পড়ায় আর মন বসাতে পারছি না।"

জয়দীপ বলল, "বাজে কথা। আমি তো দিনরাত টিভি দেখি। সিনেমাও কম দেখি না। তাতে তো পড়াশুনোর অসুবিধে হয় না আমার।"

চন্দনা এমনিতেই মুখচোরা মেয়ে। তবুও জয়দীপের কথার উত্তরে অবাক হয়ে বলল, "আপনি সিনেমা দেখেন ?'

"টিভি, সিনেমা সবই দেখি।"

মাধুরী বলল, "সত্যিই আপনি অসাধারণ।"

জয়দীপ বলল, "মোটেই না। তবে এইসবের মধ্য দিয়েই দিনে একবার অন্তত নিয়ম করে বই নিয়ে বসি। তোমরাও বসো, দেখবে পড়ায় মন কখন একসময় আপনা থেকেই বসে গেছে। আসলে এ সবই অভ্যাসের ব্যাপার।"

বন্দনা বলল, "তবুও আপনি একটু দেখুন না আমাদের।"

জয়দীপ বলল, "আমার সময় কখন ? খেলাধুলো, শারীরচর্চা, এইসব করতেই তো সময় চলে যায়। এর ওপর নিজের পড়া আছে।"

অলি বলল, "তাতে কী ? ওরই ফাঁকে আমাদের একটু দেখুন। না হলে কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়ব না।"

জয়দীপ বলল, "বেশ, সব সাবজেক্ট তো পারব না, তবে সপ্তাহে দু'দিন আমি তোমাদের আর্টস গ্রুপটা দেখিয়ে দিতে পারি।"

অলিরা তো দারুণ খুশি। সেইসঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও।

বাবলু বলল, "যাক, এখানে এসে তা হলে একটা কাজ অন্তত হল। কাল থেকেই লেগে পড়ো তা হলে।"

অলি চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "ওমা ! কাল থেকে কী করে হবে ? কাল তো আমরা চরকি ঘোরান ঘুরব। তা ছাড়া কাল বিশ্বকর্মা

পুজো। তোমরা আছ। যা কিছু হবে তোমরা চলে যাওয়ার পর।"

জয়দীপ বাবলুকে বলল, "তোমরা কবে যাচ্ছ?"

"আমরা পরশু সকালেই চলে যাব।"

"তা হলে ওইদিন থেকেই শুরু হোক।"

অলি বলল, "সবচেয়ে ভাল হয় পুজোর পর থেকে হলে।"

বাবলু বলল, "সে কী! পুজোর তো এখনও অনেক দেরি। এই ক'দিন কী করবে?"

অলি বলল, "অনেক দেরি কোথায়? মাত্র পনেরো দিন বাকি। এই ক'দিনে পড়ায় মন বসবে না।"

বিলু বলল, "আশ্চর্য! এত আগ্রহ তোমাদের। অথচ সব যখন ঠিক হল তখনই এড়াতে চাইছ? বেশ মেয়ে তো!"

অলি বলল, "না না, এড়াতে চাইছি না। কারণটা অবশ্য তোমাদের বলা হয়নি, আসলে আমরা সকলেই একটি পর্বত অভিযাত্রী দলের সদস্যা। আমাদের এখন প্রশিক্ষণ চলছে। শিগ্‌গির দূরে কোথাও মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং-এ যাব আমরা। হয়তো সেটা পুজোর আগেই।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কোথায়?"

"জায়গাটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে খুব সম্ভবত অমরকণ্টকে।"

বাবলু বলল, "ওরে বাবা! সে তো অনেকদূর। ঘরের কাছেই শুশুনিয়া, জয়চণ্ডী থাকতে অতদূরে কেন?"

"ওসব জায়গার ট্রেনিং হয়ে গেছে আমাদের। এ-বছর অমরকণ্টক হলে সামনের বছর চলে যাব হিমালয়ে। মোট কথা, যাওয়া আমাদের হবেই। ব্যবস্থা একেবারেই পাকা।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় হঠাৎ সেখানে এমন কয়েকজনের আবির্ভাব ঘটল যাদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারল না কেউই। জয়দীপের অমন সুন্দর মুখখানি কালো হয়ে উঠল। সে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা যাও, আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলব, কেমন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আগন্তুকদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর পঞ্চুকে ইশারা করে মেয়েদের নিয়ে এক-এক করে

নেমে এল। ওরা ভেবে পেল না এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে জয়দীপের মতো ছেলের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। তবুও বেলা অনেক হয়েছে, তাই আর এই ব্যাপারে বেশি মাথা না ঘামিয়ে অলিদের বাড়ির দিকেই রওনা হল ওরা।

॥ ৪ ॥

খানিক আসার পর বাবলু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অলিকে বলল, "শোনো, তোমরা বাড়ি যাও। আমরা একটু আসছি।"

অলি বলল, "কোথায় যাবে তোমরা?"

"একটু কাজ আছে আমাদের।" বলে বাচ্চু, বিচ্ছুকেও ইশারায় অলিদের সঙ্গে যেতে বলল।

অলি বলল, "বেশ একসঙ্গে আসছিলাম, হঠাৎ দলছুট হয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হল?"

বন্দনা বাবলুর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই কিছু একটা অনুমান করে বলল, "আমাদের যখন যেতে বলছে তখন চল না!"

বিচ্ছু দল থেকে সরে এসে বাবলুকে কাছে ডেকে বলল, "তুমি কি আর একবার হিলটপে যেতে চাও বাবলুদা?"

"হ্যাঁ। কেননা ওখানকার পরিস্থিতি একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে।"

"আমারও। মনে হচ্ছে জয়দীপদা কোনও চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে।"

"ঠিক তাই। সেইজন্যই ব্যাপারটা কী, তা জানতে ইচ্ছে করছে।"

অলিরা বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিয়ে ওদের বাড়ির দিকে চলল।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে রয়ে গেল সেখানেই।

বিলু বলল, "তুই কেন রয়ে গেলি আমি বুঝতে পেরেছি। এবার কি তবে সুন্দরপাহাড়ি অভিযান?"

"অবশ্যই। ওই লোকগুলোর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই কেমন যেন একটা অন্যরকমের গন্ধ পেলাম।"

ভোম্বল বলল, "আমিও। তা ছাড়া ওরা আসতেই জয়দার মুখটা

কেমন শুকিয়ে গেল দেখেছিস ?”

বাবলু বলল, “দেখেছি বইকী ! তাই তো একটু নজরে রাখতে চাই ওদের। মনে হয় নির্ঘাত কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে ছেলেটার।” বলে পঞ্চুকে ইশারা করে দ্রুত এগিয়ে চলল সুন্দরপাহাড়ির দিকে।

খানিক এসে হিলটপে ওঠবার মূল পথ ছেড়ে খুব সন্তর্পণে ওরা পাথরের খাঁজ ধরে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ওপরে উঠল। পঞ্চুও উঠল ওই একই কায়দায়। তারপর ঘন একটি ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লক্ষ করতে লাগল ওদের গতিবিধি।

ওরা মোট চারজন ছিল।

ওদের একজনের কথা কানে এল, “আমাদের প্রস্তাবে তা হলে রাজি নও ?”

জয়দীপ বলল, “বললাম তো, ও-কাজ কোনওমতেই সম্ভব নয়।”

“কিন্তু এর জন্য তোমার বাবাকে কী কঠিন মূল্য দিতে হবে তা কী জানো ?”

“আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না তাই এই কথা বলছেন। আমাকে খুন করে আমার লাশ আমাদের বাড়ির সামনে ফেলে রাখলেও উনি রাজি হবেন না আপনাদের প্রস্তাবে।”

“তোমাকে খুন করার পর তোমার বাবা যে রাজি হবেন না তা আমরা জানি। কেননা, তখন তাঁর জেদ আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু একান্তই যদি রাজি না হন তা হলে এই কাজ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ খোলা থাকবে কী ?”

“আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।”

“সেই ইচ্ছেটা যদি খুবই মারাত্মক হয় ?”

“হবে।” জয়দীপ এবার কঠিন গলায় বলল, “আমার যা বলবার আমি বলেছি। এখন আপনারা যেতে পারেন।”

বাবলুরা সবই লক্ষ করল।

ওরা কিছু সময় চুপ থেকে বলল, “আজকের মতো আমরা যাচ্ছি। কাল সকালে আটটায় এক নম্বর গেটের কাছে থাকব। তোমাদের শেষ সিদ্ধান্তটা জানিয়ো। বাবাকে বোলো, রায়সেন চুক্তিতে রাজি হলে টাকার

অঙ্ক দশ লাখ। না হলে...।” বলেই একজন একটা রিভলভার বের করে ট্রিগার টিপল।

শব্দ হল খট করে। কিন্তু গুলি বেরোল না।

লোকটা বলল, “কালকের পরে কিন্তু এখান দিয়ে আর খট করে শব্দ হবে না। তখন হবে ‘ডিসুম’। অর্থাৎ গুলি ছুটবে।”

জয়দীপ কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

লোকগুলোও আর অপেক্ষা না করে প্রস্তুত হল যাওয়ার জন্য। যাওয়ার আগে আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিল, “কাল সকাল আটটা। এক নম্বর গেটের কাছে। কালই কিন্তু শেষদিন।”

ওরা চলে গেলে জয়দীপও চলে গেল।

বাবলুরাও তখন আত্মপ্রকাশ করল এক-এক করে। ওরা সেই জায়গায় এসে দাঁড়াল, যেখানে একটু আগেই নাটকের দৃশ্যের মতো ঘটনা ঘটে গেল একটা।

বাবলু বলল, “স্ট্রেঞ্জ !”

বিলু বলল, “লোকটা যখন রিভলভার বের করল তখন আমি তো ভাবলাম দিল বুঝি শেষ করে।”

বাবলু বলল, “ও যে গুলি করবে না তা আমি জানতাম। না হলে তো লেলিয়েই দিতাম পঞ্চুকে। তবে কালকের ব্যাপারটা যে কোনদিকে মোড় নেবে তা কে জানে ?”

ভোম্বল বলল, “আজই নিষ্পত্তি একটা করে দেওয়া যেত ব্যাপারটার। ওদের যেতে দিলি কেন ? ওরা কী চায় তা ওদের মুখে শুনেই ব্যবস্থা একটা করা যেত।”

বাবলু বলল, “হুট করে কিছু করা যায় ? জয়দাকে ওরা আক্রমণ করলে আমরা অবশ্য ছেড়ে দিতাম না, এখন আসল ব্যাপারটা কী তা জানতে হবে তো ?”

বিলু বলল, “জানাজানির কিছু নেই। বক্তব্য ওদের পরিষ্কার। রায়সেনের এই দুষ্টচক্র অন্যায়ভাবে কোনও অবৈধ বিল পাস করিয়ে নিতে চায় বিষ্ণু প্রধানের মাধ্যমে। রেল ব্যবস্থাকে দিনে-দিনে অবনতি ও লোকসানের দিকে এরাই তো ঠেলে দিচ্ছে। ওদের শর্ত মানলে ‘ও কে’,

না মানলেই ডিসুম।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই। কিন্তু ওদের যা হাবভাব তাতে মনে হয় বাবার ওপর বদলা নিতে ছেলেকে ওরা মারবেই।"

বিলু বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

"এখন তা হলে উপায় ? কী উপায়ে রক্ষা করা যায় ওকে ?"

বাবলু বলল, "রক্ষা ওকে করতেই হবে। বিশ্বকর্মা পুজো দেখা মাথায় থাক। কল্যাণেশ্বরী, মাইথনেও গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে আমরা এক নম্বর গেটের কাছে ঘাপটি মেরে থাকব। তারপর, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি ওরা আসে আর ওরা যদি জয়দাকে আক্রমণ করে তা হলে কিন্তু একজনও ফিরে যাবে না ওদের।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের করল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

ওরাও আর রইল না ওপরে। ধীরে-ধীরে নেমে এল। রোদ যেমন চড়া তেমনই ভ্যাপসা গুমোট। বহু দূরের মাইথনের জলাধারের দিক থেকে একটা কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে। ওরা নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অটো পেয়ে গেল। খুব একটা দূরের পথ তো নয়, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল মিহিজামে।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই আর-এক দুঃসংবাদ। শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনারা বিদায় নিয়েছে। স্তব্ধ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চু, বিচ্ছু আর অলি। অলির চোখে জল। কল্যাণীকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়ি থেকেও অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। ব্যাপারটা কী ?

অলি একটা হলুদ খামের চিঠি বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "একটা কিছু করো। আমাদের এই বিপদে পুলিশ নয়, তোমরাই এখন একমাত্র ভরসা।"

বাবলু চিঠিটা পড়েই সেটা বিলুর হাতে দিল। বিলু দিল ভোম্বলকে। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল এই :

"জয়ন্ত বোস আমাদের বাধা না দিলে আর ওই শয়তান ছেলেটা আমাদের পেছনে ধাওয়া না করলে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হত না। ওদের দ্বারা ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা। যাই হোক,

বাচ্চাটাকে নিয়ে গেলাম। বেশি নয়, তিন লাখ পেলেই ছেড়ে দেব। জয়ন্ত বোসের মতন একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে এই টাকাটা কিছুই নয়। কাল সন্ধেবেলা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে বরাকর নদীর ঝরনার ধারে বিনিময় হবে। দেরি করলে প্রতিদিনের হিসেব দিতে হবে এক লাখ করে। অর্থাৎ পাঁচদিনে পাঁচ প্লাস তিন, মোট আট লাখ। ছ'দিন কিন্তু নয়। হয় টাকা, না হয়...। পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ফল তাতে খারাপ হবে।"

অলি বলল, "এখন আমরা কী করব বলো ?"

বাবলুরা নিরুত্তর। ওরা যে কী বলবে ভেবে পেল না। একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে-না-খেতেই আর-একটা দুশ্চিন্তা এসে হাজির হল। বিপদের পর বিপদ।

কল্যাণী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "তোমরা সবাই চুপ করে গেলে কেন ভাই ? তোমরাই বলো, এখন আমি কী করব ? এই মুহূর্তে অত টাকা কোথায় পাব আমি ?"

বাবলু বলল, "জয়ন্তদাকে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

অলি বলল, "হ্যাঁ।"

"উনি কি আসছেন ?"

"না। বলেছেন কোনওরকম হুমকির কাছে মাথা না নোয়াতে।"

কল্যাণী বললেন, "কিন্তু আমার বাবুয়া ? তাকে কী করে ফিরে পাব ?"

কল্যাণীর বাবা বললেন, "এই অবস্থায় পুলিশকে না জানানো ছাড়া আমাদের কোনও উপায়ও নেই।"

বাবলু বলল, "ওই ভুলটি করবেন না দয়া করে। লেনদেনের মাধ্যমে যদিও ছেলেটাকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, থানা-পুলিশ করলে সেটুকুও থাকবে না। পুলিশে খবর দিলে ওরা হয়তো রাগের চোটে মেরেই ফেলবে ছেলেটাকে।"

মা বললেন, "তা হলে কী করব ? অত টাকা কোথায় পাব আমরা ?"

বাবলু বলল, "ওর বাবাকে আসতে দিন।"

"সে তো আসবে না বলেছে।"

"বলেছেন। পরে তো মতের পরিবর্তন করতেও পারেন। ছেলে বলে কথা! কিন্তু ভয় হচ্ছে উনি না ওখানকার পুলিশকে জানিয়ে দেন ব্যাপারটা।"

অলি চোখের জল মুছে বাবলুর হাত দুটি ধরে বলল, "তোমরা তো অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করেছ, তোমরা কি পারবে না আমাদের বাবুয়াকে আবার আমাদের বুকে ফিরিয়ে এনে দিতে?"

বাবলু বলল, "পারতেই হবে। পারবার জন্য কৌশলে উপায়ও একটা বের করতে হবে। কিন্তু ওকে ওরা এই বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে গেল কী করে?"

কল্যাণী বললেন, "অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি। তার ওপর কাল ওইরকম সব কাণ্ড ঘটে গেল। রান্নাঘরে বসে মায়ের সঙ্গে সেই নিয়েই আলোচনা করছিলাম। ছেলেটা এ-ঘর, ও-ঘর করে খেলছিল। হঠাৎ ঘরের ভেতর কাচ ভাঙার শব্দ। ভাবলাম ছেলেটাই কিছু ফেলে ভাঙল বুঝি। তাই ছুটে গিয়ে দেখি জানলার শার্সির কাচ ভাঙা। আর ওই হলদে খামের চিঠিটা পড়ে আছে ঘরের ভেতর। সেইসঙ্গে ছেলেটাও নেই।"

"দিনুদা কোথায়?"

"দিনুদা তো আমাদের পৌঁছে দিয়েই কারমাটারে ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন।"

বাবলু আর কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে সকলকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কল্যাণী আবার কান্নাকাটি শুরু করলেন। অলিও কেঁদে-কেঁদে সারা। ওদের সকলের কান্না দেখে বাচ্চু, বিচ্ছুর চোখেও জল এসে গেল।

বাবলু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে বাথরুমে ঢুকে স্নানপর্ব শেষ করল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু প্রত্যেকেই।

স্নানপর্ব শেষ হলে বাবলু অলিকে বলল, "শোনো, তোমাদের বাড়ির যা পরিস্থিতি তাতে আমার মনে হয় আমাদের আর এখানে না থাকাই ভাল। তাই আমরা এখনই বিদায় নিচ্ছি। আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। ওটাও আমরা বাইরেই সেরে নেব।"

অলি বলল, "না, তা হয় না। তোমরা আমাদের অতিথি। কত আয়োজন আজ তোমাদের জন্য। তোমরা চলে গেলে কী করে হবে?"

"সেইজন্যই তো বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের চোখের জলের সামনে কিছুই যে আমাদের মুখে রুচবে না। পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের অবস্থা দেখে ও কেমন মূক হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমাদের এই বিপদের দিনে তোমরা আমাদের পাশে না থেকে চলে যাবে?"

"চলে না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"আমি কিন্তু অনেক আশা করেছিলাম তোমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "তুমি কী আশা করেছিলে তা আমি জানি। তোমার আশা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্যই আমরা যাচ্ছি। তবে বাড়ি যাচ্ছি না কিন্তু। এইখানেই আশপাশে কোথাও থাকব। এখন আমাদের সামনে দারুণ একটা সমস্যা চ্যালেঞ্জের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। যেভাবেই হোক, সেটার মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে কী করব তা স্থির করতে গেলে এখান থেকে চলে যেতেই হবে আমাদের।"

অলি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। তারপর বলল, "তোমরা কোথায় রইলে না রইলে আমি কী করে জানব?"

"আমরা নিজেরা এসেই হোক অথবা ফোনেই হোক জানিয়ে দেব তোমাকে। তারপর তুমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বাবুয়াকে ওদের কবল থেকে নিয়ে আসতে গেলে তোমার সাহায্যের যে আমাদের একান্তই প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমরা এখান থেকে সরে গিয়ে পাঁচজনে পরিকল্পনা করে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে নেব।"

অলি বলল, "বেশ। আমি তা হলে তোমাদের ডাক পাওয়ার আশায় রইলাম।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের ভুল না বুঝে আমাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল অলিদের বাড়ি থেকে। ওরা পথে নেমে সবে দু'-এক পা এগিয়েছে এমন সময় প্রবল বর্ষণ শুরু হল। সে

কী ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ! ওরা ছুটে গিয়ে একটা শেডের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল। এই দিনদুপুরেও যেন সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন।

এই চিত্তরঞ্জন মিহিজাম তো বড় কোনও শহর নয়, তাই হোটেল-লজের আধিক্য নেই। বৃষ্টি থামলে ওরা খোঁজখবর নিয়ে স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে একটি লজ পেয়ে গেল। নীচের তলায় চার-পাঁচজনের শোওয়ার মতো বড়সড় একটি ঘরই পেল ওরা। সামনে গ্রিল দেওয়া বারান্দা আছে। বেশ চমৎকার।

সেই ঘরে জিনিসপত্তর রেখে ওরা খেতে চলল। দুপুর দুটো এখন। সকালের খাওয়া কখন হজম হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে সবার। থাকার জায়গার অভাব হলেও খাবার হোটেলের এখানে অভাব নেই। ওরা ওরই মধ্যে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল দেখে ঢুকে পড়ল।

বাঙালির হোটেল। বাংলার খাওয়া। স্টেশনের ওপারটা বিহারে হলেও এপারে বর্ধমান জেলা। কাজেই খাওয়াদাওয়া রুচি অনুযায়ী। নিরামিষ, আমিষ দুই-ই আছে। ওরা মাছ-ভাতের অর্ডার দিয়ে খেতে বসে গেল। হোটেলে ভিড়ের জন্য আলাদা মাংস-ভাত বেঁধে নিল পঞ্চুর জন্য।

তারপর লজে ফিরে পঞ্চুকে খাইয়ে বারান্দায় পাহারায় রেখে ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে শয্যাগ্রহণ করল ওরা। এখন একটু ভালভাবে বিশ্রাম না করলেই নয় ! কখন সেই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠেছে সব। তারপর সারাটা দিন যা গেল তা বলবার নয়।

ওরা সবাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু সবাই নির্বাক।

একসময় বিচ্ছুই নীরবতা ভঙ্গ করল, "বাবলুদা !"

"বল।"

"তখনকার ব্যাপারটা কী হল ?"

"খুবই সিরিয়াস। বলবার সময় পাইনি বলে বলিনি।"

"এবারে বলো।"

বাবলু হিলটপের ঘটনাটা খুলে বলল বাচ্চু, বিচ্ছুকে।

সব শুনে বাচ্চু, বিচ্ছু কোনও মন্তব্যই করতে পারল না। আবার

নীরবতা।

অনেক পরে বাচ্চুই বলল, "সব যেন কীরকম জট পাকিয়ে গেল, তাই না বাবলুদা ?"

"হ্যাঁ রে। এ এক জটিল রহস্য। একদিকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির জের, অপরদিকে দুষ্টচক্রের কবলে জয়দীপদার বিপন্নতা। কী নিষ্ঠুর নিয়তি যে ওর জন্য অপেক্ষা করছে তা কে জানে ?"

বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে কীভাবে এগোব ? কাল যদি ওই রায়সেন চক্রের মোকাবিলা করতে যাই তা হলে বাবুয়াকে উদ্ধার করা যায় না। অথচ ওই নিষ্পাপ শিশুটাকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে এনে তো দিতেই হবে।"

বাচ্চু বলল, "অবশ্যই।"

বাবলু বলল, "কোনওকিছুই আমি ভেবে উঠতে পারছি না। যত চিন্তা করছি ততই যেন মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।"

বিলু বলল, "এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কখনও পড়িনি।"

ভোম্বল বলল, "কখনও পড়িনি বললে ভুল হবে। তবে অ্যাকশনটা অন্যবারের তুলনায় এবারে একটু বেশি। কেননা আমাদের এখন উভয় সঙ্কট।"

বাবলু বলল, "সবকিছু নির্ভর করবে সকালের পরিস্থিতির ওপর। যাই হোক, বিকেলবেলা আমাদের প্রধান কাজ হল একবার বিষ্ণু প্রধানের বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করা। বাবাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। কেননা, বিষ্ণু প্রধান তাঁর বন্ধু যেহেতু, তাই তিনি কী বলেন একবার জানা দরকার।"

বিলু বলল, "অলিকেও তো একটা খবর দিতে হবে। আমরা কোথায় উঠলাম তা না জানালে ও বেচারি মনে-মনে দুঃখ পাবে খুব।"

বাবলু বলল, "বাবার সঙ্গে কথা বলার পরই আমরা ওদের ওখানে যাব। তা ছাড়া দেখতে হবে জয়ন্তদার কোনও ফোনটোন এল কি না।"

ভোম্বল বলল, "উনি নিজেও এসে হাজির হতে পারেন।"

বাবলু বলল, "এত তাড়াতাড়ি আসবেন কী করে ? এলেও আসতে সন্ধে পার হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "এলে কিন্তু খুবই ভাল হয়। কেননা ওঁর সঙ্গেও তো এই ব্যাপারে কিছু করতে যাওয়ার আগে একবার পরামর্শ করা দরকার।"

বাচ্চু বলল, "উনি কী পরামর্শ দেবেন ?"

"এমনও তো হতে পারে, বাবুয়ার মুক্তিপণ হিসেবে উনি সম্পূর্ণ টাকাটাই দিতে রাজি হয়ে গেলেন।"

ভোম্বল বলল, "অসম্ভব ! তা উনি কখনওই করবেন না।"

এমন সময় বারান্দায় কুঁই-কুঁই ডাক।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ। দ্যাখ তো রে কে এল ?"

বিলু উঠে গিয়ে দরজাটা অল্প ফাঁক করতেই দেখতে পেল অলিকে। একটা লেডিজ সাইকেল নিয়ে ঘরের সামনে মোরাম বিছানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু বলল, "কে রে, বিলু ?"

"অলি।"

সাইকেলটা বারান্দায় রেখে বিলুর সঙ্গে অলি ভেতরে এলে বাবলু বলল, "আমরা তো কোনও খবর দিইনি। তুমি কী করে জানলে আমরা এখানে উঠেছি ?"

অলি বলল, "আমি তো এইখানকারই মেয়ে। কাজেই এই অঞ্চলে হোটেল-লজ কোথায় কী আছে, সবই আমার নখদর্পণে। তাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি আমার।" তারপর একটু থেমে বলল, "তবে একটা কথা, আমাদের যা হওয়ার তা হয়েছে। আমাদের ব্যাপারে তোমরা কতখানি কী চিন্তাভাবনা করলে জানি না। তবুও তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো।"

বাবলু অলির মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ এ-কথা কেন ?"

"কারণ আছে। প্রথমত, ওই হলদে খামের চিঠিতে তোমরা জেনেছ ওদের রাগ তোমাদের ওপর কতখানি ; দ্বিতীয়ত, আমি এখানে আসবার সময় দেখলাম দু'জন লোক দূর থেকে তোমাদের এই ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলছে।"

বাবলু হেসে বলল, "তাতেই বুঝে গেলে ওরা আমাদের বিরোধিতা

করতে নেমে পড়েছে ?"

অলি বলল, "আমি তোমাদের মতন গোয়েন্দা না হলেও একেবারে অক্ষরবিহীন নই। যে দু'জনকে আমি দেখলাম তোমরাও তাদের চেনো। ওরা সেই লোক, যাদের আবির্ভাবে হিলটপের ওই সুন্দর পরিবেশটা অসুন্দর হয়ে উঠেছিল।"

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ !"

ভোম্বল ফোঁস করে উঠল, "কই, কোথায় তারা ?"

বাবলু ভোম্বলকে ইশারায় বসতে বলল। তারপর বলল, "তারা যেখানেই থাক, মাথা গরম করিস না। এখন একদম ঘাঁটানো নয় ওদের। এমনকী, পথেঘাটে দেখা হলেও চিনতে না পারার ভান করে চলে যাবি। যেচে কথা বলতে এলে এমন ভান দেখাবি যেন আগে যে ওদের দেখেছিস এ-কথা মনেও নেই তোদের।"

বিলু বলল, "বাবলু ঠিকই বলেছে। এখন ওদের দিকে মনোযোগ দিলে ওরা সতর্ক থাকবে। পাশ দিয়ে চলে যাব, তবু তাকাব না। যাতে ওরা কোনওভাবেই আমাদের সন্দেহ না করে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ কাল সকালের পরিস্থিতি দেখার পর যা করবার করব, এই তো ?"

অলি আর থাকতে পারল না। বলল, "কাল সকালের পরিস্থিতি মানে ? ওরা তো সন্ধের পর বলেছে। তোমরা কি বলতে চাও বাবুয়াকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ওদেরও হাত আছে ?"

বাবলু বলল, "কোনও সিক্রেট ব্যাপার নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আমরা আলোচনা করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার কাছে কোনও কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। তোমাদের বাড়ি থেকে আমাদের ওইভাবে চলে আসার আরও একটা কারণ আছে। শুধু বাবুয়া নয়, আরও একজনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হচ্ছে আমাদের।"

অলি বলল, "কে সে ?"

বাবলু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আমার বাবার বন্ধু বিষ্ণু প্রধানের একমাত্র ছেলে জয়দীপদা।"

"জয়দীপদা ?"

বাবলু তখন সকালের ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল অলিকে। তারপর বলল, "কী ভয়ঙ্কর একটা বিপদের মুখোমুখি হয়েছে ছেলেটা বুঝতে পারছ তো ? ওর যা বক্তব্য, তা ও বলেই দিয়েছে। কাল সকালেও যদি মতের পরিবর্তন না করে সঠিক কথা জানিয়ে দেয়, তখন কী হবে বা হতে পারে তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ ?"

"ওরা তা হলে মেরেই ফেলবে ওকে ?"

"ঠিক তাই। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা হতে দেব না। প্রাণপণে বাধা দেব আমরা। প্রয়োজনে ওদের গুলি ছোটার আগেই আমার গুলি ছুটবে।"

"তা হলে বাবুয়াকে উদ্ধারের কী হবে ?"

"মনে-মনে পরিকল্পনা একটা করে ফেলেছি। রাত্রিবেলা আরও একবার রিহার্সাল দিয়ে নেব। তুমি কিন্তু যোগাযোগ রেখো আমাদের সঙ্গে। আর তোমার জামাইবাবু যদি এসে যান তা হলে একটুও দেরি না করে আজ রাতেই তাঁকে নিয়ে চলে এসো আমাদের কাছে।"

অলি বলল, "বেশ। কিন্তু যদি না আসেন ?"

"আসবেনই। একান্তই যদি না আসেন তুমি এসো। তবে রাত্রে নয়। কাল দুপুরের দিকে।"

অলি বলল, "তাই আসব। তোমরা কিন্তু আমার দিদির ছেলেটাকে...।"

বাবলু বলল, "তুমি এখন আসতে পারো।"

অলি একটু যেন আহত হয়ে নতমস্তকে বিদায় নিল।

ও চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সদলবলে বেরিয়ে পড়ল বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর দিকে। এ-পথ সে-পথ করে যখন ওরা বাংলোয় এসে পৌঁছল তখন শুনল দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরই বাবা হঠাৎ করে দুর্গাপুরে চলে গেছেন।

॥ ৫ ॥

রাত তখন ন'টা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশন-ধারের একটি দোকান থেকে রুটি আর মুরগির মাংস খেয়ে লজে ফিরে শোওয়ার আয়োজন করছে তেমন সময় ঠক-ঠক-ঠক।

বাবলু সাড়া দিল, "কে ?"

"আমি জয়ন্ত বোস।"

বাবলু একটুও দেরি না করে দরজার ছিটকিনি খুলতেই জয়ন্তবাবু ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বোঝা গেল একটা সাইক্লোন যেন বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। উদ্বিগ্ন চিত্তে জয়ন্তবাবু বললেন, "অলি এসেছিল ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"কখন ?"

"বিকেলের দিকে।"

"তা হলে এখনও সে বাড়ি ফিরল না কেন ?"

বাবলু চমকে উঠল জয়ন্তবাবুর কথা শুনে। বলল, "কী বলছেন আপনি ? অলি ফেরেনি ?"

"না।"

"আপনি তা হলে কী করে জানলেন আমরা এখানে আছি ?"

"অনুমানে। কলকাতা থেকে সবে আসছি আমি। এসেই শুনলাম অলি দুপুরবেলা তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে আর ফেরেনি। তাই খোঁজখবর নিতে-নিতে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

বাবলু ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়।

বিলু বলল, "অলির ঘরে না ফেরার কারণটা কী ? ওরা কি ওকেও কিডন্যাপ করল ?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "জানি না ভাই। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। একে ছটফট করছি ছেলেটার জন্য, তার ওপরে এই এক জ্বালা। এদিকে আমার শাশুড়ি ঠাকরুন তো ঘন-ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।"

বাবলু নির্বাক ! ওর চোখের দৃষ্টি স্থির করে দেওয়ালের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল সে ।

ভোম্বল বলল, "কোনও চিঠিপত্র পাননি ?"

"না । তা হলে তো জানাই যেত কে বা কারা নিয়ে গেল ওকে ।"

বাবলু বলল, "এরা দেখছি ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিশোধ নেবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে । যাক, বাবুয়ার ব্যাপারে আপনি কি পুলিশকে কিছু জানিয়েছেন ?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "না ।"

"ভাল করেছেন । ওর ব্যাপারে কী চিন্তা করলেন ?"

"টাকাটা দিয়েই দেব ।"

বাবলু বলল, "টাকার জোগাড় হয়েছে ?"

"বহু কষ্টে । আমার সহকর্মীরা এই ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেছে আমাকে ।"

বাবলু বলল, "ব্যস ! টাকার ব্যবস্থা যখন হয়েছে তখন কোনও চিন্তা নেই । এখন চিন্তা শুধু অলির জন্য । বাবুয়াকে উদ্ধার আমরা করবই । সেইসঙ্গে চেষ্টা করব এই টাকাটা যাতে ওদের হাত থেকে আবার আমাদের হাতে ফেরত আসে ।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "এই অসম্ভব কি সম্ভব ?"

"এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে চেষ্টা করতে দোষ কী ?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "যা করলে ভাল হয় তাই করো ভাই । ছেলেটাকে না পেলে ওর শোকে আমরা দু'জনেই হয়তো সুইসাইড করব ।"

বাবলু বলল, "ধৈর্য ধরুন দাদা । হুট করে কিছু করবেন না । দেখুন না কী হয় ! আপনি একটু অনুগ্রহ করে কাল বেলা বারোটার পর আপনার গাড়িটা পাঠিয়ে দেবেন । ওই গাড়িতে করেই আমরা কল্যাণেশ্বরী যাব । আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে । টাকাটা কিসে রেখেছেন ?"

"একটা ব্রিফকেসের মধ্যে ।"

"যত্নে রাখুন । খুব লাক ভাল যে, পথেই ছিনতাই হয়ে যায়নি

টাকাটা ।"

"আমি একা আসিনি । একজন আর্মস গার্ডও ছিল আমার সঙ্গে । কাল কি ওকে সঙ্গে নেব ?"

"খবরদার নয় । শুধু আমরাই যাব এবং নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে যাব আমরা । আপনি শুধু ঝরনার ধারে নিয়ে যাবেন আমাদের ।"

"ঝরনা তো মন্দিরের পেছনেই ।"

"যেখানেই হোক, আমরা পথঘাট চিনি না । এই প্রথম যাচ্ছি আমরা ।"

এমন সময় মনে হল বাইরের দিক থেকে বন্ধ দরজার ওপর কেউ একটা ইট অথবা পাথর ছুড়ে মারল ।

পঞ্চু ক্রুদ্ধস্বরে ডেকে উঠল, "ভৌ-ভো-উ-উ-উ ।"

বাবলু বাইরের আলো জ্বেলে দরজা খুলতেই দেখতে পেল একটা হলদে খামের চিঠি পড়ে আছে সেখানে । খামটা কুড়িয়ে নিয়ে এক নজরেই পড়ে ফেলল চিঠিটা । চিঠিতে লেখা আছে, "এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর তাতে থানা-পুলিশ হয়নি । জয়ন্ত বোসকে দেখে আশা করছি টাকার ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে । অবাধে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা করতে দিলে এত টাকা গচ্চা যেত না বেচারির ! মেয়েটার জন্য চিন্তা করবার কিছু নেই, ওকে আমরাই নিয়ে এসেছি । বাচ্চাটা বড় কান্নাকাটি করছিল তাই । কাল টাকা পেলে দু'জনকেই ছেড়ে দেব ।"

চিঠি পড়ে চিঠিটা অন্যদের পড়তে দিয়ে বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, বাবুয়াটা একজনকে অন্তত পেল । অলি বড়সড় মেয়ে । ওর জন্য ভয় নেই । আকস্মিক এই বিপদটাকে ও ঠিকই সামলে নেবে ।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "টাকাটা পেলে ওরা ওদের ছেড়ে দেবে তো বাবলু ?"

"নিশ্চয়ই দেবে । ওদের দরকার টাকা । অন্যের বোঝা ওরা বইবে কেন ? তা ছাড়া কথার খেলাপ করলেই আমরা থানা-পুলিশ করব ।"

"আমি তা হলে আসি ?"

"বাই-বাই।"

জয়ন্ত বোস বিদায় নিলেন। বাবলুরাও ওদের সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল নরম বিছানায়। আঃ কী আরাম!

খুব ভোরে বাবলুর যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিকের গাছপালায় কত পাখি কলকল করছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখনও ঘুমোচ্ছে। পঞ্চুও দু'চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে দরজার কাছে। বাবলুর মনের মধ্যে এখন অনেক চিন্তা। আজ সকাল আটটার সময় যে নাটকটা হতে চলেছে তার মোকাবিলা যে কী করে করবে তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। এর ওপর সন্ধের পর আর-এক রোমাঞ্চ। পরিস্থিতি যা, তাতে করে সন্ধের পর খুনখারাপি একটা হবেই হবে। কেননা এইভাবে একটা লোককে ব্ল্যাকমেল করতে কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাই বিনিময়ের পর ওদের কবল থেকে যেভাবেই হোক ছিনিয়ে নিতে হবে টাকাগুলো। তা ছাড়া দুশ্চিন্তা আরও আছে। মগরার কাছে যে গাড়িতে করে দুষ্কৃতীরা এসেছিল সেই গাড়ির মালিকেরও কোনও হদিস ওখানকার পুলিশ এখনও করতে পেরেছে কি না কে জানে? তা হলেও অনেকটা কাজ হবে। কানটা টানলেই তখন মাথাটা এগিয়ে আসবে। সেসব অবশ্য পরের কথা। টার্গেট এখন একটাই। সময় সকাল আটটা।

বাবলু কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে উঠে পড়তেই পঞ্চুও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাবলু একবার বাথরুমে গেল। তারপর রোজকার অভ্যাসমতো খালি পেটে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে পিস্তলটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করল। এর পর প্যান্ট-জামা ছেড়ে পিস্তলটা সঙ্গে রেখে ডেকে তুলল সকলকে। বলল, "কী রে! মর্নিংওয়াকে যাবি না?"

ভোম্বল একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে 'ভোরনিং ওয়াক'। এখনও ভোর আছে তো?"

"আছে, আছে। ওঠ, উঠে পড় দেখি?"

বাবলুর ডাক পেয়ে এক-এক করে সবাই উঠে পড়ল এবার। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে তারাভরা আকাশের নীচে পা

রাখল রাজপথে। সত্যি, কী অপূর্ব ভোর। সামনেই এক নম্বর গেট, বাসস্ট্যান্ড। আসানসোল ও বর্ধমানের বাস, যাত্রী বোঝাই করছে। চায়ের দোকানগুলোয় ড্রাইভার, কন্ডাক্টর ও প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভোরের বেলায় গরম চায়ে চুমুক দিয়ে পায়চারি করা যে কী দুর্লভ অভিজ্ঞতা, তা যার না হয়েছে সে বুঝবে না।

চা খেয়ে এ-পথ সে-পথ করে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল ওরা। বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য আলোয় আলো চারদিকে। দূরের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের বিশাল শেডটা যেন একটা দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে।

একসময় ভোরের আবছা ভাব কেটে গেল। সকালও হল একসময়। হঠাৎই বিলুর নজর পড়ল লোকগুলোর দিকে। বলল, "বাবলু, লুক্স দ্যাট।"

"হোয়্যার?"

"ওই গুমটির ওধারে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে।"

"হ্যাঁ রে। তাই তো, নজরে রাখ।"

ভোম্বল বলল, "ক'টা বাজে এখন?"

বিচ্ছু ওর ঘড়ি দেখে বলল, ছ'টা।"

"ওরে বাবা। তার মানে এখনও দু' ঘণ্টা।"

এইভাবেই সময় কাটতে লাগল। আটটাও বাজল একসময়। আটটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকগুলো। কিন্তু হলে কী হবে? জয়দীপের পাত্তাই নেই।

বাচ্চু, বিচ্ছু তখন বাবলুর নির্দেশে পায়চারি করতে-করতে লোকগুলোর খুব কাছাকাছি গিয়ে কানখাড়া করে ওরা কী বলে না বলে শুনতে লাগল।

ওদের একজন বলল, "আর আসবে না। সময় পার হয়ে গেছে।"

"আমি তো বলেইছিলাম। ভয়ানক জেদ ওদের।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী? ডেথ ওয়ারেন্ট ইসু করো। পরিকল্পনা

অনুযায়ীই কাজ হোক।"

"কিন্তু ওরা যদি আগে থেকেই ব্যাপারটা গভর্নমেন্টের নোটিশে এনে থাকে। পুলিশে খবর দিয়ে থাকে?"

"ওইসব ভয় করতে গেলে এইসব কাজে নামা উচিত নয়। পুলিশের ভয় করলে কি ক্রাইম করা যায়? হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়ে বসে থাকো তা হলে।"

"তা হলে দেব নাকি এক গুলিতে এখনই শেষ করে?"

"খবরদার নয়। ছেলেটাকে প্রথমে কিডন্যাপ করা হবে। তারপর কোনও জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে জ্যান্ত বাঘের মুখে। যাতে প্রমাণ হবে খুন বা অপহরণ নয়, বন্যজন্তুর আক্রমণেই মারা গেছে ছেলেটা। উপরন্তু ডেডবডির কোনও চিহ্ন থাকবে না। নিখুঁতভাবে সকল প্রমাণও লোপ হয়ে যাবে।"

নিজেদের মধ্যে ওরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছিল তখন ওদেরই একজনের চোখ পড়ল বাচ্চু, বিচ্ছুর ওপর। ওরা কথা বন্ধ করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর ফিসফিস করে কীসব বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। একজন শুধু এগিয়ে গিয়ে বিচ্ছুর চিবুকে হাত দিয়ে বলল, "কী নাম তোমার খুকু?"

বিচ্ছু বলল, "আমার অনেক নাম। ডাকনাম বিচ্ছু। ভাল নাম শূর্পণখা।"

লোকটা লাফিয়ে উঠল, "সে কী! তোমার মতন এমন একটি ফুটফটে মেয়ের কখনও ওইরকম নাম হয়? তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এখানে কী করতে এসেছিলে?"

বিচ্ছু লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "লক্ষ্মণের নাক-কান কাটতে।"

লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল, "অল্পবয়সেই একটু বেশি পেকেছ দেখছি। যাও, এইভাবে রাস্তায়-রাস্তায় না ঘুরে ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করো। আমরা অত্যন্ত-বদ লোক। আমাদের কথাবার্তা কিছু শোনবার চেষ্টা কোরো না, কেমন? বলেই লোকটি ইশারায় অন্যদের যেতে বলে নিজেও চলে গেল সেই জায়গা ছেড়ে।

বিনা যুদ্ধে সকালটা কেটে গেল দেখে বাবলুদেরও আনন্দের অবধি রইল না। তবুও ওদের পরিকল্পনা তো জেনেছে, তাই সেই খবরটা দেওয়ার জন্য বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর দিকে চলল ওরা।

সস্ত্রীক বিষ্ণু প্রধান তখন বাংলোর বাইরে যে ঘাসজমিটা আছে সেখানে পায়চারি করছিলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখে দূর থেকেই হাত নেড়ে স্বাগত জানালেন। বাবলুরা দেখল বিষ্ণু প্রধানের মুখে দুশ্চিন্তার এতটুকু ছায়াও নেই।

বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "জয়দীপদা কোথায়?"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "কেন গো, এই সাতসকালবেলা আবার জয়দীপদাকে কী দরকার?"

"কয়েকটা কথা বলতাম ওঁকে।"

"সে তো নেই।"

"কোথায় গেছে? আপনি কি জানেন ওঁর খুব বিপদ?"

"জানি। সেইজন্যই তো কাল রাতের অন্ধকারে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি ওকে। কিন্তু তোমরা কী করে জানলে?"

"আমরা আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওরা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।"

"তাও জানি। এই রায়সেন চক্রটা মোস্ট ডেঞ্জারাস। ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ও এখানে থাকলে ওরা ওকে মারতই। তাই ওকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ ছিল না।"

"বেশ করেছেন। কিন্তু এবার তো ওরা আপনাকে আক্রমণ করবে।"

"করুক না। তবুও আমি ওদের জালিয়াতির ফাঁদে পা দিয়ে আমার আদর্শের পথ থেকে সরে যাব না। আমার সততার ওপর বিশ্বাস রেখেই কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমিও তাই সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সেখানে বৃথা সময় নষ্ট না করে লজে ফিরে এল। চারদিকে তখন মাইক বাজিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো শুরু হয়ে গেছে।

ওরা লজে ফিরে এসেই কল্যাণেশ্বরী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে পৌঁছতে পারলে ওদেরই ভাল। কেননা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গেলে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার। কল্যাণেশ্বরী যখন তীর্থস্থান তখন সেখানে রেস্টহাউস বা ওই ধরনের কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। সময় হাতে থাকলে মাইথনটাও দেখে নেওয়া যাবে একফাঁকে। তারপর লড়ে যাবে দুষ্টের দমনে।

তাই ওরা সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে ওভারব্রিজ পেরিয়ে মিহিজামে অলিদের বাড়িতে এসে হাজির হল। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসেই দেখল অবাক কাণ্ড! একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। আর অনেক পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে সেখানে।

বাবলুর বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল। বলল, "কী ব্যাপার বল তো? খারাপ কিছু হল নাকি? এত পুলিশ কেন?"

জয়ন্তবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার শ্বশুরমশাইয়ের কীর্তি। এত করে বোঝালাম, তবু মেয়ের শোকে উতলা হয়ে থানা-পুলিশ করে যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার করলেন।"

বাবলু বলল, "যাঃ। সবকিছুই বানচাল হয়ে গেল। পুলিশ গিয়ে যদি ওই জায়গায় তল্লাশি শুরু করে তা হলে ওদের জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।"

জয়ন্তবাবু মাথা ঠুকতে লাগলেন। বললেন, "কী সর্বনাশ হল বলো তো?"

বাবলু বলল, "কী বলব বলুন? আর-একটু তর সইল না ভদ্রলোকের?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "ওখানে কি আর যাওয়ার প্রয়োজন আছে?"

বাবলু বলল, "না, নেই। তবে আমরা যাব, বেড়াতে। পিকনিকের মেজাজ নিয়ে।"

জয়ন্তবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "দিনুদাকে বলা আছে। দিনুদাই নিয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "না জয়ন্তদা। আমরা একটু স্বাধীনভাবেই যেতে চাই।

গাড়িটা থাকলে যে-কোনও মুহূর্তে আপনাদেরই কাজে লাগবে। আমরা বাসে যাব, সন্ধে পর্যন্ত ঘুরব। তারপর কাল সকালে ফিরে যাব যে-যার বাড়িতে।"

"তাই যাও ভাই, তোমাদের কিছু বলবার মতো মুখ আমার নেই।"

অলির মা-বাবা দু'জনেই বোধ হয় ভুলটা বুঝতে পেরে বাবলুর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যে, সে চাহনির অর্থ যে কী বাবলুরা তা বুঝতে পারল না।

এখানকার পুলিশ অফিসার তখন ঘরে বসে কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবার বেরিয়ে এসে সকলকে দেখেই বললেন, "তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা? তোমাদের নাম আমি শুনেছি। এইমাত্র তোমাদের ওখানকার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে যা নির্দেশ পেয়েছি তাতে আমাদের সহযোগিতা তোমরা সবসময়ই পাবে।"

বাবলু বলল, "আমাদের কোনও সাহায্যের দরকার নেই তো। আমরা বেড়াতে এসেছি, ঘুরে বেড়িয়ে সবকিছু দেখে কাল সকালেই চলে যাব।"

"তবু যদি প্রয়োজন হয়, বোলো। তবে একটা কথা, তোমরা অভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে, আইনকানুনগুলো একটু মেনে চলবার চেষ্টা কোরো। এই যে ছেলেটাকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেল, এত টাকা চাইল, এসব তোমরা পুলিশকে জানালে না কেন?"

বাবলু তখন ভীষণ রেগেছে। তবুও একটু মেকি হেসে বলল, "বাঃ রে। এসব আমরা আপনাদের জানাতে যাব কেন? ছেলে কি আমাদের? এর জন্য তো ছেলের বাবা-মা, দাদু-দিদিমা সবাই আছেন।"

"এই কথা তোমাদের মুখ থেকে শুনব আশা করিনি। ওদের তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারতে। তা ছাড়া পুলিশকে যখন তোমরা নানাভাবে সাহায্য করে থাকো, তখন...।"

বিচ্ছু বলল, "বেশ তো, ছেলেটার ব্যাপারে না হয় জানানো হয়নি, মেয়েটার ব্যাপারে তো হয়েছে। আজই সন্ধের সময় তিন লাখ টাকার মাধ্যমে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পেছনে বরাকর নদীর ঝরনার ওপারে যে জঙ্গলটা আছে সেইখানে বিনিময় হবে। ধরুন না সেইসময়

হাতেনাতে।"

"ওদের ধরবার জন্য সবরকমের ফাঁদই আমরা পেতে রেখেছি।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো ধরা ওরা পড়বেই। আমরা তা হলে বিদায় নিই, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ওরা আর একটুও না দাঁড়িয়ে স্থানত্যাগ করল। ওরা বাড়ির বাইরে যেতেই ছুটে এলেন জয়ন্তবাবু, "বাবলু!"

"বলুন দাদা।"

"ওদের ওপর রাগ করে আমার পাশ থেকে সরে যেয়ো না ভাই। আমার বাবুয়াকে আমার কাছে এনে দাও। প্লিজ, ওরা তোমাদের কতটুকু জানে?"

"এখন যা হয়ে গেল তাতে আমাদের আর কিছু করার নেই জয়ন্তদা। আপনি নিজেও তো বুঝতে পারছেন, পাকা ঘুঁটি কীভাবে কেঁচে গেল। এই থানা-পুলিশের ব্যাপারটা কি এতক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছয়নি ভেবেছেন? ফলে ওরা আদৌ আর ওইদিকেই যাবে না। বাবুয়া আর অলিকেও ফেরত পাবেন না আপনারা। আমার এখন একটাই ভয়, ওদের মেরে ওরা প্রতিশোধ না নেয়!"

"আমি এখন কী করব তা হলে?"

"ভগবানকে ডাকুন আর পুলিশের সঙ্গে থাকুন।"

জয়ন্তবাবুর মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "উঃ ভগবান!"

বাবলুরা বিদায় নিয়ে এক নম্বর গেটের কাছে এসে বাসে উঠতে গেল। কিন্তু না, বাসে যা ভিড় তাতে পঞ্চুকে উঠতেই দিল না কেউ। অবশেষে একজনের সহযোগিতায় ওরা একটা জিপ ভাড়া করে কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্যাণেশ্বরীতে গিয়ে পৌঁছল।

॥ ৬ ॥

কল্যাণেশ্বরী যে এত ভাল জায়গা তা কে জানত? জিপ ওদের নামিয়ে দিয়েই বিদায় নিল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা দোকানে জুতো রেখে ফুল-মালা ইত্যাদি কিনে প্রথমেই চলল মন্দিরে পুজো দিতে।

এই কল্যাণেশ্বরীর কত নামই না শুনেছে ওরা! আজ সেই বিখ্যাত মন্দিরে দেবীদর্শনে এসে ওরা তাই অভিভূত হয়ে গেল। দেবী কল্যাণেশ্বরীর পুজো দিতে-দিতে ওরা ওদের জয় প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়। আর প্রার্থনা করল, বাবুয়া ও অলির নিরাপত্তার। মা হলেন কল্যাণময়ী। ওদের অন্তরের ডাক নিশ্চয়ই তিনি শুনবেন। তিনি সদয় হলে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যাবে।

পুজো দিয়ে প্রসাদী প্যাঁড়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করে পঞ্চুর মুখেও একটু দিয়ে মন্দিরের পেছনে সেই ঝরনার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। এখন ভাদ্র মাস। ঝরনার জল তাই কলকল করে নামছে। সে কী দৃশ্য। কত লোক স্নান করছে। প্রসাদী ফুল-বেলপাতা জলে দিচ্ছে। ক্যামেরায় ছবি তুলছে কত লোক।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, কী সুন্দর, না? মায়েদের নিয়ে একবার আসবে এখানে? দারুণ একটা পিকনিক স্পট কিন্তু।"

বিচ্ছু বলল, "এলে এইরকম পচা ভাদ্রে নয়, শীতকাল দেখে আসব।"

বাবলু বলল, "এলেই হয়!" বলে হঠাৎই পাথরে পা রেখে-রেখে, কখন ও ঝরনার জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে, ওপারে চলে গেল। তারপর একটু উচ্চস্থানে উঠে চারদিক বেশ ভাল করে দেখে আবার ফিরে এল।

পঞ্চু তো আনন্দে কখনও এ-পার কখনও ও-পার করছে। কখনও-বা মনের আনন্দে গা ভেজাচ্ছে ঝরনার জলে।

অনেকটা সময় এইভাবে কাটানোর পর একসময় ভোম্বল বলল, "আর নয়। এইবারে স্নানপর্বটা সেরে নিয়ে কোনও একটা হোটেলে বসে খেয়ে নিই চল। খুব খিদে পেয়েছে আমার।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে কেটে পড়া যাক।"

বাবলু বলল, "কেটে পড়বি কী রে! নাটক দেখবি না? সন্ধের পর তো আড়াল থেকে লুকিয়ে আমরা দেখব বিনিময়টা কীরকম হয়।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে তো আজকের রাতটা এখানেই কোথাও

কাটাতে হয় আমাদের।"

"কাটাব। স্নানের ব্যাপারটা চুকিয়ে নিয়ে চল আমরা আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করি কোথাও।"

বাবলুর কথা বোধ হয় শুনতে পেল একজন। লোকটা ঘুরেফিরে ফুলমালা, ধূপ ইত্যাদি বিক্রি করছিল। বলল, "তোমাদের কি ঘর চাই? আমার সন্ধানে ঘর আছে। ভাল ঘর। একশো টাকা লাগবে।"

বাবলু বলল "তা লাগুক। পছন্দ হলে নিশ্চয়ই নেব।"

"পছন্দ হবেই। বাসস্ট্যাণ্ডের ধারে দোতলার ওপরে ঘর। তোমরা ঘর নিলে আমি দশ টাকা কমিশন পাব। নাও না ভাই! গরিব মানুষ আমি। খুব উপকার হয় তা হলে। এই করেই দিন চলে আমার।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, একটু অপেক্ষা করুন। আমরা স্নানটা সেরে নিই।"

লোকটি বলল "আমি এখানেই আছি।" বলে আবার তার কাজ করতে লাগল।

বাবলুরাও দেরি না করে এক-এক করে নেমে পড়ল ঝরনার জলে। স্নানের পরিকল্পনা ওদের আগে থেকেই ছিল। তাই তৈরি হয়েই এসেছিল ওরা। স্নান সেরে লোকটির সঙ্গে চলল ঘর দেখতে।

ঘর দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ওদের। বেশ বড়সড় ঘর। বাথরুমটা আলাদা। তা হোক। ছ'জনের শোওয়ার ব্যবস্থা আছে ঘরে। ওরা পাঁচজন। কাজেই কোনও অসুবিধেই হবে না। সেই ঘরই ওরা একশো টাকায় পেয়ে গেল। বাবলু টাকাটা মালিকের হাতে দিয়ে দশটা টাকা লোকটিকে দিতেই লোকটি বলল, "না, না। এ টাকা তোমরা দেবে কেন? আমার কমিশন এখান থেকেই পাব। কারও কাছ থেকে বেশি নেব না ভাই।"

বাবলু বলল, "তা হোক, আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি অত্যন্ত সৎ লোক। এটা আমরা খুশি হয়েই আপনাকে দিচ্ছি।"

লোকটি অভিভূত। বলল, "তোমাদের ভাল হোক। কোনওরকম অসুবিধে হলেই তোমরা আমাকে জানিয়ো, কেমন? আমার নাম ভানু। ফুল-মালা বেচি। সবসময় এইখানেই থাকি আমি।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা ভানুদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে নির্ভয়ে চারদিক ঘুরে বেড়ানো যাবে তো? মানে কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ব না তো আমরা?"

"না, না। সেসব ভয় নেই। চোর-ডাকাতের জায়গা এটা নয়। এখানে কেউ বদমায়েশি করতে এলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব তাকে।" বলে চলে গেল।

বাবলুরা তখন ভাল একটা হোটেল দেখে দমভর খেয়ে পঞ্চুকে খাইয়ে ঘরে এল বিশ্রাম নিতে।

ভোম্বল তার বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "কাল সকালেই যাচ্ছি তো আমরা?"

বাবলু বলল, "দেখি না, সন্ধের পর কী হয়!"

"কী আবার হবে? পুলিশ যে তখন বলল ওরা নাকি ওদের ধরবার জন্য সবরকমের ফাঁদ পেতে রেখেছে, কিন্তু কোথায় কী?"

বাবলু বলল, "আমি তো চারদিক লক্ষ করে কাউকেই দেখতে পেলাম না।"

বিলু বলল, "পুলিশ অত বোকা নয়। তা হলে অত বড়-বড় ক্রিমিনালরা সব ধরা পড়ত না। তবে কিনা আজকের ব্যাপারটা একটু চুপিসারে হয়ে গেলেই ভাল হত। এখন ফাঁদ যেমনই হোক না কেন, শিকার আসছে না।"

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে ধরবার আমি একটা চমৎকার প্ল্যান করেছিলাম। ওরা ব্রিফকেস নিয়ে অলি আর বাবুয়াকে ফেরত দিলেই পঞ্চু পেছন দিক থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের ওপর। আর সেই সুযোগে আমি ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিতাম ওদের কাছ থেকে। তারপর গোলমাল বুঝলেই দেখাতাম পিস্তল।"

"এতে কি সমস্যার সমাধান হত?"

"সাময়িকভাবে হত। টাকাগুলো বাঁচত। ছেলেমেয়েও ফেরত আসত। পরের ব্যাপারটা সামাল দিত পুলিশ।"

এইভাবেই আলোচনা করতে-করতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই পঞ্চুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল

ওরা। যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা হয়ে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কী আশ্চর্য! না এল পুলিশের গাড়ি, না জয়ন্তদা। ওরা বৃথাই সময় নষ্ট করল। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও কেউ যখন কোনওদিক থেকেই এল না, তখন ওরা হতাশ হয়ে ফিরে এল ঘরে।

বাবলু মনমরা হয়ে বসে রইল ওর বিছানায়।

বিলু বলল, "কেন এত চিন্তা করছিস? এইরকম হবে তা কি জানতিস না?"

"তা নয়। ভাবছি ওরা এল না কেন?"

"হয়তো বুঝেছে এসে কোনও লাভ হবে না, তাই।"

বিচ্ছু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। হঠাৎই কী দেখে যেন সচকিত হয়ে উঠল সে। বলল, "বাবলুদা, শিগ্‌গির একবার এদিকে এসো তো?"

"কেন রে?" বলেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

"এসোই না! এইমাত্র একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল। আর....।"

শুধু বাবলু নয়, সবাই ছুটে এল জানলার কাছে। এসেই দেখল একজন লোক একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। লোকটির গালে-কপালে ব্যান্ড-এড এর পট্টি। ওরা এক নজর তাকিয়েই বুঝল সে আর কেউ নয়, ভিমা। ভিমা এখানে কী করে এল? তবে কী....!

বাবলু এক মুহূর্তও দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে।

ততক্ষণে ভিমা অ্যাম্বুলেন্সে স্টার্ট দিয়েছে। ও যেতে-যেতেই উধাও হয়ে গেল সে।

ভানুদা আশপাশেই কোথাও ছিলেন বোধ হয়। তাই কাছে এসে বললেন, "কী ব্যাপার! কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? হলে বলবে।"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "দাদা, এইমাত্র যে অ্যাম্বুলেন্সটা এখান দিয়ে গেল সেটাকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, ওটা তো রায়সেন কোম্পানির অ্যাম্বুলেন্স।"

চমকে উঠল বাবলু। বলল, "ঠিক জানেন?"

"না জানলে বললাম কী করে?"

"যেভাবেই হোক ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকে ধরতেই হবে।"

"অসম্ভব!"

"আপনি একটু সাহায্য করলেই সম্ভব হবে। আপনি এক্ষুনি কারও কাছ থেকে ম্যানেজ করে একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিন আমাকে।"

"তা না হয় দিলাম কিন্তু এই রাত্রিবেলায় অচেনা জায়গায় কোথায় যাবে তুমি? তা ছাড়া লোক ওরা ভাল নয়। ওই অ্যাম্বুলেন্সে রোগীও থাকে, চোরাই জিনিসও থাকে।"

বাবলু বলল, "যাই থাক, আগে আপনি আমার ব্যবস্থা করুন।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই নেমে এসেছে।

ভানুদা তখনই এই বাড়ির মালিকের স্কুটারটি চেয়ে বাবলুকে দিলেন। বাবলু সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে "জয় মা" বলে পঞ্চুকে স্কুটারে বসিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলল অ্যাম্বুলেন্স যে-পথে গেছে সেইদিকে। ক্রোধে পঞ্চুর চোখ দুটো তখন হায়েনার মতো জ্বলছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে মসৃণ পিচঢালা পথ ধরে এঁকেবেঁকে অনেকদূর যাওয়ার পর একসময় অ্যাম্বুলেন্সটা চোখে পড়ল। পাহাড়ের কোলে একটু সমতলে একটি গোলাপি রঙের দোতলা বাড়ির সামনে ছায়ান্ধকারে রাখা ছিল সেটা।

বাবলু স্কুটারের গতি কমিয়ে সেটাকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে পঞ্চুকে নিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল সেই বাড়ির দিকে। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে। তার মানে লোক আছে ভেতরে। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার সহজতম কোনও পথই কোথাও নেই। নেই জলনিকাশের দেওয়াল পাইপ। ও তবুও অ্যাম্বুলেন্সের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখে নিল ভেতরটা। সেটাও ফাঁকা। সাদা রঙের মারুতি ভ্যানের অ্যাম্বুলেন্স। তার গায়ে বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে 'রায়সেন অ্যান্ড কোং'। সে ভেবে পেল না এই চক্রটার সঙ্গে ভিমার সম্পর্কটা কী? তবে কি ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির চক্রেও রায়সেন কোং জড়িত? না কি এরাই তারা?

যাই হোক, ভিমা নিশ্চয়ই ভেতরে গেছে। এখন ওর বেরিয়ে আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যদি না আসে ? বাবলু ভেবে পেল না এই মুহূর্তে সে কী করবে ? বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারলে অনেক রহস্যই জানা যেত। কিন্তু ওই দুর্ভেদ্য দুর্গে কী করে ঢুকবে ও ? হঠাৎই পরপর কয়েকটা গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বাড়ির ভেতরটা।

অমন যে পঞ্চু সেও কেমন হয়ে গেল। পিঠের শিরদাঁড়া টান করে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরল সে। বাবলুও পিস্তলটা হাতে নিল। কে কাকে গুলি করল তা কে জানে ?

একটু পরেই বাড়ির দরজা খুলে গেল। যমদূতের মতন দু'জন লোককে নিয়ে সুট-বুট-হ্যাট পরা একজন ওলের মতন লালমুখো লোক একটি ব্রিফকেস হাতে মিলিটারি মেজাজে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। কী অমানুষিক চেহারা তার ! মুখটা যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। ওরা গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে বসতেই দু'জন লোক স্ট্রেচারে করে বয়ে আনল কাকে যেন। তারপর তাকে নিয়েই অ্যাম্বুলেন্স মুখ ঘুরিয়ে রওনা হল চিত্তরঞ্জনের দিকে।

বাবলু ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে পঞ্চুর সাহায্য নিয়ে বাধা দিতে পারত লোকটাকে। কিন্তু ফল তাতে খারাপ হত। কেননা এই বাড়ির রহস্য অনাবিষ্কৃতই রয়ে যেত তা হলে। এই বাড়িতে এখন কে আছে, কী আছে, গুলি করে মারা হল কাকে, কাকে নিয়ে যাওয়া হল, ভিমা কোথায়, এসবের কোনও কিছুই জানা যাবে না। সবই অজানা থেকে যাবে। তাই ওরা চলে যাওয়ার পর বাবলু বাড়ির ভেতরে ঢোকবার উপায় ভাবতে লাগল।

সবে দু-এক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখল একজন লোক বেরিয়ে এসে টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখে নিল বেশ ভাল করে। বাবলু একটা পিপুলগাছের গোড়ায় লুকিয়ে পড়েছিল তাই রক্ষে। না হলে ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কী ! লোকটা সবকিছু দেখে নিয়ে ভেতরের লোকেদের আলোর সঙ্কেত দিল। অমনই দেখা গেল দু'জন লোক একটা ডেডবডিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এসে পাহাড়ের খাদের দিকে চলে

গেল। টর্চ হাতে লোকটাও গেল ওদের সঙ্গে। বাবলু আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। বাবলু একা নয়, পঞ্চুও ঢুকল।

বাড়ির নীচের তলায় দুটো ঘর। ওপরে দুটো। একপাশে সিঁড়ি। সিঁড়িতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ। কোন হতভাগ্যর রক্ত, তা কে জানে ? বাবলু পঞ্চুকে নীচে পাহারার জন্য রেখে ওপরে উঠল। ওপরে উঠেই দেখল একটি ঘরের ভেতর গুলিবিদ্ধ একজন মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাবলু ছুটে তার কাছে গিয়ে দেখল সে আর কেউ নয়, ভিমা। হায় রে বেচারি ! কী করুণ ভবিতব্য !

ভিমাও ওকে দেখল। দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তবুও আর্তস্বরে বলতে লাগল, "জল, একটু জল।"

শত্রু যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, মরণকালে তার মুখে জল একটু দিতেই হয়। বাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা প্লাস্টিক জাগে ভরা জল এনে ভিমার মুখে দিল। ভিমা আকণ্ঠ পান করল সেটা। তারপর বহু কষ্টে হাত নেড়ে ইশারায় বাবলুকে বলল, "পালাও, পালাও।"

বাবলু বলল, "তোমাকে গুলি করল কে ?"

ভিমার কণ্ঠস্বর বেঁকে যেতে লাগল। কিছু বলতে পারল না। তবে সমানে আকারে ইঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলল।

বাবলু বলল, "তুমি তো মরবেই। আমারও মৃত্যুভয় নেই। অতএব বলেই ফেলো তোমাকে মারল কে ?"

ভিমা অতি কষ্টে বলল, "কো-ম-পা-নি।"

"কোথায় গুলি করেছে তোমার ?"

ভিমা দেখিয়ে দিল জায়গাটা। গুলি করেছে দু' জায়গায়। বুকে আর পেটে। অর্থাৎ বাঁচবার কোনও আশাই আর নেই।

বাবলু বলল, "ওরা কোথায় ? জয়ন্তবাবুর সেই ছেলেটা আর অলি ? কোথায় তারা ?"

ভিমা ইশারায় ওকে পাশের ঘরে যেতে বলল।

বাবলু তক্ষুনি পাশের ঘরে গিয়েই দেখল ছোট্ট বাবুয়াটা ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ও কি বেঁচে আছে ? না ঘুমোচ্ছে ? না কি

আচ্ছন্ন হয়ে আছে কোনও ওষুধের প্রভাবে ? বাবলু ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝল শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। কিন্তু অলি কই ? সে তো নেই। বাবলুর হঠাৎই মনে হল স্ট্রেচারে শুইয়ে একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই কি তবে অলি ? ও আবার ছুটে এল ভিমার কাছে।

ভিমার তখন একেবারেই শেষ অবস্থা।

বাবলু ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ছেলেটা আছে। কিন্তু সে কই ? সেই মেয়েটা ?"

"সে নেই।"

"তা তো জানি। কিন্তু কোথায় সে ?"

"ও-ও-ওকে নিয়ে গেছে।"

"কোথায় ?"

"পাঁ—চ—মা —।"

"পাঁচ মাইল ?"

আর কিছুই বলতে পারল না ভিমা। একবার একটু বেঁকে উঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বাবলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "মা কল্যাণেশ্বরী তোমার কল্যাণ করুন।"

বাইরে একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল তখন।

বাবলু এবার যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। আর এখানে থাকা ঠিক নয়। এক্ষুনি হয়তো ফিরে আসবে শয়তানগুলো। এখন আর যুদ্ধ নয়। ছোট্ট বাবুয়াকে তার বাবা-মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়াটাই আশু কর্তব্য। কিন্তু তার আগে ঘরের ভেতরগুলো একটু ভাল করে দেখে নিতে পারলে মন্দ হত না !

বাবলু যখন এইসব ভাবছে তখন হঠাৎই ওপরে উঠে এল পঞ্চু। তারপর এমন ছটফট করতে লাগল, যার অর্থ বুঝে নিতে বাবলুর দেরি হল না। এখানে লুকোবারও কোনও জায়গা নেই। এদিকে সিঁড়িতেও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। ও তাই উপায়ান্তর না দেখে বাথরুমের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। বাবলু আর পঞ্চু দু'জনেই ঢুকল বাথরুমে। ঢুকে দরজাটা

অল্প ফাঁক করে দেখতে লাগল ওরা কী করে না করে।

ওরা যা করল তা বড়ই মর্মান্তিক। ভিমার পা দুটো ধরে মরা কুকুরকে যেভাবে নিয়ে যায় সেভাবেই টানতে-টানতে নিয়ে চলল সিঁড়ি বেয়ে।

এ-দৃশ্য দেখা যায় না। রাগে নিসপিস করতে লাগল বাবলু। একবার ভাবল এই নৃশংসতার চরম প্রতিশোধ এখনই নেয়। পরক্ষণেই ভাবল, এইসব করতে গিয়ে যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তো বাবুয়াকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া গতকাল ভোরের আবছায়ায় ভিমার যে ভয়ঙ্কর মূর্তি সে দেখেছিল সেই দৃশ্য মনে হতেই ভাবল এদের পরিণাম এইরকমই হওয়া উচিত।

ওরা নেমে গেলে বাবলু দুটো ঘরেই খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু না, ওর কাজে লাগে এমন কিছুই সে পেল না। যা আছে তা সবই ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্তর। তবু কিছু কাগজ, খাম পকেটে পুরে বাবুয়াকে বুকে নিয়ে পঞ্চুকে ইশারা করেই নেমে এল নীচে। কিন্তু দরজা টেনেই মাথায় হাত। দরজাটা বাইরে থেকেই শিকল দেওয়া।

সর্বনাশ। কী হবে ?

বাবলুর বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। বিপদের পর বিপদ। ছোট্ট বাবুয়াটা হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল তারস্বরে। বাবলু ওকে থামাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

ততক্ষণে ওরা ছুটে এসেছে। ওদের পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বাবলু। এখন সম্মুখ সমরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই আর নেই। তাই দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওদের শিকল খোলার সুযোগ দিল।

শিকল খুলে যেই না ওরা ভেতরে ঢুকতে যাবে পঞ্চু অমনই ভয়ানক একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হল ওরা। তারপর সেই রাতের আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে যেদিকে পারল পালাল। পঞ্চুও এদিক-ওদিক করে অনেকদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওদের।

এইসব দেখেশুনে কান্না মাথায় উঠে গেল বাবুয়ার। সে দু' হাতে বাবলুর গলা জড়িয়ে ধরল। বাবলু ওকে নিয়ে চলে এল সেই ঝোপের ধারে, যেখানে ওর স্কুটারটা রাখা ছিল। তারপর সেটাকে টেনে বের করে

পঞ্চুকে উঠিয়ে নিয়ে স্টার্ট দিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কল্যাণেশ্বরীতে যখন এসে পৌঁছল তখন নিস্তব্ধ, নিঝুম চারদিক। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ভানুদা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

বাবলুকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওদের। বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবুয়াকে। ছেলেটাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্কুটারের মালিককে স্কুটার ফেরত দিয়ে ভানুদাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাবলু সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পঞ্চু এখন বেজায় খুশি। কেননা আজকের এই অভিযানে কিছু অন্তত করতে পেরেছে সে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে কল্যাণেশ্বরী থেকে বিদায় নিল ওরা। গতরাতে ঘুম বেশ ভালই হয়েছে। বিলুরা বুদ্ধি করে কিছু খাবার কিনে রেখেছিল তাই রাতটা উপোসে কাটাতে হয়নি। সকালে ওরা একটা জিপ ভাড়া করে চলে এল চিত্তরঞ্জনে। তারপর ওভারব্রিজ পেরিয়ে অলিদের বাড়িতে যখন এল সেখানে তখন শোকের ছায়া। এমন সময় হঠাৎ করে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই অভিভূত সকলে।

ওরা যে আসবে বা আসতে পারে তা যেন অপ্রত্যাশিত মনে হল এ-বাড়ির মানুষজনদের কাছে। তার ওপর বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে।

জয়ন্তবাবু আর কল্যাণী হারানিধি ফিরে পেয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

জয়ন্তবাবু চিৎকার করতে লাগলেন, "ওরে, কে কোথায় আছিস দেখে যা রে, ওরে দ্যাখ রে আমার কে ফিরে এসেছে।" বলেই বিচ্ছুর কোল থেকে বাবুয়াকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুললেন। তারপর কল্যাণীর বুকে ছেলেকে সঁপে দিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন, "দিনুদা! দিনুদা! শিগ্‌গির আপনি দোকানে যান। সন্দেশ, রসগোল্লা যা পান তাই নিয়ে আসুন।"

কল্যাণী বাবুয়াকে বুকে নিয়ে বললেন, "আমার রক্ত দিয়েও তোমাদের এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না ভাই। মায়ের ছেলেকে মায়ের বুকে

ফিরিয়ে দিয়েছ তোমরা, এ কি কম কথা? মায়ের আশীর্বাদ রইল তোমাদের ওপর।"

বাবলু বলল, "শুনুন, আপনারা খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হবেন না। তার কারণ, বহুকষ্টে বাবুয়াকে আমরা উদ্ধার করলেও অলির কোনও খোঁজ পাইনি। সে এখনও দুর্বৃত্তদের কবলে।"

অলির বাবা-মা দু'জনেই কেঁদে ফেললেন, "সে কী! অলি আসেনি?"

"না। সম্ভব হয়নি তাকে ফিরিয়ে আনা। এমনকী সে যে কোথায় তাও জানি না আমরা।"

খবর পেয়ে শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা, সবাই ছুটে এসেছে। সবাই বলল, "এসেছে? অলি এসেছে? কোথায় সে? অলি কই?"

বাবলু বলল, "জানি না।"

বন্দনা বলল, "সে কি তা হলে ফিরবে না?"

"কী করে বলব?"

"আমরা কত আশা করলাম!"

জয়ন্তবাবু বললেন, "আমার বাবুয়াকে তোমরা কোথায় পেলে?"

বাবলু বলল, "তার আগে বলুন আপনি কাল সন্ধের সময় ওখানে গেলেন না কেন? পুলিশ কেন গেল না?"

জয়ন্তবাবু ওদের ভেতরে এনে বসালেন। তারপর বললেন, "তোমরা কিছু শোনোনি?"

"না তো। কিছুই শুনিনি আমরা। কিছুই জানি না।"

"কাল তোমরা চলে যাওয়ার পরই পুলিশও বিদায় নিল। আর ঠিক তারপরই সে কী বিপর্যয়! হঠাৎ কোথা থেকে চার- পাঁচজন দুষ্কৃতী মুখে কালো কাপড় বেঁধে স্টেনগান পাইপগান নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, 'টাকাটা দিন।' আমরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, 'কিসের টাকা?' ওরা ধমক দিয়ে বলল, 'শিগ্‌গির টাকা দিন।' প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভয়ে-ভয়ে আমরা টাকা-ভর্তি ব্রিফকেসটা তুলে দিলাম ওদের হাতে। ওরা সেটা নিয়ে বলল, 'গুনে দেখার সময় নেই আমাদের। তিন লাখই আছে তো?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ছেলেটা?' ওরা

হাসল। হেসে বলল, 'পুলিশে খবর দেওয়ার সময় মনে ছিল না ? ছেলেমেয়ে কিছুই ফেরত পাওয়া যাবে না আর। এখন তিন লাখ নিয়েছি, এর পর তিরিশ লাখ নেব। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায় !' আমরা ওদের পায়ে ধরতে গেলাম। ওরা আমাদের লাথি মেরে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'এক সপ্তাহ বাদে আবার আমরা আসব। পারলে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙেও টাকাটার ব্যবস্থা করে রাখবেন। কোনওরকম চালাকি করতে যাবেন না আমাদের সঙ্গে, বুঝেছেন ? বিষ্ণু প্রধান ভেবেছিলেন আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান তিনি। কিন্তু তিনি যে কতবড় বোকা তা এবার হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন।"

এই পর্যন্ত শুনেই ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বাবলু। বলল, "আমরা আসছি।"

"সে কী ! দিনুদা তোমাদের জন্য খাবার আনতে গেছেন।"

"আমাদের এখন খাওয়াদাওয়ার সময় নেই। এখন আমাদের অনেক কাজ।" বলেই হাঁক দিল, "পঞ্চু ! বিলু ! সবাই আয়। কুইক।"

বাবলুর কথায় সবাই উঠে দাঁড়াল। তারপর কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে একেবারে বাইরে।

বিলু বলল, "এখন কোথায় যাবি বাবলু ?"

"বিষ্ণু প্রধানের ওখানে। মনে হচ্ছে জয়দীপদার ব্যাপারে কোনও কিছু গোলমাল একটা হয়েছে।"

ওরা যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে স্টেশনের এপারে এসে দুটো রিকশা নিল। তারপর সুন্দরপাহাড়িতে বিষ্ণু প্রধানের বাংলোয় এসেই শুনল জয়দীপদা কিডন্যাপ্‌ড। যা ভেবেছে তাই। বাবলুর আশঙ্কা ষোলোআনাই সত্যি। ও আর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে সবাইকে নিয়ে স্টেশনে এল। হাওড়া যাওয়ার তুফান এক্সপ্রেস তখন ধীর শ্লথ গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। বাবলু প্রত্যেকের টিকিট কেটে একটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে উঠে সেই যে চুপ হয়ে গেল, তারপর সারাটা পথে কারও সঙ্গে আর কোনও কথাই বলল না।

॥ ৭ ॥

ওরা যখন বাড়ি ফিরল রাত্রি তখন আটটা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, যে-যার বাড়ি চলে গেলে বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে ওর ঘরে এসে পোশাক পরিবর্তন করেই বাবাকে একটা ফোন করল। ভাগ্য ভাল যে, একবার ডায়াল করতেই পেয়ে গেল লাইনটা।

বাবা বললেন, "কেমন ঘুরলি চিত্তরঞ্জন ? নতুন করে কোনও ঝামেলা হয়নি তো ?"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "জয়দীপদার একটা খারাপ খবর আছে।"

"কীরকম !"

"রায়সেন চক্র কিড্‌ন্যাপ করেছে ওকে।"

"বলিস কী রে !"

"আরও অনেক কিছুই হয়েছে। যাই হোক, আমি এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই।"

"আমি কাল সকালেই যাচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

ফোন রেখে মায়ের দেওয়া এক কাপ চা খেয়েই বাবলু এবার থানায় গেল। কেউ তো নেই, পঞ্চুই সঙ্গে গেল তাই।

থানার বড়বাবু বাবলুকে দেখেই বললেন, "তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ওদিককার খবর ?"

"ভাল নয়। আমি যে গাড়ির নাম্বার দুটো দিয়েছিলাম তার কী হল ?"

"দুটো নাম্বারই ফল্‌স।"

"বলেন কী !"

"তবে গাড়ির মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। জনৈক ব্যবসায়ীর গাড়ি ওটা। কার পার্কিং থেকে খোয়া যাওয়া এই গাড়ির জন্য একটা ডায়েরিও করিয়েছিলেন উনি।"

"ওঁর নাম-ঠিকানাটা পাওয়া যাবে ?"

"অবশ্যই।" বড়বাবু একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে বাবলুর হাতে

দিলেন।

বাবলু সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "আর ওই ডাকাত তিনজনের খবর ?"

"ওদের মধ্যে দু'জন জনতার প্রহারে মৃত, একজন পলাতক।"

বাবলু এই ব্যাপারে আর কোনও কথা পুলিশকে না বলে বাড়ি চলে এল। কাল সকালে বাবা দুর্গাপুর থেকে এলে বাবার সঙ্গে আলোচনার পর যা করবার করবে। কিন্তু কী করবে, কী করে করবে কিছুই ভেবে পেল না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, ব্যাঙ্ক ডাকাত ও অপহরণকারীরা একই দলের লোক।

রাত্রিবেলা বাবলুকে খেতে দিয়ে মা বললেন, "তোর কী হয়েছে বল তো বাবলা ? চিত্তরঞ্জন থেকে ঘুরে আসার পরই দেখছি তুই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। তোর মনে কোনও আনন্দ নেই। কী যেন ভাবছিস। ওই শয়তানগুলো ওখানেও যায়নি তো ?"

বাবলু বলল, "আজ আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না মা। আমি বড় ক্লান্ত।"

"তা হলে রাত করিস না। শুয়ে পড়।"

বাবলু পঞ্চুকে ঘরে নিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার আগে রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ও। দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর কত কী চিন্তা করল নিজের মনেই। বিষ্ণু প্রধান চাপা লোক। হয়তো অহঙ্কারী। তাই নিজের ব্যাপারে বা ছেলের ব্যাপারে মুখ খোলেননি ওদের কাছে। তবুও তিনি ওর বাবার বন্ধু। তাই ওঁর ছেলের ব্যাপারে মাথা ওরা ঘামাবেই। আর প্রাণপণ চেষ্টা করবে অলিকেও ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোথায় অলি, কোথায় জয়দীপ। ভিমা মরবার আগে শুধু বলতে পেরেছে 'পাঁ-চ-মা—।' এই কথার অর্থ কী ? ওখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোথাও কী ? এই ব্যাপারে একমাত্র বাবাই হয়তো আশার আলো দেখাতে পারেন। রায়সেন কোম্পানির ব্যাপারে বাবা কিছু-না-কিছু জানবেনই। এইসব চিন্তা করতে-করতে একসময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল বাবলু।

ভোরের সময় ভোর হল। ঘুমও ভাঙল ঠিক সময়। আজ আর মর্নিং ওয়াকে যেতে ইচ্ছে করল না ওর। কেন কে জানে, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও এল না কেউ। বাবলু উঠে দরজা খুলে পঞ্চুকে বাইরে বেরোতে দিল।

দেখতে-দেখতে সকাল হল। ওর বাথরুমের কাজ শেষ হলে মা চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন।

সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় বাবা এলেন। কোম্পানির গাড়িতেই এসেছেন বাবা।

তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল এক-এক করে।

বাবা ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছাড়তে-ছাড়তেই বললেন, "কাল রাতেই বিষ্ণু প্রধানকে ফোন করেছিলাম। শুনলাম ছেলেটা নাকি ল্যান্সডাউনে ওর মাসির বাড়ি যাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই নিখোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই নির্বাক হয়ে বসে রইল।

বাবা মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে চায়ের আসরে বসতেই মা গরম-গরম লুচি আর হালুয়া দিলেন প্রত্যেককে। সেইসঙ্গে চা।

বাবলু বাবাকে বলল, "আমরা মিহিজামে যাদের বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির মেয়েটাকেও কিডন্যাপ করেছে ওরা। আর নিয়ে গিয়েছিল জয়ন্তদার ছেলে বাবুয়াকে।"

মা শুনেই শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে ! ওই দুধের বাচ্চাটাকে ?"

"হ্যাঁ। তবে বহুকষ্টে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি কিন্তু মেয়েটার কোনও হদিস পাইনি। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের যে দলটা মগরার কাছে আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাদেরই একজনকে ওই রায়সেন চক্রের হাতে মরতে দেখে বুঝেছি এই ডাকাতিটা ওদেরই কাজ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই রায়সেন চক্রটা কী ?"

বাবা বললেন, "তা হলে শোন, রায়সেন বলতে যেন রায় আর সেন এইরকম কিছু মনে করিস না। এককালে এটি একটি বিদেশি সংস্থা ছিল। এর মালিক ছিলেন রায়সেন হিব্রো। পরে হস্তান্তর হতে-হতে

এখন এমন একজনের মালিকানায় এসে পৌঁছেছে যে, লোকটা মানুষ না পিশাচ তা কেউ জানে না। কয়লা, কোকেন, আকরিক লোহা, সিমেন্ট, কী নিয়ে না ব্যবসা এবং দুর্নীতি করছে লোকটা! ওর অসাধুতার জন্য কোম্পানি লাটে উঠেছে। মোটা-মোটা টাকা দিয়ে কয়েকজন চোর-ডাকাত পুষছে এখন। সৎ উপায়ে টাকা রোজগারের চেয়ে অসৎ উপায়ে কোটিপতি হওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। নিজের বুক-করা জিনিস নিজেই ডাকাতি করে ক্ষতিপূরণ চাইছে রেলের কাছে। কী বিরাট দুর্নীতির চক্র।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে পুলিশে ধরছে না কেন?"

"কী করে ধরবে? প্রমাণ কই? তা ছাড়া টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে সকলের।"

"লোকটার নাম জানো?"

"আলেকজান্দার মারিয়া।"

"এটা কোনও নাম হল?"

"ওই নামেই খ্যাত ও।"

"কোথাকার লোক বলে মনে হয়?"

"জানি না। তবে মনে হয় গোয়ানিজ।"

"গোয়ানিজরা অত ফরসা হয় নাকি? লাল ওলের মতো মুখ।"

বাবা সবিস্ময়ে বললেন, "তুই কী করে জানলি? লোকটাকে দেখেছিস?"

বাবলু তখন সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব শুনে বাবা বললেন, "তোরা কি এই ব্যাপারে এগোতে চাস?"

"অবশ্যই।"

বাবা গম্ভীর হয়ে আর এক কাপ চা খেয়ে উঠে গেলেন।

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বিলুকে বলল, "শোন, তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব আমি। ফিরতে হয়তো দেরি হবে, বাড়িতে একটু বলে আয়।"

ভোম্বল বলল, "আমরা যাব না?"

বাবলু বলল, "পঞ্চু যাবে। আসলে আমি স্কুটার নিয়ে যাব তো। সকলের হবে না। তোরা বরং এক কাজ কর, একটু বেলায় ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নে জয়ন্তদা ফিরেছেন কিনা।"

ভোম্বল ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

বাচ্চু বলল, "তোমরা দু'জনে কোথায় যাবে বাবলুদা?"

"ঘুরে এসে বলব।"

বাবলু স্কুটার বের করে 'পঞ্চু' বলে হাঁক দিতেই তীরবেগে গলির মোড় থেকে ছুটে এল পঞ্চু। বিলুও কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এল বাড়ি থেকে। বাবলু ওদের নিয়ে স্কুটারে চেপে রওনা হল মন্দিরতলার দিকে।

বিলু বলল, "এদিকে কোথায় যাবি রে?"

বাবলু বলল, "এখন কোনও কিছু জিজ্ঞেস করিস না, দ্যাখ না, কোথায় যাই।"

বিলু চুপ করল।

বাবলু স্কুটার নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠেই টোল ট্যাক্স দিয়ে ওপারে পৌঁছে পিজির পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল হরিশ মুখার্জি রোডে। লাল রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে নাম্বার মিলিয়ে স্কুটার থামাল বাবলু। তারপর স্কুটারটাকে একটু নিরাপদ দূরত্বে ফুটপাথের ওপর রেখে বিলুকে বলল, "তুই এখানে থাক। বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার ওই বাড়ির ভেতরে যাব। যদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না ফিরি তুই তা হলে ভবানীপুর থানায় চলে যাবি। তুই নিজেও কিন্তু একটু সাবধানে থাকবি, কেমন?"

বিলু বলল, "আচ্ছা।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে সেই বাড়ির দিকে এগোল। বাড়ির কাছে এসে বাড়িটার নীচে-ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেমপ্লেটটাও পড়ে নিল। ঘুশ্‌ণেশপ্রসাদ ভাট। অর্থাৎ জি. এস. ভাট। ঠিক জায়গাতেই এসেছে তা হলে। বাবলু আর কোনওদিকে না তাকিয়ে ডোর-বেলে চাপ দিল এবার।

একজন দরোয়ান গোছের লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কৌন?"

"বাব্বু বাড়িতে আছেন ?"

"নেহি।"

"কোথায় গেছেন ?"

লোকটি বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "কৌন হো তুম ?"

"যেই হই না কেন, আমি জানতে চাইছি বাবু কোথায় গেছেন ?"

দরোয়ান এবার ভয়ে-ভয়ে বলল, "তুম ও পাঁচপণ্ডববালা লেড়কা তো নেহি ?"

বাবলু হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর বলল, "ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিই সেই। পঞ্চপাণ্ডবদেরই একজন। বাবুর গাড়িটা ফেরত পেয়েছে ?"

"হাঁ। মিল গয়া।"

"কোথায় সেটা ? বাইরে দেখলাম না তো ?"

"বাবু লে কর গয়া।"

"এখন কে আছে বাড়িতে ?"

"কোঈ নেহি। ম্যায় অকেলে হুঁ।"

"আমি একবার ঢুকব বাড়ির ভেতর।"

"নেহি। বাবুকো আনে দিজিয়ে।"

বাবলু তখন বাধ্য হয়েই পিস্তলটা বের করল। করে বলল, "জানো নিশ্চয়ই, আমি গুলি চালালে আমার ফাঁসি হয় না। রাস্তা ছাড়ো।"

পঞ্চু তখন বাবলুর আদেশের অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর এমন হাঁকডাক করতে লাগল যে, মনে হল নিশ্চয়ই সে কিছু-না-কিছু দেখেছে সেখানে।

বাবলু দরোয়ানকে বলল, "চলো, ওপরে চলো।"

দরোয়ান অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবলুকে নিয়ে ওপরে উঠল।

একটি বন্ধ ঘরের দরজার ওপর পঞ্চু তখন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সেই ঘরের জানলায় উঁকি দিচ্ছে ফুটফুটে একটি কিশোরীর মুখ। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া।

বাবলু এসেই শিকলটা খুলে দিতে অপরূপ সুন্দরী পঞ্চদশী এক

কিশোরী ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাবলুর চোখে তখন ক্রোধের আগুন। দরোয়ানকে বলল, "এই যে তখন বললে এ-বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তা হলে এখানে মেয়ে এল কোত্থেকে ?"

দরোয়ান আর উত্তর দিতে পারল না।

বাবলুর নির্দেশে পঞ্চু তখন ছাদের ওপরটা দেখতে গেল।

মেয়েটার চোখে জল। সে কাঁদতে-কাঁদতে বাবলুকে বলল, "আমাকে বাঁচাও। আজ নিয়ে দশদিন হল এরা আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছে।"

বাবলু বলল, "কে তুমি ? তোমার নাম কী ?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম রাগিণী। আমি জব্বলপুরের মেয়ে। আমার বাবা একজন ডি. এফ. ও। চোরাকাটরাদের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার বাবা এদের ক্রোধানলে পড়েছেন। তাই বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এরা আমাকে এইখানে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে।"

বাবলু বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোমার। তুমি এখন মুক্ত। তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সবরকম ব্যবস্থাই আমি করব।" বলেই দরোয়ানকে বলল, "এ-বাড়িতে আর কাকে-কাকে আটকে রেখেছ ?"

দরোয়ান কিছু বলার আগেই নীচের থেকে ভারী গলার একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, "শিউপুজন ! এ শিউপুজন !"

দরোয়ান সাড়া দিল, "হাঁ বাবু।"

"বাহারকা দরোয়াজা খুলা রাখকা কিঁউ ?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই অঘটন। শিউপুজন এক ধাক্কায় বাবলুকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়েই দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর রাগিণীর হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল নীচের দিকে।

রাগিণী চিৎকার করতে লাগল, "ছাড়ো, ছাড়ো। ছোড় দো মুঝে। ছেড়ে দাও বলছি।" বলে জোর করে হাত ছিনিয়ে নিতে গেল। কিন্তু শিউপুজনের আসুরিক শক্তির সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন ?

বাবলু জানলা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখেই চেঁচাল, "পঞ্চু ! পঞ্চু !"

পঞ্চুকে কি ডাকতে হয় ? পঞ্চুর কান খাড়াই থাকে। বাবলুকে ঠেলে ঘরে ঢোকানো, শিকল দেওয়া, রাগিণীর চিৎকার, সবই কানে গেছে ওর। তাই বাবলুর ডাক পাওয়ার আগেই নেমে আসছিল সে। এবার অধিক উৎসাহে ভয়ঙ্কর হাঁকডাক ছেড়ে ক্ষিপ্র গতিতে ধেয়ে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল শিউপুজনের ওপর।

একশোটা ভেড়ার গোয়ালে একসঙ্গে আগুন লাগলে যেরকম আর্তনাদ ওঠে, শিউপুজনের গলা দিয়েও সেইরকম আওয়াজ বের হতে লাগল।

ততক্ষণে বাড়ির মালিক ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাটও তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছেন। এসেই প্রথম প্রশ্ন, "ইয়ে ক্যা তামাশা হো রহা হ্যায় ?"

আগুনে যেন ঘি। পঞ্চু এবার শিউপুজনকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাট ও তার সঙ্গী দু'জনের ওপর।

তাই না দেখে ঘরবন্দী বাবলু দারুণ উৎসাহ দিতে লাগল পঞ্চুকে, "সাব্বাশ পঞ্চু, সাব্বাশ ! ছিঁড়ে খা ব্যাটাদের। একটাকেও আস্ত রাখিস না। টুকরো-টুকরো করে দে।"

ততক্ষণে মুক্ত রাগিণী শিকল খুলে মুক্তি দিয়েছে বাবলুকে। আর সেই সুযোগে শিউপুজনও 'আরে বাবা রে মর গয়িরে' বলে ঘরে ঢুকেই খিল আটকাল দড়াম করে।

রাগিণীর রাগও তখন চরমে। শিউপুজন ঘরে ঢুকতেই দরজায় শিকল দিল সে।

এদিকে ভাট ও তার সঙ্গীদের অবস্থা তখন কাহিল করে দিয়েছে পঞ্চু।

সঙ্গী দু'জনকে দেখেই তো বাবলু অবাক ! এরাই তো সুন্দরপাহাড়িতে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল জয়দীপদাকে। ওরাও যারপরনাই অবাক হয়ে গেল বাবলুকে দেখে। এ কী করে সম্ভব ?

বাবলু বলল, "ওরে শয়তান ! তোমরাও এইখানে এসে জুটেছ ?"

কিন্তু বাবলুর কথার উত্তর দেবে কে ? পঞ্চুর আক্রমণের ঠেলায় ওরা তখন প্রাণ বাঁচানোয় ব্যস্ত। তাই এই অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর

কোনও উপায়ই খুঁজে পেল না ওরা। দু'জনেই তখন শিম্পাঞ্জির মতন লাফাতে-লাফাতে নেমে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে।

বাবলু ভাটকে পঞ্চুর জিম্মায় রেখে রাগিণীকে নিয়ে ধাওয়া করল ওদের দু'জনের দিকে।

হতভম্ব বিলু স্কুটার নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাইরে। ভেতরে যে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, বাবলুর মতলবটা কী, তা সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। এবার সেই পরিচিত দুষ্কৃতী দু'জনকে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেই স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

বাবলু আর রাগিণী সমানে চেঁচাতে লাগল, "মার, মার, মার ব্যাটাদের।"

ততক্ষণে বহু লোক ছুটে এসেছে সেখানে, "কী হয়েছে ? কী হয়েছে ভাই ?"

বাবলু রাগিণীকে দেখিয়ে বলল, "এই যে, এই মেয়েটাকে চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল এই বাড়ির ভেতর। চাঁদা তুলে মারুন এদের।"

কিন্তু মারবে কাকে ? এত লোকের ভেতর থেকে যে কীভাবে পালাল ওরা, তা টেরও পেল না কেউ। সবাই তখন ওদের ধরবার জন্য ছুটল।

দোতলার ওপর তখন আর-এক নৃত্যনাট্য। ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাট তখন একটা ডাইনিং টেবিলের ওপর লাফাচ্ছেন আর পঞ্চু তাঁকে 'ভৌ-ভৌ' করে ভয় দেখাচ্ছে।

বাবলু, বিলু, রাগিণী, তিনজনই ওপরে উঠে এসেছে তখন।

পঞ্চু পুনরাদেশের জন্য বাবলুর কাছে ছুটে যেতেই ভাট লাফিয়ে পড়লেন ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে। পঞ্চু সেখানেও ছুটে গেল। গিয়ে কাছা, কোঁচা কামড়ে এমন টান দিল যে, সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ভাট সেই অবস্থাতেও হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন।

তখন আর পঞ্চু নয়, বাবলু, বিলু, রাগিণী সবাই তাড়া করেছে তাঁকে। কিন্তু ছাদে উঠেই উনি যে অমন একটা কাণ্ড করবেন তা কে জানত ? প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছাদের ওপর থেকে রাস্তায় লাফিয়েই প্রাণত্যাগ করলেন তিনি।

বাবলুরা আর কী করে ? এ-বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর ভাল করে সার্চ করে

ফোন করল ভবানীপুর থানায়। তারপর পুলিশকে সব জানিয়ে শিউপুজনকে টা-টা করে নেমে এল নীচে। বাইরে তখন অনেক, অনেক লোক।

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই রাগিণীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যা। আমি থানায় একবার দেখা করে আসি, কেমন?"

বিলু তাই করল।

বাবলু চলে গেল ভবানীপুর থানায়। রহস্যের জট আবার নতুন করে পাকিয়ে গেল।

দুপুরবেলা দারুণ একটা খাওয়াদাওয়া হল বাবলুদের বাড়ি। ওদের এখন যা মানসিক অবস্থা তাতে দারুণ খাওয়াদাওয়ার সময় এটা নয়। তবুও হল। তার কারণ, বাবা বাইরে থাকেন। বাড়িতে এলে তাঁর জন্য ভাল কিছু করতেই হয়। আর এই রাগিণী, দশ-বারোদিন ঘরছাড়া। দুষ্কৃতীদের দেওয়া কুকুরের খাদ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় প্রতিদিনই গ্রহণ করতে হয়েছে ওকে। তাই আজ ও এ-বাড়ির বিশেষ অতিথি। এবং ওর জন্যই এত আয়োজন। অবশ্য এই ভোজবাসরে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও বাদ পড়েনি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাগিণীকে নিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানে। ওর মুখে সবকিছু শোনার পরই চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাগানে পৌঁছে পঞ্চু সর্বপ্রথম আনাচেকানাচে ঘুরে একবার টহল দিয়ে দেখে নিল কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কি না। তারপর ছুটে এসে গ্যাঁট হয়ে বসতেই বোঝা গেল অল ক্লিয়ার।

বর্ষার পর অনেক আগাছা জন্মেছিল চারদিকে। তাই ওরা ঘরের মেঝেটাকে একটু ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে বসল।

বাবলু প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "জয়ন্তদার কোনও খবর আছে?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, উনি ফিরে এসেছেন।"

"অলির কোনও খবর?"

"কোনও খবরই নেই।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, এবার তুই আমাকে বল, হরিশ মুখার্জি রোডের ওই বাড়িটার সন্ধান তুই পেলি কী করে?"

বাবলু বলল, "শোন তা হলে, চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরে প্রথমেই আমি থানায় যাই। সেখানে গিয়ে শুনি আমাদের সংগ্রহ করা গাড়ির নাম্বার প্লেটের দুটোই ভুয়ো। তবে গাড়ির মালিকের সন্ধান পুলিশ পেয়েছে। মালিক একজন ব্যবসায়ী। ওঁর গাড়ি নাকি চুরি যায়। চুরি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে থানায় ডায়েরিও করেন। আমি কৌতূহলবশে পুলিশের কাছ থেকে মালিকের নাম-ঠিকানা নিয়ে আসি। পরে রাত্রিবেলা রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে এই ব্যবসায়ীর নামের কয়েকটি চিঠি আমি পাই। তাতে সবই জিনিসের অর্ডারের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সন্দেহের কাঁটাটা আমাকে বিঁধল এই কারণে যে, ওই ব্যবসায়ীর নাম-ঠিকানার সঙ্গে এই কাগজপত্তরের অর্ডারের নাম-ঠিকানার আশ্চর্য মিল দেখে। তখনই আমি বুঝতে পারলাম এই জি. পি. ভাট আলেকজান্দার মারিয়ারই লোক। এবং গাড়ি চুরির ব্যাপারে থানায় ডায়েরি লেখানোটা স্রেফ পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তাই আমি মনস্থির করি গোপনে তদন্ত করবার। ভাগ্যিস গেলাম, তাই তো উদ্ধার করতে পারলাম রাগিণীকে। ঘুশৃণেশ পাপের পরিণাম মৃত্যুকে নিজেই ডেকে নিলেন। আর চিত্তরঞ্জনের ওই দুষ্কৃতী দু'জনকে ওদের ওখানে দেখেই বুঝলাম ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারেও এই দলটি বেশ সক্রিয়।"

বাবলুর কথা মন দিয়ে শুনছিল সবাই।

বাবলু ওর বক্তব্য শেষ করে রাগিণীকে বলল, "এবার তোমার কথা বলো শুনি। তোমাকে ওরা কীভাবে চুরি করে আনল?"

রাগিণী বলল, "তোমাকে তো বলেইছি আমার বাবা একজন ডি. এফ. ও.। আমার বাবার নাম জয়নারায়ণ যোশি। বাড়ি আমাদের বারাণসীতে। ওইখানেই আমার জন্ম। পড়াশুনো। ওইখানে আমার প্রচুর বাঙালি বান্ধবী আছে। তাই আমি বাংলা বলতে, লিখতে বা পড়তে পারি। আমার মা-বাবা সবাই পারেন। তা আমার বাবার চাকরিসূত্রে আমরা এখন জব্বলপুরে আছি। এই যে ঘুশৃণেশপ্রসাদ বা

আলেকজান্দার, এদের একটি দুষ্টচক্র আছে। সেই চক্রের কাজই হল জঙ্গলের ভাল-ভাল গাছপালা লুকিয়ে কেটে বেচে দেওয়া। ওরা করত কী, পিপারিয়া, পাঁচমারি প্রভৃতি জায়গার গভীর জঙ্গলে চোরাগোপ্তা হানা দিয়ে গাছ কেটে সাফ করে দিত। আমার বাবা...।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল প্রায়। বলল, "জাস্ট এ মিনিট। কী বললে ? পাঁচমারি ?"

"হ্যাঁ। আমরা নন বেঙ্গলিরা বলি পচমড়ি। কিন্তু ওই নাম শুনে তুমি এত চমকে উঠলে কেন বাবলু ?"

বাবলু সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "দ্যাখো কারবার ! ভিমা ওই যে 'পাঁ-চ-মা' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারেনি, সে-জায়গাটা তা হলে...।"

সবাই বলল, "পাঁচ মাইল নয়, পাঁচমারি।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, পাঁচমারিই। কেননা, দেখা যাচ্ছে এই পাঁচমারির সঙ্গে ওই কুখ্যাতরা ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।" বলে রাগিণীকে বলল, "তারপর ?"

রাগিণী বলল, "তা তোমরা যেমন পঞ্চপাণ্ডব, ওই পাঁচমারিতেও তেমনই পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচটি গুহা আছে। কথিত আছে অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডবরা ওইসব গুহায় কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। তা যাই হোক, একবার আমি আমার দু'জন বান্ধবীকে পাঁচমারি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইসময়ই দুষ্কৃতীরা আমাকে অপহরণ করে। তারপর নাগপুর দিয়ে নিয়ে আসে কলকাতায়।"

বাবলু বলল, "শোনো, আমাদের পরিচিত একটি ছেলে আর মেয়েকে ওরা গুম করেছে। ওদের কোথায় রেখেছে-না-রেখেছে সেই ব্যাপারে কিছু শুনেছ কী ?"

"না। ওরা কি কাউকে জানিয়ে-শুনিয়ে কিছু করে ? তবে কোথা থেকে যেন রাজপুত্রের মতন একটি ছেলেকে ওরা ধরে এনেছিল। কী মার মারল ওরা তাকে। ওদের বলতে শুনেছি জঙ্গলে ক্ষুধিত বাঘের মুখে ছেলেটাকে ছেড়ে দেবে বলে নাকি এখান থেকে পাঁচমারিতেই নিয়ে গেছে ওরা।"

বিচ্ছু শিউরে উঠে বলল, "নিশ্চয়ই জয়দীপদা।"

বাচ্চু বলল, "সে ছাড়া আর কেউ নয়।"

রাগিণী বলল, "হ্যাঁ। ওর নাম জয়দীপ। ওরা তাই বলছিল বটে ! বাবার মুখে শুনেছি, ওরা নাকি খুবই সাঙ্ঘাতিক। এমনই নৃশংস ওরা যে, নিজেরা খুন না করে জ্যান্ত মানুষটাকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ওরা ছেড়ে দেয় হিংস্র জানোয়ারের মুখে। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে ওরা আনন্দ পায়।"

বাবলু দু'হাতে কান চেপে বলল, "ও মাই গড। জয়দীপ আর অলির তা হলে একই দশা করবে ওরা !"

রাগিণী বলল, "অলি কে ?"

বাবলু বলল, "তোমারই মতো এক প্রাণোচ্ছল কিশোরী। ভারী মিষ্টি মেয়ে।" বলেই বলল, "আর নয়। আর দেরি করলে চলবে না। বিলু, তৈরি হ'। পাঁচমারি আমাদের যেতেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "কবে যাবি ?"

"আজ হলে আজ, না হলে কাল।"

বিলু বলল, "আজ কী করে হবে ? গেলে কালই যাব। আজ বরং একটু চেষ্টা করে দ্যাখ, কালকের কোনও টিকিট পাস কি না।"

ভোম্বল বলল, "যে গাড়িতে জায়গা পাবি সেই গাড়িতেই নিয়ে নিবি।"

রাগিণী বলল, "যে গাড়িতে মানে ? হাওড়া থেকে জব্বলপুরের একটাই গাড়ি যায়, ভায়া ইলাহাবাদ, বম্বে মেল। হাওড়ায় ছাড়ে রাত আটটায়, পরদিন পৌঁছয় বিকেল পাঁচটা পনেরোয়। পিপারিয়ায় পৌঁছবার সময় রাত্রি সাড়ে আটটায়। তবে কিনা চার-পাঁচ ঘণ্টা লেট থাকে প্রায়ই। আট ঘণ্টা, ন' ঘণ্টা, এমনকী বারো ঘণ্টা লেটের রেকর্ডও আছে।

বাবলু বলল, "লেটের কথা অবশ্য বলা যায় না। আবার রাইট টাইমেও যেতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "পাঁচমারি যেতে হলে আমাদের কি পিপারিয়ায় নামতে হবে ?"

"হ্যাঁ।"

বাবলুরা আর বসে না থেকে উঠে পড়ল।

পঞ্চুও একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দেহটা টান করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

বাবলু বাড়ি ফিরে পাঁচমারি যাওয়ার কথা বাবাকে বলতেই বাবা বললেন, "অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, বিশেষ করে পুজোর আগে টিকিটের ডিম্যান্ড খুব একটা থাকে না। তাই কালকের টিকিট তোরা পেয়েও যেতে পারিস। কনফার্মড টিকিট না হলেও আর. এ. সি. পাবিই। তবে টিকিটটা তোরা পিপারিয়া পর্যন্ত কাটিস। জব্বলপুরে ব্রেক জার্নি করে মেয়েটাকে ওর মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপরে যাস। ওর বাবা যখন ডি. এফ. ও. তখন জঙ্গলের পথঘাট ওঁর নখদর্পণে। উনি তোদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। পাঁচমারি অত্যন্ত ভাল জায়গা। আমি ওখানে বার-দুই গেছি। ওখানে গিয়ে সময় পেলে আর কিছু দেখিস-না-দেখিস, জটাশঙ্কর গুহা আর ধূপগড়ের সূর্যাস্ত দেখবি। আরও অনেক কিছুই দেখবার আছে। ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখে মন ভরে যাবে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না শয়তানরা ওখানে ঘাঁটি গাড়ল কী করে? কেননা, ওটা তো ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। থিকথিক করছে মিলিটারি।"

বাবলু বলল, "তাতে কী? দেবস্থানেই তো যতসব ঠগবাজ আর জুতো-চোরের আড্ডা হয়।"

বাবলুর কথায় সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

বাবলু আর দেরি করল না। বেশি করে টাকা-পয়সা নিয়ে বিলু আর ভোম্বলকে সঙ্গে করে হাওড়া স্টেশনে গেল টিকিট কাটতে।

॥ ৮ ॥

রেলের ব্যাপারস্যাপারই বোধ হয় আলাদা। কখনও একমাস আগে লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পাওয়া যায় না, আবার কখনও বা আগের দিন গিয়েও টিকিট পাওয়া যায়। বাবলুরা ছ'জনের জন্য ছ'টা টিকিটই পেয়ে

গেল। একেবারে কনফার্মড বার্থ।

রাত আটটায় গাড়ি। ভায়া ইলাহাবাদ বম্বে গেল।

ওরা যথাসময়েই স্টেশনে এল। তারপর এস-ফোর কোচে ওদের জন্য নির্ধারিত বার্থে মনের মতন জায়গা পেয়ে দারুণ খুশি হল ওরা। সবচেয়ে খুশি হল এই কারণে যে, ওরা পেয়েছিল আলাদা একটা কুপে। যেটি ভেতর থেকে লক করে দেওয়া যায়। নিশ্চিন্তে ঘুমনো যায়। আর পঞ্চুকেও অন্যের বিরক্তি এড়াতে সিটের তলায় লুকিয়ে থাকতে হয় না সবসময়।

ট্রেন ছাড়লে টিকিট চেক হয়ে যাওয়ার পরে বাবলু প্রথমেই লক করে দিল কুপে-এর দরজাটা। পঞ্চু এবার নির্ভয়ে বিচ্ছুর পাশে বসে জেলিমাখানো রুটি খেতে-খেতে আঁধার রাতের প্রকৃতি দেখতে লাগল। কী মজা!

আনন্দ বাবলুদেরও কম না। তার একটা কারণ আছে। প্রথমত, অপ্রত্যাশিতভাবে রাগিণীকে উদ্ধার করায় জয়ের গৌরবে ভরে আছে ওরা। মেয়েটিকে ওর বাবা-মায়ের হাতে পৌঁছে দিলে নিশ্চয়ই তাঁরা খুশি হবেন। দ্বিতীয়ত, রাগিণীর বাবার সাহায্য পেলে ওদের পাঁচমারি অভিযান ভালই হবে। তা যদি হয়, তা হলে জয়দীপদা বা অলির সেরকম খারাপ কিছু হয়ে না থাকলে ওদের উদ্ধার করতেও খুব একটা অসুবিধে হবে না।

ওরা গাড়িতে বসে নিজেদের মধ্যেই ওদের এই অভিযানের ব্যাপারে কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। দেখতে-দেখতে বর্ধমান এসে গেলে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওরা। চিলি চিকেন, রুমালি রুটি আর সন্দেশ, এই ছিল ওদের খাদ্য তালিকায়। খাওয়া শেষ হলে সবাই শুয়ে পড়ল যে-যার বার্থে।

সকাল হল মুঘলসরাইতে। এখানে এলেই কাশীর কথা মনে পড়ে যায় বাবলুর। মনে হয় এখনই ছুটে যায় বিশ্বনাথের গলিতে, দশাশ্বমেধের ঘাটে। এখানে ওয়াটার বট্‌লে জল ভরে ওরা কলা আর ডিম সেদ্ধ কিনে নিল কয়েকটা। জেলি-রুটি সঙ্গে আছেই। তাই চা কিংবা কফিতে চুমুক দিলেই চমৎকার ব্রেকফাস্ট।

ওরা তাই করল।

এর পর ট্রেন চুনার, মির্জাপুর, বিন্ধ্যাচল হয়ে ইলাহাবাদে এল। সেখানে রেলের খাওয়া খেল নিয়মরক্ষা করতে। তারপর কত, কত স্টেশন পার হল ওরা। মানিকপুর, সাতনা, কাটনির পর একসময় এসে পৌঁছল জব্বলপুরে। ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। পৌঁছতে তাই সন্ধে হয়ে গেল।

এখানে স্টেশনের কাছেই থাকার জন্য লালা গোকুলদাসের একটি বড়সড় ধর্মশালা আছে। আর আছে বাজারের কাছে অজস্র লজ। খুব জমজমাট জায়গাটা। তবে বাবলুদের তো এখানে লজে ওঠবার দরকার হবে না, ওরা উঠবে রাগিণীদের বাড়িতে। বাড়ি মানে ওদের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া আছে লাজপত কুর্জের ন্যাপিয়ার টাউনে, সেইখানে।

জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে রাগিণীর নির্দেশিত পথে ওরা ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের পেছন দিকে এল। তারপর অজস্র অটো এসে ওদের ছেঁকে ধরতেই রাগিণী একটি অটোকে ডেকে বসতে বলল সবাইকে। অটো ড্রাইভারকে বলল, "ন্যাপিয়ার টাউন।"

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ওরা যথাস্থানে এসে অটো থেকে নামতেই কোথা থেকে যেন এক ভদ্রমহিলা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রাগিণীকে। একবার শুধু বললেন "হাম দোনো কো ছোড় কর তু কাঁহা চলি গয়িথি বেটি ?"

রাগিণীর মা। নিকটবর্তী কোনও মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন বোধ হয়। মেয়েকে দেখতে পেয়েই আর স্থির রাখতে পারলেন না নিজেকে। কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দিলেন।

অন্য প্রতিবেশীরাও তখন ছুটে এসেছে, "আরে দেখো, দেখো, কৌন আয়া !"

রাগিণীর বাবাও তখন মেয়ের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে নেমে এসেছেন দোতলার ফ্ল্যাট থেকে।

মিলনপর্ব শেষ হল।

রাগিণী পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওর বাবা-মায়ের। বলল, "এরাই আমাকে ওই দুশমনদের ডেরা থেকে উদ্ধার

করেছে। না হলে কী যে ছিল আমার নসিবে, তা কে জানে ?"

রাগিণীর বাবা মিঃ যোশি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সমাদরে নিয়ে গেলেন ওঁদের ফ্ল্যাটে।

কৌতূহলী প্রতিবেশীরা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ছুটে এলে রাগিণীই বলল, "আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড। বাদ মে সব কুছ বতায়েঙ্গে। আভি হমকো থোড়া রেস্ট করনে দিজিয়ে।"

ব্যস ! একটি কথাতেই কাজ হল। বিদায় নিল সব।

সারাদিনের ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে সবাই সর্বাগ্রে ভালভাবে স্নানটা করে নিল। তারপর দেহের ক্লান্তি দূর করে ঘরে এসে বসতেই রাগিণীর বাবা-মা প্লেট-ভর্তি খাবার এনে খেতে দিলেন সকলকে।

মিঃ যোশি বললেন, "তুমহারে বারে মে আভি কুছ না কুছ তো বতাও। মুসিবত মে সহায়তা করনেবালে হি সচ্চা দোস্ত হৈ। তুম হমারে মেহমান নহি, দোস্ত ভি হো।"

বাবলু বলল, "যোশিজি, প্রথমে আপনি আপনার মেয়ের মুখেই সব শুনুন। তারপর আমাদের কথা আমরা বলব।"

রাগিণী তখন এক-এক করে সেইদিনের সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল ওর বাবাকে।

সব শুনে যোশিজি বললেন, "সেইদিন থেকে তো আমাদের ভেতরেও আমরা নেই। থানা-পুলিশ অনেক কিছুই করলাম। কিন্তু কেউ কোনও সন্ধানই দিতে পারল না আমার মেয়ের। তাই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বসে ছিলাম তখনই ওদের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এল। আর তাতেই বুঝলাম ওকে অপহরণটা করেছে কারা।"

বাবলু বলল, "প্রস্তাবটা কী ? করলই বা কে ?"

"ঘুশৃণেশ ভাট। জঙ্গলের মূল্যবান গাছপালার চোরাচালানে ওর ওপরে তো আর কেউ নেই।"

বিলু বলল, "আলেকজান্দার মারিয়ার ভূমিকাটা এখানে কীরকম ?"

"এই অঞ্চলে ও কিন্তু খুব একটা ফেমাস নয়। এমনকী ওর চেহারাও দেখিনি কোনওদিন। মনে হয় ঘুশৃণেশই ওকে এখানে আমদানি করেছে সম্প্রতি।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক নয়। গড়ফাদার এখানে আলেকজান্দার মারিয়াই। শত্রুকে বাঘের মুখে ফেলে বিপর্যস্ত করার নেশা ওই শয়তানেরই। এতদিন সে নেপথ্যে ছিল। এখন জাল আরও বিস্তার করে প্রকাশ্যে আসছে। ভাটের মৃত্যুসংবাদ হয়তো সে পায়নি এখনও। তাই এখনও ফাঁদ পাতলে ওকে ধরা যায়। কিন্তু কী প্রস্তাব রেখেছিল ওরা শুনি ?"

"অন্য কিছু না, ওদের বিরোধিতা না করে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে ওরা আমার মেয়েকে ফেরত দেবে।"

"আপনি উত্তর দিয়েছিলেন ?"

"না। ভেবে দেখার জন্য একটু সময় চেয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "এখন তো মেয়ে ফেরত পেয়ে গেছেন, তাই আর ভাবাভাবির কোনও ব্যাপার নেই। এবার আমাদের কাহিনী শুনুন।" বলে ওরাও ওদের কথা সব খুলে বলল যোশিজিকে।

যোশিজি শুনে বললেন, "তার মানে এখনও দু'জন ওদের হাতে বন্দি আছে। এবং তারা আছে এই অঞ্চলেই।"

"ঠিক তাই। আর এই ব্যাপারেই আপনাকে সবরকমের সাহায্য করতে হবে আমাদের।"

"আই মাস্ট ডু ফর ইউ। আমি তোমাদের পুরো মদত দেব। কী আমাকে করতে হবে বলো ?"

"পাঁচমারির পাহাড়-জঙ্গলের পথঘাট ভাল চেনে এমন একজন লোকের সন্ধান আমাদের দিতে হবে। ওখানে থাকার ব্যবস্থাটাও করে দিতে হবে আপনাকে।"

"মেরা খেয়াল হ্যায় কি তুম সব পহলেবার যা রহে। তো ঠিক হ্যায়, ইস সিলসিলে মে ম্যায় তুমহারে লিয়ে জরুর মদত করুঙ্গা। আমার এক দোস্ত আছে ওখানে, ডি. পি. জয়সওয়াল। চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট। বনবিভাগের সবচেয়ে বড় অফিসার। আমি তো জব্বলপুরে পোস্টেড। কিন্তু উনি আছেন ওখানে। ওঁর গাড়ির ড্রাইভার বীর সিং দুর্ধর্ষ লোক। আমি ওই বীর সিংকে তোমাদের সঙ্গে ফিট করে দেব।"

বিলু বলল, "সেইসঙ্গে একটা গাড়ি।"

"অবশ্যই। আমাদের হাতে অনেক জিপ আছে।"

রাগিণীর মা বললেন, "তুম সব জিতে রহো বেটা। মেরা ভাগ্য আচ্ছা হ্যায় কি মেরি লেড়কি মিল গয়ি। ম্যায় জানতা হুঁ কি সাচ্চা দোস্ত ওহি হ্যায় জো সময় পর কাম আয়ে।"

মিঃ যোশি বললেন, "তোমরা কবে যাবে ?"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তো দেরি করা উচিত নয়, তাই কালই যাব আমরা।"

"তা হলে এক কাজ করো, কাল সকাল ন'টায় একটা ট্রেন আছে। সেটায় গিয়ে কাজ নেই। প্যাসেঞ্জার ওটা। তারপরই আছে দুপুর তিনটে কুড়িতে ভাগলপুর-বোম্বাই এক্সপ্রেস। তাতেই চলে যাও তোমরা। টিকিট কাটার কোনও ব্যাপার নেই। ব্রেক জার্নি তো লেখানোই আছে, শুধু একটা সই করিয়ে নেওয়া। ওই গাড়িতে গেলে সন্ধের আগেই পৌঁছে যাবে। পিপারিয়ায় নেমে ওইদিনই পচমড়ি যাবে না। ঠিক স্টেশনের উলটো দিকে একটা লজ দেখতে পাবে। দেবশ্রী লজ। সেইখানে উঠবে। পঞ্চাশ-ষাট টাকায় ঘর পেয়ে যাবে তোমরা। পরদিন সকালে ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের এপাশে এলেই দেখবে পচমড়ির সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তাতে চেপেই চলে যাবে তোমরা।"

বাবলু বলল, "এখান থেকে পাঁচমারির কোনও বাস নেই ?"

"না। এই নিয়ে আমরা অনেক লেখালিখি করেছি। লেকিন কুছু হয়নি। নাগপুর আর ভোপাল থেকে বাস আছে। জব্বলপুর সে নেহি।"

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে ট্রেনেই যাব।"

রাগিণী বলল, "কাল যদি তোমরা দুপুরের গাড়িতে যাও, আমি তা হলে সকালের দিকে তোমাদের মার্বেল রক্‌টা দেখিয়ে আনতে পারি।"

মার্বেল রকের নাম শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাবলু বলল, "আরে তাই তো ! মার্বেল রক, নর্মদার জলপ্রপাত, সবই তো এইখানে। অভিযানের উত্তেজনায় ওসবের কথা মনেই ছিল না।

মন পড়ে আছে পাঁচমারির দিকে। স্পটগুলো কতদূর এখান থেকে ?"

মিস্টার যোশি বললেন, "জায়দা দূর নেহি। ওনলি বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার। এই বাজারের কাছেই অটো স্ট্যান্ড থেকে অটো, ট্রেকার, জিপ, ট্যাক্সি সবকিছুই পেয়ে যাবে। আট-দশ রুপিয়া করে ভাড়া লাগবে। কোনও অসুবিধা হবে না। আমার লেড়কি থাকবে সঙ্গে।"

ওদের যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছে পঞ্চু তখন কী ভেবে যেন নিজের মনেই 'গোঁয়াউ' করে একটা শব্দ করল।

বিচ্ছু বলল, "দেখেছ কাণ্ড, এতক্ষণ আমরা এমনই কথায় মত্ত ছিলাম যে, ওর দিকে কেউ নজরই দিইনি!" বলেই বলল, "কী হয়েছে পঞ্চু। কিছু বলবি ?"

পঞ্চু কী আর বলবে ? লেজ নেড়ে-নেড়ে সে বারবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল। তার মানে এইভাবে বসে থেকে-থেকে বোর লাগছে ওর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বসে না থেকে পঞ্চুকে নিয়ে চলল রাতের আলোকমালায় সজ্জিত জব্বলপুর শহর দেখতে। রাগিণীও গেল সঙ্গে। কী সুন্দর ছোট্ট শহর। খুব ভাল লাগল ওদের।

সে-রাতটা দারুণ কাটল ওদের। দূরপাল্লার ট্রেন জার্নির পর হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুতে পেলে এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যায়।

ওরা সবাই উঠলে বাড়িটা যেন গমগমিয়ে উঠল।

পঞ্চুর একটু অসুবিধে হচ্ছিল বাইরে যেতে পারছিল না বলে। তবে ওর একটা মস্ত গুণ যে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

সকালের একপ্রস্থ জলযোগের পর চা-পর্ব শেষ করে সবাই চলল নর্মদা প্রপাত দেখতে। কী আনন্দ! এই আনন্দটা আরও প্রকট হত, যদি না জয়দীপদা বা অলির ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তার একটা কাঁটা খচখচ করত।

ওরা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই অনেক লজ দেখতে পেল। এখান থেকে বাঁ দিকের রাস্তাটা চলে গেছে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে, ডান দিকেরটা অটো স্ট্যান্ডে।

রাগিণী বলল, "জানো তো, এখানে আগে ঠগির উপদ্রব ছিল খুব।"

ভোম্বল বলল, "ঠগি মানে ?"

"সে একটা সম্প্রদায়। এরা করত কী, চোখের নিমেষে একজন মানুষকে গলায় কাপড়ের ফাঁস আটকে মেরে দিত। তারপর্ তাকে মাটিতে পুঁতে ভালমানুষটি সেজে ঘরে ফিরত।"

"কী সর্বনাশ! এমন করবার কারণ ?"

"ওদের ধারণা, নর্মদা তীরের মা চৌষট্টি যোগিনী এতে সন্তুষ্ট হন।"

বাচ্চু বলল, "তারপর ভ্রান্ত ধারণাটা দূর হল কী করে ?"

"সহজে কি হয় ? ১৮৩৬ সালে ঠগ দমনের জন্য এখানে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রি খোলা হয়। তারপরেও প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল ওদের বাগে আনতে।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, এখানে বাঙালির বসবাস কীরকম ?"

"ওরে বাবা! প্রচুর বাঙালি আছে এখানে। বিশেষ করে মদন মহল, ঘামাপুরা এইসব অঞ্চলে তো বাঙালির বাস অনেক বেশি।"

যাই হোক, ওরা সামান্য পথ পায়ে হেঁটে অটো স্ট্যান্ডের কাছে যেতেই শুনতে পেল "ভেরাঘাট, ভেরাঘাট—।"

বাবলু বলল, "ভেরাঘাটটা কী ?"

রাগিণী বলল, "ওইখানেই তো যাব আমরা। ভেরাঘাটে মার্বেল রক আর তার অনতিদূরে ধুমাঘাটে নর্মদা প্রপাত।"

বিচ্ছু বলল, "বেশ নাম তো ? ভেরাঘাট, ধুমাঘাট!"

"কেউ-কেউ দুমাঘাটও বলে। আমরা বলি ধুঁয়াধার।"

ওরা সবাই একটা ট্রেকারে উঠে বসলে পঞ্চুও ওদের পাশে গিয়ে বসল। আজকাল ওকে নিয়ে কেউ কিছু বললে ওর খুব লজ্জা করে। কিন্তু এখানকার লোকেরা এত ভাল যে, কেউ কিছু তো বললই না, উপরন্তু একজন একটা গরম তেলেভাজা এনে খাইয়ে গেল ওকে।

এখন সময় নয়, তাই যাত্রী নেই। অনেক দেরি করে মাত্র কয়েকজন যাত্রীকে নিয়েই ট্রেকার ভেরাঘাটের দিকে চলল।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় ট্রেকার এসে থামলে রাগিণী বলল, "এই জায়গাটার নাম মদনমহল। ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি প্রাসাদ

নির্মাণ করিয়েছিলেন গোন্ডরাজ মদন শাহ।"

এখানেও যাত্রী উঠল না ট্রেকারে।

ট্রেকার আবার চলতে শুরু করল। পথে বাঁ দিকে একটি পাহাড়ের ওপর এক সুদৃশ্য জৈনমন্দির লক্ষ করল ওরা। তারপর ব্যালেন্সি রক্-এর পাশ দিয়ে একেবারে ভেরাঘাটে।

ওরা ট্রেকার থেকে নেমে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নর্মদার ঘাটে যেখানে নামল, সেই জায়গাটার নাম পঞ্চবটী। এইখান থেকেই নৌকোয় করে মার্বেল রক দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। ভাড়া মাথাপিছু পাঁচ টাকা। জনা পনেরো লোক হলে তবেই নৌকো ছাড়ে। কিন্তু এখন অসময়। একে তো যাত্রী নেই, তায় জলের টান খুব। ফলে নাও চলাচল বন্ধ।

তবে রাগিণী ছাড়বার পাত্রী নয়। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মার্বেল রক সে দেখাবেই। তাই অনেক দৌড়ঝাঁপ করে একজন মাঝিকে রাজি করাল। মাঝি পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে নিয়ে যেতে রাজি হল সবাইকে। কথা হল নৌকোয় বসে কেউ নড়াচড়া করবে না, ঝুঁকে পড়ে জলে হাত দিতে যাবে না, আর যে পর্যন্ত যাওয়ার পর নৌকো এগোতে চাইবে না, সেই পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসতে হবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাতেই রাজি। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। পঞ্চুকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। যতবার ওকে নৌকোয় ওঠানো হয় ততবারই ও লাফিয়ে নেমে আসে ডাঙায়। শেষকালে রাগিণী ওর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে গাল টিপে 'লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, ভয় কী ?' বলতে তবেই ও উঠল। উঠেও দুষ্টুটা চোখ বুজে বসে রইল। কেন অমন করল ও, তা কে জানে ?

নৌকো ছাড়ার পর ধীরে-ধীরে একটু বাঁক নিয়েই প্রবেশ করল এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে। দু'পাশে ১০৫ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ম্যাগনেশিয়াম লাইমস্টোনের পাহাড়। সে কী অপূর্ব শোভা!

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত।

বাবলু বলল, "দ্যাখ দ্যাখ, পঞ্চু! জীবন সার্থক কর। বোকার মতন চোখ বুজে থাকিস না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! জলভ্রমণে এত ভয় পঞ্চুর ?

রাগিণী বলল, "আবার কখনও এখানে এলে এসো চাঁদনি রাতে। ওইসময়ে এখানকার দৃশ্য না দেখলে সত্যিকারের একটা মনোরম দৃশ্য দেখা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা করব। তবে কিনা ভ্রমণ আমাদের আছে, হবে। কিন্তু উপভোগ যে কতটা করব সেটাই হচ্ছে ভাবনার বিষয়। রোদ্দুরের পেছনে যেমন ছায়া থাকে, আলোর পেছনে যেমন থাকে অন্ধকার, আমাদের পেছনেও তেমনই ক্রাইমের কালো মেঘ সর্বদাই ধাওয়া করে। এখন ভয় হচ্ছে, এই মুহূর্তে কোথাও থেকে কোনও শত্রুর নাও এসে আমাদের ধাক্কা মেরে উলটে না দেয়!"

বিলু বলল, "তা যা বলেছিস, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

নৌকো এক জায়গায় এলে রাগিণী মার্বেল পাথরের একটি দেওয়াল দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, এর নাম মাংকিজ লিপ।"

বাবলুরা দেখল।

নৌকো তখন দুটি রকের মাঝখানে এসে পড়লে মাঝিরা বলল, "আর নয়, আর যাওয়া যাবে না। খুব সাবধান এখানে। কেউ যেন নড়াচড়া কোরো না। যদি একবার উলটোয় তো আমাদের সাধ্য নেই কাউকে বাঁচাবার।"

রাগিণী বলল, "না, না। আর এগিয়ে কাজ নেই। এবার ফিরেই চলো। নাও ঘুমাও।" বলে বাবলুদের বলল, "ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওই হচ্ছে এলিফ্যান্টস্ ফিট, আর ওই ওটা হল হর্সেস ফিট। অন্য সময় হলে ওখানে যাওয়া যেত কিন্তু এখন জলের ভীষণ টান।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এজন্য কোনও আক্ষেপ নেই। কেননা মার্বেল রক যে কী জিনিস, সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা তো হল।

ওরা যখন জলভ্রমণ সেরে ডাঙার মাটিতে পা দিল বেলা তখন বারোটা।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু ? ট্রেন ক'টায় ?"

রাগিণী বলল, "তিনটে কুড়িতে।"

"তা হলে ?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর কী ? আজকের রাতটা যখন আমাদের পিপারিয়ায় থাকতেই হচ্ছে তখন তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। ধুঁয়াধারে গিয়ে নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাতটা দেখে আসি চল। আমরা বরং বম্বে মেলেই যাব।"

রাগিণী বলল, "আমার মনে হয় সেইরকমই করা উচিত। কেননা এখানে এসে এই দৃশ্য না দেখলে পস্তাতে হবে। আর কখনও নাও তো আসতে পারো।"

ভেরাঘাট থেকে ওরা আবার ট্রেকারে উঠল। কয়েক মিনিটের রাস্তা। একটাকা করে ভাড়া। যাই হোক, ওরা জনহীন ধুঁয়াধারে পৌঁছে গেল একসময়। চারদিকে শুধুই পার্বত্যময় প্রান্তর। তারই মাঝখান দিয়ে ভীষণ গর্জনে প্রপাতে পড়ছে নর্মদা।

ওরা প্রথমেই একটা দোকানে বসে গরম জিলিপি আর চা খেল।

এ ছাড়া এখানে খাবেই বা কী ? টুরিস্ট নেই। তাই অর্ধেক দোকান বন্ধ।

পঞ্চু চা খেল না। শুধু জিলিপি খেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে মুক্ত প্রান্তরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারপর বড়সড় একটা পাথরের ওপর উঠে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। একচোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল নিবিষ্ট মনে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই একলাফে নেমে এল পঞ্চু। তারপর ওদের সঙ্গ ধরে ল্যাং-ল্যাং করে চলল বাধ্য অনুগত হয়ে।

সকলের আগে রাগিণী। তারপর পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তারও পরে পঞ্চু।

ওরা উচ্চস্থান থেকে প্রপাতে যাওয়ার মুখে ঢাল বেয়ে খানিকটা নীচে নামতেই হঠাৎ দেখল পঞ্চু সকলের আগে ছুটে গিয়ে কান খাড়া করে কী যেন শুনল।

বাবলুও থমকে দাঁড়াল এবার।

বিলু বলল, "কী হল ?"

"কিছু শুনতে পেলি ?"

"কী শুনব ? শুধুই তো জলগর্জন। চিত্রকোটের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।"

"এ ছাড়া আর কিছু ?"

সবাই বলল, "না তো !"

ওরা আবার পথচলা শুরু করল। দারুণ চড়া রোদ। তাড়াহুড়োয় টুপিগুলো আনতে ভুলে গেছে। রাগিণীদের ফ্ল্যাটেই ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলো।

একটু গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল বাবলু, "ওই শোন।"

বিলু বলল, "কী শুনব ?"

"মনে হচ্ছে অলির গলা। আমাদের ডাকছে।"

পঞ্চু তখন ঝরনাধারার মতন গড়িয়ে-আসা এক জায়গায় নর্মদার জল পান করছে আকণ্ঠ ভরে। জিলিপি খাওয়ার পর এই সুমিষ্ট জলপান যেন তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে ওকে।

বিলু বলল, "অলি ! অলি এখানে আসবে কোত্থেকে ?"

"তা জানি না। দু'বারই মনে হল যেন বহুদূর থেকে ও-ই ডাকছে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমরা সবাই মার্বেল রক আর জলপ্রপাতের দৃশ্যে মন রাখলে কী হবে তুই আসলে এর মধ্যেও ডিপ্‌লি অলিদের কথা চিন্তা করছিস। এ তারই প্রতিশ্রুতি। অলি এখন হয় বাঘের পেটে, নয়তো পাঁচমারির মহারণ্যে।"

বাবলু বলল, "হবেও বা !"

ওরা তখন পায়ে-পায়ে একেবারে নর্মদার সেই বিখ্যাত জলপ্রপাতের কাছে চলে এসেছে।

রাগিণী বলল, "আগে এই জলপ্রপাতের ধারেকাছে যাওয়া যেত না। দূর থেকেই দেখতে হত। এখন বড়-বড় পাথর ফেলে রেলিং ঘিরে এমনভাবে জায়গাটাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে যে, খুব সামনে থেকেই ভালভাবে জলপ্রপাতটা দেখা যাচ্ছে।"

বাচ্চু বলল, "জলপ্রপাত কিন্তু এইরকম সময় অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই দেখতে হয়।"

ওরা যখন ঝুঁকে পড়ে এইসব দেখছে ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল ভোম্বল, "উঃ গেছি রে, বাবা রে !"

সবাই ঘিরে ধরল ভোম্বলকে, "কী হল ! কী হল ! কী হল ভোম্বল ?"

ততক্ষণে আর-একটা বড়সড় পাথর এসে পড়েছে বাবলুর পায়ের কাছে। এই পাথরটা পায়ের গাঁটে লাগলে কী যে হত তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। কে ? কে এইভাবে পাথর ছোড়ে ? এই জনমানবহীন প্রান্তরে কে করে এই বদ রসিকতা ? ওরা গা-বাঁচানোর জন্য সরে এল একপাশে। আবার— আবার একটা পাথর এসে পড়ল।

জায়গাটা পাহাড়ি। তাই আশপাশে অনেক বড়-বড় পাথর আছে। তারই খাঁজে লুকিয়ে পড়ল ওরা।

রাগিণী বলল, "কী ব্যাপার বল তো ? এখানে এমন অসভ্যতা কেউ তো করে না ?"

বাবুল বলল, "মনে হয়, আমাদেরই শত্রুপক্ষের কেউ আড়াল থেকে নজর রেখেছে আমাদের দিকে। তারাই আক্রমণ করছে আমাদের।"

পঞ্চু তখন বীরবিক্রমে ছুটে গেছে সেইদিকে।

পাথর তখন পঞ্চুর দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সতর্ক হয়ে সেইদিকে এগোল। এখানে তো ছোটা যাবে না। খুব সাবধানে পা ফেলে যেতে হবে। তাই চলল ওরা।

ততক্ষণে পঞ্চু গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজনের ওপর। বেঁটে মোটা হেঁড়ে মাথা মাঝবয়সী একজন লোক। দেখলেই যেন কেমন-কেমন বলে মনে হয়। ছেঁড়া, ময়লা পোশাক পরনে। একগাদা নুড়ি-পাথর জড়ো করে বসে ছিল। পঞ্চু গিয়ে তার হাতটাকে কামড়ে ধরতেই বিকট চিৎকার করতে লাগল সে।

তার ওপর ভোম্বল গিয়ে মারল তাকে এক ঘুসি।

বিলুও দিতে যাচ্ছিল ঘা-কতক। বাবলুই আটকাল তাকে। লোকটার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেই বলল, "পাথর ফেকতা হ্যায় কাহে ? উঁ ?" বলে ভোম্বলকে দেখিয়ে বলল, "দেখো তো ক্যায়সা চোট দে দিয়া মেরা দোস্ত কো।"

লোকটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ভাষায় যা-তা বলে গেল। কী যে বলল, রাগিণীও তা বুঝল না।

বাচ্চু বলল, "পাগল নাকি ?"

বিচ্ছু বলল, "সেয়ানা পাগল। ধরা পড়ে এখন পাগল সাজছে।"

বাবলু চোখ রাঙিয়ে বলল, "যাও, হটো হিয়াসে। জলদি নিকালো। ভাগো।"

লোকটি তবুও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পঞ্চু এবার 'ভৌ-ভৌ-ভুক' করে যেই না তেড়ে গেল ওর দিকে, তখনই আবার চিৎকার করে পালাল সে।

ভোম্বল ওর জামাটা তুলে ধরে বলল, "উঃ। শয়তানটা আমার পিঠের কী অবস্থা করেছে দেখেছিস ?"

সত্যিই, জায়গাটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। ছড়ে গিয়ে রসও বেরোচ্ছে সেখান দিয়ে।

রাগিণী একটু নর্মদার শীতল জল সেখানে চাপড়ে দিয়ে বলল, "আহা রে !"

এমন সময় হঠাৎই ওদের কানে এল, "বাবলু—উ—, আমি এখানে— এ—এ—।"

নিজেদের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। এ যে অলির গলা। অলি এখানে এল কোত্থেকে ? নর্মদার ভীমগর্জনে সেই কণ্ঠস্বর আবার হারিয়ে গেল।

পঞ্চু একবার আকাশের দিকে মুখ করে ডেকে উঠল, "ভৌ—ভৌ—উ—উ—উ।"

বাবলু বলল, "না। আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি স্পষ্ট শুনেছি অলির গলা। ওরা নিশ্চয়ই পাঁচমারি যাওয়ার পথে যে-কোনও কারণেই হোক অলিকে এইখানেই কোথাও আটকে রেখেছে।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক তাই।"

ওরা তখন অলির খোঁজে আরও একটু উচ্চস্থানে উঠল।

পঞ্চু অবশ্য ওদের আগেই ওপরে উঠেছে।

ওরা দেখল জলপ্রপাতের অদূরে এক উচ্চস্থানে হালকা ধরনের একটু

জঙ্গলের মধ্যে বহুদিনের পুরনো দোতলা একটা বাড়ি আছে। সেই বাড়ির দোতলার একটি ঘরের জানলার খড়খড়িটা ওঠানামা করছে। ওরা সেই বাড়ির দিকেই চলল।

বিলু বলল, "খুব সাবধানে বাবলু! ভয়ঙ্কর রকমের কোনও আক্রমণের মুখোমুখি এবার হয়তো হতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "আশঙ্কাটা অবশ্য একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু আমার মনে হয়, শত্রুরা বোধ হয় ধারেকাছে কোথাও নেই। থাকলে কখনওই অলিকে এইভাবে চেঁচাতে দিত না। যাই হোক, ওই শত্রুপুরীতে সকলের যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুই সকলকে নিয়ে আশপাশে লুকিয়ে থাক। আমি পঞ্চুকে নিয়ে বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকি। অলিকে উদ্ধার করে আমি সঙ্কেত দিলেই তুই সবাইকে নিয়ে অটো স্ট্যান্ডে চলে যাবি। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। আগে তুই উদ্ধার কর মেয়েটাকে।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

বিলু সবাইকে ইশারা করে লুকিয়ে পড়ল যে-যার সুবিধেমতো জায়গায়। দূরে নর্মদার জলপ্রপাতের ধারে একদল ফরেনার এসে জুটেছে তখন।

বাড়িটার দিকে লক্ষ রেখে পঞ্চু আর বাবলু সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে লাগল। বাবলুর হাতে পিস্তল। শয়তান আলেকজান্দারটা যদি একবার ওর মুখোমুখি হয় তা হলে আজই ওর শেষদিন। বাড়ির ভেতরে ঢোকবার আগে পঞ্চু একবার চটজলদি দেখে এল ভেতরটা। তারপর 'ভুক-ভুক' শব্দ করে বাবলুকে ডাকতেই ভেতরে ঢুকল বাবলু। নীচে-ওপরে করে অনেক ঘর আছে এ-বাড়িতে। সাবেককালের রাজারাজড়াদের বাড়ি। এখন শয়তানের ঘাঁটি। নীচেকার সব ঘরেই শিকল দেওয়া। তা থাক। ও পা টিপে-টিপে দোতলায় উঠেই অলিকে যে ঘরে রাখা ছিল সেই ঘরের সামনে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘরের দরজাতেই তালা দেওয়া।

বাবলু এদিক-সেদিক খুঁজে একটা লোহার শিক জোগাড় করে সেইটা দিয়ে শিকলে চাড় দিতেই সবসুদ্ধু উপড়ে এল সেটা। তারপর দরজা

ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল অলিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেচারি! কেঁদে-কেঁদে চোখের কোলে কালি পড়েছে। পেটভরে খেতে না পেয়ে রোগা হয়েছে। বাবলু সর্বাগ্রে অলির বন্ধন মুক্ত করল।

মুক্ত অলি বাবলুর হাত দুটো ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "আমার বাবুয়াসোনার খবর কী বাবলু?"

বাবলু বলল, "সে এখন তার মায়ের কোলে।"

"সত্যি বলছ তো?"

"তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ? কিন্তু এখানে তোমাকে আনল কে?"

"আলেকজান্দার মারিয়া নামের সেই দুষ্কৃতী। এইটাই হচ্ছে ওই শয়তানের আসল ঘাঁটি।"

বাবলু বলল, "সত্যিই বুদ্ধি আছে লোকটার! এ এমন একটা জায়গা যেখানে কারও নজর ভুলেও কখনও পড়বে না। নর্মদার গর্জনে এখানকার কোনও আর্তনাদই কানে পৌঁছবে না কারও। আর শত-সহস্র লোকের দৃষ্টি এখানে এলে জলপ্রপাতের দিকে চলে যাবে বলে এদিকে মনোযোগ দেওয়া দূরের কথা, ফিরেও তাকাবে না কেউ। অতএব ওই দুষ্কৃতীদের এইটাই হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়। তা সেই গ্রেট আলেকজান্দার এখন কোথায়?"

"আমাকে রোগী সাজিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে এসে জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়েই দু'জন লোকের দায়িত্বে রেখে সে চলে গেছে এখান থেকে বহুদূরের পাঁচমারিতে।"

বাবলু বলল, "তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে এলে তুমি কী করে বুঝলে তোমাকে কোথায় নামাল?"

"আমাকে ওরা অপহরণ করে প্রথমে রেখেছিল মাইথনের কাছে ওদের একটা ঘাঁটিতে। সেইখানেই ওদের কথাবার্তায় সব শুনেছি।"

"বাবুয়াকে আমি ওইখান থেকেই উদ্ধার করেছি।"

"ওইখান থেকেই ওরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসে।"

"তাও জানি। আমার চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে যায় তোমাকে।

অবশ্য ওটা যে তুমি, তা তখন বুঝতে পারিনি। সঙ্গে আরও দু'জন ছিল।"

"সেই দু'জনই এখানে আছে। জব্বলপুরে ট্রেন থেকে নামার আগেই জ্ঞান ফেরে আমার। এখন শুনছি আজ রাতে একটা জিনিস বোঝাই ট্রাকে করে আমাকেও নিয়ে যাবে পাঁচমারিতে।"

"তার মানে তোমাকেও ওরা বাঘের মুখে দেবে।"

"জানি না। যাই হোক, আমি বন্দিনী অবস্থায় এই ঘরে থেকে কী কষ্ট যে পাচ্ছিলাম, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। মাঝে-মাঝে কষ্ট করে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেও জানলার খড়খড়ি তুলে জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ তোমাদেরকে একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে কখন থেকে চেঁচাচ্ছি। একবার মনে হল তোমরা যেন থমকে দাঁড়ালে। পরক্ষণেই কোথায় যে হারিয়ে গেলে আর তোমাদের দেখতে পেলাম না।"

"কিন্তু ওরা কোথায়? যে দু'জন তোমাকে বন্দি করে রেখেছে?"

"ওরা লরির ব্যবস্থা করতে জব্বলপুরে গেছে। তুমি আমাকে নিয়ে শিগ্‌গির এখান থেকে পালিয়ে চলো বাবলু। না হলে ওরা যদি এসে পড়ে তা হলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হবে।"

এমন সময় দূর থেকে একটি মোটরবাইকের ভটভট শব্দ শোনা গেল।

শিউরে উঠল অলি, "বাবলু! ওরা আসছে। ওই— ওই শোনো।"

বাবলু বলল, "একদম ঘাবড়াবে না। হাতে আমার কী আছে দেখছ তো? কিন্তু জয়দীপদা? সে কোথায়?"

"জয়দীপদা! কী হয়েছে জয়দীপদার?"

"তুমি জানো না?"

"কই, না তো।"

"ওকেও ওরা কিডন্যাপ করেছে।"

"তা হলে বোধ হয় সে আর বেঁচে নেই। ওকে তো ওরা বাঘের মুখে দেবে বলেছিল।"

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই মোটরবাইকটা এসে থামল দরজার সামনে।

যাঃ। কী হবে? এ-বাড়ির ছাদে ওঠার উপায় নেই। সিঁড়ি ভাঙা। বাবলু তাড়াতাড়ি জানলার খড়খড়ির কাছে গিয়ে সেটা তুলে বিলুদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল। দিয়েই অলির হাত ধরে বলল, "কুইক।"

কুইক তো হল। কিন্তু যাবে কোন পথে? সিঁড়িতে তখন পদশব্দ।

অলির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল তো একটা! যাই হোক, ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বাইরে লাফাতে পারবে? ওই পাথরটার ওপর?"

"অসম্ভব!"

"তা হলে এসো, বুক ফুলিয়ে ওদের সামনে দিয়েই নেমে যাই।"

"কী বলছ পাগলের মতো?"

"ঠিকই বলছি। এসো, এসো, দেরি কোরো না।"

"এমন ভুল কোরো না বাবলু।"

"আমি ভুল করি না, ড্রামা করি। এসো, আমাদের এই ড্রামার হিরো হবে পঞ্চু।"

পঞ্চুর তো বুক ফুলে উঠল এই কথা শুনে। ও তখন শিরদাঁড়া টান করে রুখে দাঁড়াল।

অলির হাত ধরে বীরদর্পে ওদের দেখিয়েই নীচে নামতে লাগল বাবলু।

ওরা দু'জন ছিল। সেই দৃশ্য দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। কিন্তু উঠলে কী হবে? যেই না বাধা দেবে বলে তেড়ে এল, পঞ্চু এমনই ভীষণ হাঁকডাক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর, দু'জনেই তখন সিঁড়িতে গড়াগড়ি।

বাবলু আর অলি কোনওরকমে ওদের টপকে নীচে এল। তারপর মোটরবাইকে চেপে স্টার্ট দিতে গিয়েই বুঝল শয়তানরা চাবি দিয়ে রেখেছে সেটাতে।

অগত্যা বাবলু আবার ফিরে গেল ওদের কাছে। পঞ্চু তখনও নাস্তানাবুদ করে মারছে দু'জনকে। কখনও ঘাড়ে উঠছে, পিঠে চড়ছে, কখনও-বা বুকে উঠে বগলের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওরাও আঁচড়কামড়ের জ্বালায় কখনও বাবা রে, মা রে করছে, কখনও-বা

কাতুকুতু খেয়ে খিলখিল করে হাসছে।

বাবলু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "এ ভাই ! প্লিজ, মেহেরবানি করকে বাইককা চাবি দে দিজিয়ে মুঝে।"

চাবি দেবে কী, রাগের চোটে তো ওরা যা-তা বলে গালাগালি শুরু করল তখন।

বাবলু বলল, "কাহে কো গাল্লি দেতা হ্যায় ভাই ? চাবি দে দো না, নেহি তো ইয়ে ধর্মরাজ অধার্মিক কো জিন্দা নেহি ছোড়ে গা।"

ওদের একজন তখন চাবিটা ছুড়ে দিল বাবলুকে।

বাবলু অলিকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে সেটাতে স্টার্ট দিতেই পঞ্চু ওদের ছেড়ে বাবলুর পিছু নিল।

বিলুরা তখন অটো স্ট্যান্ডে।

বাবলু হেঁকে বলল, "তোরা পঞ্চুকে নিয়ে একটা অটো কিংবা ট্রেকারে আয়। আমরা এতে করেই জব্বলপুর চলে যাচ্ছি। সাবধানে আসবি কিন্তু। একটুও দেরি করিস না।"

আর কখনও দেরি করে ? বিলু সঙ্গে-সঙ্গে একটা জিপ পেয়ে সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ল তাতে। তারপর নন স্টপে জব্বলপুর। জব্বলপুর তো এল। কিন্তু বাবলু কই ? অলি কোথায় ? ওরা এল না কেন ? দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল, তবুও ওরা ফিরল না। দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ যেন ধীরে-ধীরে গ্রাস করল সকলকে।

॥ ৯ ॥

রাগিণীদের ফ্ল্যাটে বসে তাই দুর্ভাবনার অন্ত রইল না। মিঃ যোশি থানায় খবর নিয়ে জানলেন পথে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। না পাওয়া গেছে কোনও মোটরবাইক, না কারও বেওয়ারিশ লাশ। তা হলে ? তা হলে ওরা বেপাত্তা হল কীভাবে ?

বিলু বলল, "আমার মনে হয় ওই যে দু'জন ধুঁয়াধারে অলির পাহারায় ছিল, বাবলুরা চলে আসার পর ওরা নিশ্চয়ই শহরের ঘাঁটিতে ওদেরই কোনও লোককে ফোনে সব জানায় আর তারাই পিছু নিয়ে কব্জা করে

ওদের। এখন একমাত্র উপায় হল অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে সোজা পাঁচমারিতে চলে যাওয়া।"

ভোম্বল বলল, "পাঁচমারি আমাদের যেতেই হবে। কেননা সব রহস্যের মূলকেন্দ্র পাঁচমারিই। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে বাবলু ফিরে আসে ?"

বিলু বলল, "সেই চিন্তাও করেছি। আমরা পাঁচমারিতে গিয়েই মিঃ যোশির পরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করব। তা হলে হবে কি, অযথা সময়ও নষ্ট হবে না আর টেলিফোনের মারফত জানতে পারব ওরা ফিরল কি না।"

ভোম্বল বলল, "দি আইডিয়া। এই ব্যাপারে যোশিজি কী বলেন শুনি ?"

মিঃ যোশি বললেন, "আমি তো বলেইছি আমি সবরকমেই সাহায্য করব তোমাদের। তোমরা এখন কিংবা আর-একটু পরে গেলেও বম্বে মেল পেয়ে যাবে। অনেক লেট আছে আজ গাড়িতে। তোমরা পিপারিয়ায় নেমে লজ পেলে লজ, না হলে স্টেশনেই কাটিয়ে দিয়ো রাতটা। তারপর ভোরের বাস ধরে চলে যেয়ো পাঁচমারিতে। বাসস্ট্যান্ডের সামনেই একটা লজ পাবে, সেটাতে উঠবে না। অসম্ভব চার্জ ওদের। নবাগত যাত্রীরা নতুন জায়গায় গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথমেই ওই লজটাকে অবলম্বন করে। তোমরা তা না করে বাস থেকে নেমে বাঁ দিকের পথ ধরে একটু এগোলেই বাজারের রাস্তা পাবে। সেখানে অজস্র শস্তার লজ। তোমরা বাঁ দিকে পর-পর দুটি পথ দেখতে পাবে। দ্বিতীয় পথটি ধরে একটু এগোলেই দেখবে ডান দিকে 'হোটেল মীনাক্ষী। আমার পরিচিত লজ। আমার নাম করবে সেখানে। আমি ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে রাখব। আমার এখানে তো ফোন নেই। অফিসে ফোন। তবু আমি যোগাযোগ করব। আর ইতিমধ্যে আমার বন্ধু জয়সওয়ালের গাড়ির ড্রাইভার বীর সিং'কেও জানিয়ে রাখছি ব্যাপারটা। ও-ই তোমাদের পথ চেনাবে। সে নিজেই যোগাযোগ করবে তোমাদের সঙ্গে।"

ব্যস ! আর দেরি নয়। পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বিলুরা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

রাগিণী ওর বাবাকে বলল, "ম্যায় ভি যাউঙ্গা সবকো সাথ।"

মিঃ যোশি কী আর বলেন? একটু চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তু মাত যা বেটি।"

রাগিণী বলল, "ডরো মাত। মেরা কুছ নেহি হোগা মাম্মি। ম্যায় সব কুছ সামাল লেঙ্গে। তা ছাড়া আমি সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে ওদের।"

অগত্যা আর না-করলেন না কেউ। বিলুরাও রাগিণীকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করল না।

মিঃ যোশি ওদের সকলকে খাইয়েদাইয়ে নিজে স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। বোম্বাই মেল নয়, ভাগলপুর-বোম্বাই এক্সপ্রেস লেট করে এসেছিল। তাতেই তুলে দিলেন ওদের।

রাত বারোটায় পিপারিয়া। ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল চারদিক তখন সুনসান। ছোট্ট শহরটি তখন একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাগিণী বলল, "কী করবে, স্টেশনেই থাকবে, না লজে উঠবে বলো?"

বিলু বলল, "এত রাতে লজ পাব আমরা?"

"ওই তো লাইনের ওপারেই আলো জ্বলছে দেবশ্রী লজের। চলো তো দেখি?"

ওরা লাইন টপকে ওপারে যেতেই দেখল ট্রেন লেটের খবর পেয়ে লজের ম্যানেজার খাতাপত্তর নিয়ে তখনও বসে আছেন। রাগিণী এখানে এলে এই লজেই ওঠে। তাই ওর পরিচিত সবাই। এককথায় বেশ বড়সড় একটা ঘর পেয়ে গেল ওরা। নো ডিপোজিট। পাঁচজনের শোওয়ার ঘরের ভাড়াও মাত্র ষাট টাকা।

ওরা ঘরে ঢুকে বাথরুমের কলে মুখ-হাত ধুয়ে একটুও বিলম্ব না করে শুয়ে পড়ল সবাই। পঞ্চু এককোণে ম্লান মুখে বসে রইল। বাবলু না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না ওর। সত্যি, কী যে হল বাবলুটার?

সকালের রোদ শার্সির কাচ দিয়ে মুখে এসে পড়তেই চোখ মেলল

বিলু। ইস্ রে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সকাল এখন সাড়ে ছ'টা। ও সবাইকে ডেকে তুলল। তারপর চটপট দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল সবাই। ভোরের বাস বেরিয়ে গেছে। এখন সকাল সাতটার আগে বাস নেই। সেই বাস ধরতেই হবে যেমন করে হোক।

রাগিণী বলল, "বাস না থাকলেও অসুবিধে নেই। জিপ আছে। অনবরত যাতায়াত করে। বাসের ভাড়া তেরো টাকা, জিপে পঁচিশ।"

বিলু বলল, "বেশিদূর নয় তা হলে?"

"না, না। মাত্র চুয়ান্ন কিলোমিটার পথ। তবে কি না সময় নেয় দেড় ঘণ্টা। যাওয়ার সময় দেড়, ফেরবার সময় এক। পাহাড়ের পথ তো। সমতল নয়। শুধু চড়াই আর চড়াই।"

ওরা লজ ছেড়ে রেলের ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দেখল 'পচমড়ি' লেখা একটি ঝকঝকে সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওরা টিকিট কেটে বাসের সিট নিয়ে জিনিসপত্তর ভেতরে রাখল।

এইখানে একটু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। বাসযাত্রীদের প্রবল আপত্তি যাত্রীবাসে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। অবশেষে রাগিণী ড্রাইভারকে ওর বাবার পরিচয় দিয়ে, জয়সওয়ালজির নাম বলে বীর সিং-এর কথা বলতেই ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। ড্রাইভারের সিটের পেছন দিকেই একটা বসবার জায়গা থাকে। পঞ্চুর জন্য সেই জায়গাটাই বরাদ্দ হয়ে গেল।

কিন্তু হলে কী হবে? বাস আর ছাড়ে না। শোনা গেল সাতটার বাস আটটায় ছাড়বে। কারণ বোম্বাই মেল বারো ঘণ্টা লেট। অর্থাৎ রাত আটটার গাড়ি সকাল আটটায় এলে তবেই ছাড়বে বাস।

ওরা ততক্ষণে চা-পর্বটা শেষ করে নিল।

ট্রেন আসার পরই বাস ছাড়ল। যাত্রীর অভাব, তাই অনেক সিটই ভরেনি। বাস প্রথমেই এল মাটকুলি নামে একটি জায়গায়। এখানে চারদিকেই পাহাড়। বাস এখানে কুড়ি মিনিট থামবে। ওরা তাই একঘেয়েমি দূর করবার জন্য নেমে পায়চারি করতে লাগল। পঞ্চু ভয়ে নামেনি। বলা যায় না, ও বেশি নামা-ওঠা করলে যদি ওরা বিরক্ত হয়, তাই চুপচাপ বসে পিটপিট করে দেখতে লাগল সকলকে।

বাস আবার ছাড়ল। এইখান থেকেই শুরু হল পাহাড়ে ওঠার ঘাটপথ। সে কী অনির্বচনীয় দৃশ্য চারদিকে, তা বর্ণনায় প্রকাশ করা যাবে না। কী অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য! প্রকৃতি এখানে যেমন উদার তেমনই উন্মুক্ত। যতই দেখল ওরা ততই মন ভরে গেল।

বিচ্ছু আক্ষেপ করে বলল, "হায় রে! আজ যদি বাবলুদা থাকত সঙ্গে, তা হলে কী ভালই না হত! বাবলুদা পাহাড়- পর্বতের দৃশ্য দেখতে কত ভালবাসে।"

বাচ্চু বলল, "অলিরও কপাল! মুক্ত হয়েও মুক্তি পেল না বেচারি!"

বিলু বলল, "তবে একটা কথা, বাবলু যদি ঠিক থাকে তো অলিও ঠিক থাকবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি কি ভাবছি জানিস? বাবলু অলিকে নিয়ে ফেরবার সময় সন্দেহজনক কাউকে দেখে তার পিছু নেয়নি তো?"

বিলু বলল, "হতে পারে। তোর ধারণাটা কিন্তু অমূলক নয়। তবে কিনা এক্ষেত্রে ও কি এতবড় রিস্ক নেবে? আমার মনে হয় বিপদেই পড়েছে ওরা।"

বাস যথাসময়ে পাঁচমারিতে এসে পৌঁছল।

॥ ১০ ॥

এই সেই পাঁচমারি। সমুদ্রতল থেকে যার উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার ফুট মাত্র। শীতেও অধিক শীত নয়, গ্রীষ্মও মধুময়। অমরকণ্টক থেকে শুরু করে অসিরগড় পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ছ'শো মাইল ব্যাপী যার বিস্তৃতি, সেই সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যেই এই পাঁচমারি। বিন্ধ্য পর্বতের সাতপুত্রই সাতপুরা পর্বত নামে খ্যাত। হোসঙ্গাবাদ জেলার দক্ষিণভাগের প্রায় সমস্তটাই এই সাতপুরা পর্বতমালায় ঘেরা। এর সর্বোচ্চ চূড়া ধূপগড়ের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৪৪৫৪ ফুট। পাঁচমারি শৈলাবাসে একটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে তিনটি, দুটি হাসপাতাল, একটি ডিসপেনসারি, তিনটি ডাকঘর, একটি তারঘর, একটি টেলিফোন অফিস, একটি থানা, তহশিল কোর্ট, কী নেই? আর আছে

জব্বলপুর ব্রিগেডের একটি স্যানাটোরিয়াম ও আর্মি এডুকেশন সেন্টার। লোকসংখ্যাও আট হাজারের ওপর।

বিলুরা এই রমণীয় পাঁচমারিতে বাস থেকে নেমেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আবার ভয়ও পেল খুব। এই দিগন্তবিস্তৃত পর্বতমালার ঘন অরণ্যানীর মধ্যে কোথায় বাবলু, কোথায় অলি, কোথায়ই বা জয়দীপদা!

এখানে নামার পর কোনও অসুবিধেই অবশ্য হল না ওদের। সঙ্গিনী রাগিণীই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁ দিকে বেঁকে বাঁ-হাতি দ্বিতীয় সড়কে মীনাক্ষী লজ। ওরা যেতেই ম্যানেজার বললেন, "উপর চলা যাইয়ে। রুম নাম্বার ফাইভ।"

বিলুরা অবাক! একজন বয় এসে ওদের জিনিসপত্তরে হাত লাগিয়ে ওপরে নিয়ে গেল।

ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একজন নেপালি যুবক বসে ছিল। ওরা যেতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল ওদের।

রাগিণী উল্লসিত হয়ে বলল, "আ রে! বীর সিং, তুম?"

"হাঁ বহিনজি, বাবুজিকা ফোন আয়া থা সাহাবকো পাস। ইসি লিয়ে হম সবেরে আকে রুমকা বুকিং ক্যারোয়ায়া।"

"বেশ করেছ। খুব ভাল কাজ করেছ।"

"তুমহারে বারে মে সব কুছ শুনা। আভি ঠিক তো হ্যায়?"

"হ্যাঁ ভাই।"

বিলুরা সকলে যার-যার জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখলে বীর সিং পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে খুব আদর করতে লাগল ওকে। পঞ্চু এইরকমই চায়। তাই ও দারুণ অভিভূত।

একটু পরেই চা এল।

বীর সিংই অর্ডার দিয়েছিল বোধ হয়।

সবাই মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে বসল। চা খেতে-খেতে রাগিণীর সঙ্গে কত যে কথা হল বীর সিং-এর, তার আর শেষ নেই। ওরা কেন এবং কীজন্য এসেছে, রাগিণী সব বুঝিয়ে বলল বীর সিংকে।

সব শুনে বীর সিং খুব খুশি হয়ে বিলুকে বলল, "বিল্লু ভাই, আমার নাম বীর সিং, বাবার নাম বাহাদুর সিং। দোনো মিলকর আমি হয়ে গেছি

বীর বাহাদুর সিং। শর্ট করে বীর সিং। তোমাদের হাওড়ার চারাবাগানে আমি অনেকদিন ছিলাম। এক তার কারখানার গাড়ি চালাতাম আমি। যোশিজি কাল রাতে টেলিফোনে সব কিছু বলেছেন, তবু তোমাদের মুখেও শুনলাম। এখন মুশকিল যেটা হল, এই পচমড়িতে তোমরা লাখ-লাখ টাকা নিয়ে ঘুরলেও কেউ চোরি-ডাকাতি করবে না। লেকিন, বিকেল চারটার পর পাহাড় জঙ্গলে থাকবে তো শের উর আকে তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এইখানে আলেকজান্দার মারিয়া এসে কী করে যে কী করছে তা ভেবে পাচ্ছি না। তাই আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা তোমরা এখানকার পুলিশকে জানালেই ভাল করতে।"

বিলু বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ ভাইসাব। তবে কিনা আমরা থানা-পুলিশ করছি না কেন জানো? তা হলে ওই শয়তানটা এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমরা চাইছি লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে। তারপর থানা-পুলিশ করব।"

"কী করে ধরবে? তোমরা কি ওকে দেখেছ?"

"না। তবে বাবলু, অলি আর জয়দীপদার সন্ধান পেলেই ওকে চিনে নিতে পারব।"

"তোমরা যে কী করে কী করবে আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এই পচমড়িতে কত যে জায়গা আছে তা কি তোমরা জানো? মোট একশো একুশটি দর্শনীয় স্থান আছে এখানে। জিপ ভাড়া করে বিভিন্ন গ্রুপে মাইলের পর মাইল গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরলে তবেই এসব দেখা যায়। অন্তত মাসখানেক এখানে না থাকলে এতসব দেখা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না।"

বিচ্ছু বলল, "জিপে করেও কি সম্ভব নয়?"

"না। সব জায়গায় জিপ যায় না। তা ছাড়াও এখানকার যেসব প্রাগৈতিহাসিক গুহা আছে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার হদিস সবাই দেবে, কিন্তু গাইড হতে চাইবে না কেউ।"

বিচ্ছুর চোখে জল এল এবার, "তা হলে কি বাবলুদাকে আর আমরা ফিরে পাব না?"

"ওকে যে এইখানেই নিয়ে আসবে তার কি কোনও প্রমাণ আছে?"

"না।"

"তা হলে? যাই হোক, তোমরা এক কাজ করো, এখন আর বসে না থেকে জটাশঙ্কর গুহার দিক থেকে একটু ঘুরে এসো। আমি ততক্ষণ তোমাদের জন্য একটা জিপের ব্যবস্থা করি।"

বীর সিং বিদায় নিলে ওরা ঘরে তালা দিয়ে সবাই চলল জটাশঙ্কর গুহা দেখতে। পাঁচমারির সবচেয়ে কাছের এবং রমণীয় স্থান এই জটাশঙ্কর। এ-পথ রাগিণীর পরিচিত। তাই কোনও অসুবিধে হল না।

এই পথে যেতে-যেতে ডান দিকের একটি পাহাড়ের ওপর একটি গুহা ওদের চোখে পড়ল। এটির নাম হনুমান বা গণেশ গুম্ফা। প্রকৃতির খেয়ালে এই গুহার মুখটা হনুমানের মতো আর এর মধ্যের বিভিন্ন স্থানের আকৃতি কোনওটি গণেশের, কোনওটি শিবের, কোনওটি বা সাপের ফণার মতো। এ ছাড়াও একটি সুমিষ্ট জলের ঝরনাও আছে এর ভেতর। এই পাহাড়ে তখন মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং চলছে। বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ডের মাথায় দড়ি বেয়ে উঠছে কত মেয়ে। ছোট্ট একটি পাহাড়ি নালা পার হয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে পর্বতারোহণ শুরু করল ওরা।

পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে চারদিকের প্রকৃতি দেখে মোহিত হয়ে গেল সকলে। হঠাৎই বিলু চাপা গলায় বলে উঠল, "ভোম্বল! ওই দ্যাখ।"

ভোম্বল সবিস্ময়ে বলল, "কী রে!"

"ওই, ওই দেখ কে আসছে।"

শুধু ভোম্বল নয়, ওরা সবাই দেখল জটাশঙ্কর গুহার দিক থেকে একজন ভীষণদর্শন ওলমুখো লোক একটি মোটরবাইকে চেপে দ্রুত সেই পথে এগিয়ে আসছে। এ সেই মোটরবাইক, যেটাতে চেপে অলিকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে বাবলু।

ভোম্বল বলল, "এটা সেটাই কী?"

"পেছন দিকটা লক্ষ করে দ্যাখ, কেমন এক ধরনের ঝালর দেওয়া আছে।"

"তার মানে ওরা এখানেই আছে।"

বিলু আক্ষেপ করে বলল, "হায়, হায় রে! কেন যে মরতে এই গণেশ

গুম্ফায় উঠতে গেলাম। চারটে হাত-পা'ও বেরোল না, কিছু না। মাঝখান থেকে আমাদের প্রধান শত্রু হাতছাড়া হয়ে গেল। এই লোকই যে আলেকজান্দার তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু এই লোক জটাশঙ্করে কেন?"

"কে জানে?"

ওরা গণেশ গুম্ফার ওপর থেকে নেমেই ছুটল লোকটার পিছু নিতে। কিন্তু সে তখন কোথায়? চোখের পলকে সে পাহাড়ের বাঁকে কোথায় যে হারিয়ে গেল দেখতে পেল না কেউ।

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় জটাশঙ্করে গেলেই বোধ হয় এর জট খুলবে। ওদের ওরা ওইখানেই নিয়ে গিয়ে রেখেছে কোথাও।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই। এমনকী আমরা যে ওদের খোঁজে পাঁচমারিতে আসব তাও হয়তো ওরা জানে, আর সেইজন্যই বাইক নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছে আমাদের কোথাও দেখতে পায় কি না।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক বলেছ বিলুদা। তা হলে এখন?"

ভোম্বল বলল, "চলো জটাশঙ্কর।"

ওরা জটাশঙ্করের পথই ধরল। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এই পথে। কলকল নদী, ঝরনা, হরিয়ালি আর রাস্তা, ঘন দ্রুমলতায় আচ্ছন্ন উঁচু-উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে একসময় ওরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল। স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগ্‌মাইট পাথরের গুহা। সরকারিভাবে আলোর ব্যবস্থা আছে তাই রক্ষে, না হলে ঘনান্ধকার। গুহার ছাদ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। গুহার ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে জম্বু নামে এক নদী । বাসুকিনাগের ফণার মতো গুহার একটি অংশে রয়েছেন জটাশঙ্কর মহাদেব।

এখানকার পরিবেশ এমনই যে, এখানে কাউকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অনবরত তীর্থযাত্রীরা আসছেন এখানে। পুজোপাঠ হচ্ছে। ওরা পঞ্চুকে নিয়ে সেই পাতাল গহ্বর থেকে ওপরের আলোর জগতে ফিরে এল। গুহার বাইরে এসেই দেখল বীর সিং জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বিলু বীর সিংকে বলল, "ভাইসাব, একটু আগে এখানে একজন লোক মোটরবাইকে চেপে এসেছিল। আমাদের মনে হয় ওই লোকই

আলেকজান্দার। তা যদি হয়, তা হলে বাবলুরা নির্ঘাত এখানে আছে।"

বীর সিং বলল, "এক মিনিট।" বলে গুহামন্দিরের আশপাশে যে দু-একটি ঝোপড়ির চা দোকান আছে সেখানে গিয়ে কীসব কথাবার্তা বলে ফিরে এসেই বলল, "ওই লোকের নাম মহাদেও খাণ্ডেলবালা। এখানে পুজো দিতে আসে। প্রায়ই ওকে ছোটি আনহোনির দিকে দেখা যায়। কিন্তু ও কী করে তোমাদের আলেকজান্দার মারিয়া হবে?"

রাগিণী বলল, "ওই লোক কুখ্যাত হলে আমার বাবাও ওকে জানতেন।"

বিলু বলল, "তোমার বাবার কাছে তো ওই নাম বলিনি আমরা। আলেকজান্দার মারিয়ার নামই বলেছি। তাই উনি বুঝতে পারেননি। তা ছাড়া ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাট তো এই অঞ্চলেরই লোক।"

রাগিণী বলল, "ঘুশৃণেশ শিবের নাম। ওই নাম যখন, তখন উনি নিশ্চয়ই মরাঠি। মানমাদ কিংবা ঔরঙ্গাবাদের লোক। তবে মহাদেও খাণ্ডেলবালা এবং আলেকজান্দার মারিয়া একই ব্যক্তি হতে পারেন। জটাশঙ্করের পুজো দিতে যখন আসেন তখন তিনি কোনওমতেই গোয়ানিজ হতে যাবেন না। গোয়ানিজরা অধিকাংশই খ্রিস্টান।"

বিচ্ছু বলল, "হতে পারে। গোয়ায় কিন্তু হিন্দুদের বিখ্যাত শান্তাদুর্গার মন্দির আমরা দেখে এসেছি।"

বীর সিং বলল, "একবার যদি ওই লোককে আমি দেখতাম তো চিনে নিতে পারতাম। তা ঠিক আছে। এখন তোমরা এসো আমার সঙ্গে। কিছু-কিছু টুরিস্ট স্পট তোমাদের দেখাই। ও যদি সেই লোকই হয় তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজে ও হন্যে হয়ে ঘুরবে। আর, একবার আমার চোখে পড়লে ঠিকই চিনে নেব ওকে।"

বিলু বলল, "ওর ওই মোটরবাইকের নম্বর হচ্ছে থ্রি জিরো নাইন। গণেশ গুম্ফায় উচ্চস্থানে থাকায় ওই নম্বরটা আমরা অবশ্য লক্ষ করতে পারিনি।"

বীর সিং বলল, "তোমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, ও লোক তা হলে ধরা পড়বেই। এখন চলো, একটু ঘুরেফিরে দেখি যদি কোথাও দেখা পাই লোকটার।"

ওরা সবাই জিপে উঠলে জিপ দ্রুত এগিয়ে চলল। পাহাড়ের ওপর এমন সুন্দর সুরম্য পথ খুব কম জায়গাতেই আছে। প্রথমেই ওরা সাতপুরা ন্যাশনাল পার্কের দিকে মূল রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই ডান দিকের পথ ধরল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে লাফাতে-লাফাতে চলল জিপ। এক-এক সময় মনে হল এই উলটে যায় আর কী! বেশ খানিকটা এইভাবে যাওয়ার পর বীর সিং বলল, "আর এগনো যাবে না। এখানে নেমেই হাঁটতে হবে। এটা হল মারদেও এলাকা। এখানে পরপর অনেক গুহা আছে। চলো একটু দেখে আসি।"

সত্যি, কী দারুণ জঙ্গল চারদিকে। দেখলে ভয় করে, আবার ভালও লাগে। গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চলে একসময় ওরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর নির্জনে ওরা ছাড়া আর কারও অস্তিত্বও নেই। এইসব গুহায় সিজন টাইম ছাড়া সচরাচর কোনও টুরিস্ট আসেই না বলতে গেলে। না আসার কারণও আছে। এ যা জঙ্গল, তাতে দিনমানেও কোনও বন্যজন্তু হঠাৎ আক্রমণ করলে রক্ষা করবার কেউ নেই। ওরা একটির-পর-একটি গুহা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। আর পঞ্চু তোলপাড় করতে লাগল বনবাদাড়।

কী অসাধারণ সব চিত্রকলা এই প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলিতে! বেশিরভাগ গুহাতেই দু'দল যোদ্ধার মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য। তীর, ধনুক, রমণী ও বাইসনের ছবিও আছে। কোনওটি স্পষ্ট, কোনওটি অস্পষ্ট। অনুমান করা হয়, চুনাপাথর ও একধরনের গাছের ছাল পুড়িয়ে ছাই করে আঁকা হয়েছিল এইসব ছবি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ছবিগুলির শিল্পকর্মে অ্যানাটমি জ্ঞান দেখে এগুলিকে এক্স-রে ছবি নাম দিয়েছেন।

গুহা দেখে আবার জিপে উঠল ওরা।

বীর সিং এবার যেখানে নিয়ে এল ওদের, সেই জায়গাটা পাঁচমারি শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। একটি গোলাপবাগের সামনেই খাড়া পাহাড়। বেশ কিছু টুরিস্ট এসেছে সেখানে। সেই পাহাড়ে নীচে-ওপরে করে মোট পাঁচটি গুহা।

রাগিণী বলল, "পাণ্ডব কেভ। পঞ্চপাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময়

খাণ্ডবপ্রস্থে এলে এইসব গুহায় বসবাস করেন।"

বীর সিং বলল, "আরে না, না, এসব বুদ্ধিস্টদের আমলের।"

রাগিণী বলল, "সে যাই হোক, ওগুলো তর্কের ব্যাপার। তবে পঞ্চপাণ্ডবদের এই পঞ্চমেধি থেকেই পচমড়ি নামটা এসেছে।"

এইসব গুহামুখগুলো তারের জাল দিয়ে বন্ধ করা। ছোট-ছোট গুহা। ওরা অনেক অনুসন্ধান করে এখানকার কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও ওদের মনের মতন কোনও খবর পেল না।

বীর সিং বলল, "মারদেও গুহা ছেড়ে এই জায়গায় ওদের এনে রাখবে না। তবে তোমাদের ফলো করতে এদিকে যদি কেউ আসে তো সে-কথা আলাদা।"

ওরা ধাপে-ধাপে সিঁড়ি ভেঙে গুহার মাথায় উঠল। এটা কী পাঁচমারির মনুমেন্ট? এখান থেকে পাঁচমারির সবকিছুই দেখা যেতে লাগল। কী আশ্চর্য-সুন্দর প্রকৃতির রূপ এখানে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়।

ওরা পাণ্ডব কেভ দেখে আবার চলল নতুন কোনও স্পটের দিকে। আবার জঙ্গল। গভীর, গভীরতর জঙ্গল আর তেমনই এবড়োখেবড়ো রাস্তা।

বিলু বলল, "এবারে কোন গুহা?"

বীর সিং বলল, "এবারে আর গুহা নয়। এবার যাচ্ছি বি-ফল্‌স। যমুনা প্রপাত।"

বিচ্ছু বলল, "এখানে আবার যমুনা কোত্থেকে এল?"

"সে যমুনা তো নয়। বি-ফল্‌স। দারুণ একটা জলপ্রপাত। মৌমাছির মতন দেখতে এর জলধারাগুলো কণায়-কণায় ছড়িয়ে পড়ে বলে এইরকম নাম। এবারে জিপ যেখানে থামবে সেখান থেকে অনেক নীচে নামতে হবে। পারবে তো?"

সবাই বলল, "পারতেই হবে।"

নীরব শুধুই পঞ্চু। সে আর কিছুই বলছে না। বাবলু ছাড়া ও যেন হতাশায় কীরকম ঝিমিয়ে পড়ছে।

একজায়গায় গিয়ে জিপ থামিয়ে বীর সিং রাগিণীকে বলল, "দিদিভাই,

তুমি এদের পথ দেখিয়ে নীচে নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কিন্তু। আমাকে গাড়ির পাহারায় থাকতে হবে। দেখছ তো, কেউ কোথাও নেই।"

রাগিণী বলল, "ঠিক আছে। আমিই নিয়ে যেতে পারব। তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। তুমি গাড়িতেই থাকো।"

রাগিণীর সঙ্গে ওরা ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ক্রমশ নীচে নামতে লাগল। নামছে তো নামছেই। পথ আর শেষ হচ্ছে না। অবশেষে একসময় ওরা একটি জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছল।

রাগিণী বলল, "যমুনা প্রপাত।"

বিলু বলল, "এই দেখতে এখানে আসা ? কিন্তু এখানেও তো কারও অস্তিত্ব নেই।"

রাগিণী বলল, "আসল জায়গাটা এখান থেকে অনেক নীচে। এই যমুনা প্রপাত পরে নয়নমনোহর বি-ফল্‌স হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "এতদূর এসেছি যখন দেখেই যাই। কথায় বলে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই।"

কথাটা ঠিক। ওরা তাই আশায় বুক বেঁধে জঙ্গলের পাকদণ্ডী বেয়ে বি-ফল্‌স দেখতে চলল। কিছুটা নীচে নামার পর হঠাৎই কী দেখে যেন ভয়ঙ্কর একটা ডাক ছেড়ে ছুটে গেল পঞ্চু। কী দেখল ও ? কুকুর বাঘকে ভীষণ ভয় করে। ও কি তবে বাঘ দেখল ? কিন্তু এ- ডাক তো ভয়ের ডাক নয়। এ যে ক্রোধের।

ওরা দেখল একটি ঘন ঝোপের ধারে সকলের চোখের আড়ালে বড় একটি গাছের গুঁড়িতে জয়দীপদাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে কারা। আর বি-ফল্‌স-এর শীতল ধারায় সাবান মেখে আরাম করে স্নান করছে দু'জন লোক। এরা সেই লোক, হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে পঞ্চুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল যারা।

বিলু উল্লসিত হয়ে বলল, "পেয়েছি, পেয়েছি। এতক্ষণে পেয়েছি ওদের। এইবারে বাবলুর খোঁজ পাবই পাব।"

লোক দুটো যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওদের দেখে। বিশেষ করে পঞ্চুকে দেখে পরমানন্দ মোটেই লাভ করল না।

বাচ্চু, বিচ্ছু আর রাগিণী তখন অর্ধ অচেতন জয়দীপকে বন্ধনমুক্ত করেছে।

বিলু বলল, "শয়তান। তোমরা এইখানে এসে হাজির হয়েছ তা হলে ? আমাদের আর দু'জন কোথায় ?"

ভোম্বল তখন একটা পাথর ছুড়ে একজনের মুখে মারতেই পঞ্চু করল কী, অপরজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। পঞ্চুর এই এক দোষ, রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে এমনভাবে লোকটার ঘাড়ে লাফাল যে, টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই ছিটকে পড়ল খাদের দিকে। প্রাণান্তকর একটি আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে। ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল একেবারে খাদে পড়েনি। তবে একটা আগাছাকে আঁকড়ে ধরে হাজার ফুট খাদের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে লোকটা। সেখান থেকে ওকে ওঠাবার কোনও পথই খোলা নেই।

আর পঞ্চু ! সেও একটা ঝোপে আটকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে।

বিলু আর বিচ্ছু জয়দীপদার বন্ধন-দড়িটা পঞ্চুর দিকে ঝুলিয়ে দিতেই ও সেটাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরল। এবার অনায়াসেই ওকে টেনে তুলল ওরা। যাক, ফাঁড়া কাটল।

বাকি রইল অন্য একজন। বিলু আর ভোম্বল রক্তচক্ষু করে তাকে বলল, "এবারে বলো আমাদের আর দু'জন কোথায় ?"

লোকটি বলল, "আমি জানি না।"

বিলু ডাকল, "পঞ্চু !"

লোকটি বলল, "বলছি, বলছি। ওই নচ্ছারটাকে একদম ডেকো না। একটুও সহবত শেখেনি ও।"

ভোম্বল ধমক দিয়ে বলল, "বাজে কথা রাখো। বলো, আমাদের আর দু'জন কোথায় ?"

"ওরা এতক্ষণে বাঘের পেটে।"

বিলু বলল, "তাই যদি হয়ে থাকে তুমিও তা হলে বাঘের পেটেই যাও।" বলে ওদেরই আনা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে লোকটাকে ওদের কাছে টেনে আনল প্রথমে। তারপর বেধড়ক পিটিয়ে যে গাছের গুঁড়িতে

জয়দীপকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল।

কাজ শেষ হলে বিলু বলল, "তোমার এমন নধর মাংস বনের বাঘ এসে ছিঁড়ে খাবে সে- দৃশ্য দেখার আনন্দ আমরা তো উপভোগ করতে পারব না, তা হলে আমরাই বাঘের খোরাক হয়ে যাব। তাই বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

লোকটা এবার কাতরভাবে বলল, "আমার অন্যায় আমি স্বীকার করছি ভাই। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও। তোমাদের আর দু'জনকে মহাদেও পর্বতমালার এক গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে এইটুকুই শুধু বলতে পারি। তবে বেঁচে আছে কিনা জানি না।"

বিলু বলল, "থ্যাঙ্কস। তবে তোমার মুক্তির ব্যাপারটা তোমার ভাগ্যের ওপর থাক। তোমার এবং তোমার ঝুলন্ত বন্ধুর মঙ্গল কামনা করি। যদি হঠাৎ করে বি-ফল্‌স দেখতে কোনও টুরিস্ট এসে যায় তা হলে নিশ্চয়ই তোমরা মুক্তি পাবে। বন্ধুর কথা বলতে পারছি না, তুমি পাবেই।"

বিলুর নির্দেশে সবাই এবার ওপরে উঠতে লাগল। শুধু জয়দীপদাকে নিয়েই যা ভোগান্তির শেষ রইল না। তবে সকলের ওপরে পঞ্চু। সকলের আগেই সে ওপরে উঠল।

বীর সিং তো ভাবতেই পারেনি এমন অসম্ভব সম্ভব হবে বলে। তাই ওদের সঙ্গে জয়দীপকে দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে গেল সে।

বিলু বলল, "বাবলুর সন্ধান পেয়েছি ভাইসাব। ওকে নাকি ওরা মহাদেও পর্বতমালার কোনও একটা গুহায় রেখেছে।"

বীর সিং বলল, "যেখানেই রাখুক, ওর খোঁজে গোটা পাহাড় আমি তোলপাড় করে ফেলব। এখন শিগ্‌গির চলো একে আগে লজে পৌঁছে দিয়ে আসি। বেলা এখন দেড়টা। তোমরাও কোনও একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নেবে চলো।"

জয়দীপ বলল, "তাই চলো ভাই, আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে। ক'দিন তো আধপেটা খেয়ে আছি। আজও সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি।"

বীর সিং প্রথমেই ওদের লজে নিয়ে এল। তারপর সকলের স্নান শেষ হলে খাবার জন্য একটা হোটেল দেখিয়ে দিল ওদের। নিজেও

খেল সেখানে। খাওয়াদাওয়ার পর বলল, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। আমি চট করে একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে গাড়িতে একটু তেলটেল দিয়ে আনি। কেমন?"

বীর সিং চলে গেল।

বিলুরা জয়দীপকে লজে নিয়ে এসে শুয়ে পড়তে বলল।

জয়দীপ কান্নাধরা গলায় বলল, "তোমাদের ঋণ আমি এ জনমে শোধ করতে পারব না ভাই। যেভাবে তোমরা আমার প্রাণরক্ষা করলে তার তুলনা হয় না। পারলে আমার বাড়িতে একটা ফোন করে আমার খবরটা জানিয়ে দিয়ো। একে তো আমি মানিলেস, তার ওপরে শক্তিহীন। এখন আমি শুধুই ঘুমোব। বড় দুর্বল আমি।"

বিলু বলল, "জয়দীপদা, আপনি এখন ফুল রেস্টে থাকুন। সেটাই আপনার পক্ষে মঙ্গলের। কেননা, আমরা তো এখনও শত্রুমুক্ত নই। তবে আমাদের বেরোতেই হবে। কেননা, বাবলু আর অলি দু'জনকেই কিড্‌ন্যাপ করেছে ওরা।"

জয়দীপ বলল, "আমাকে নিয়ে এসেছে না হয় আমার বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে। কিন্তু ওদের কেন ধরল?"

বিলু বলল, "শয়তানের রক্তপিপাসা যখন চরমে ওঠে তখন কী যে করে তারা, তার কোনও ঠিক থাকে না।"

এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই বিলুরা ওদের অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে নিল। যার যা সঙ্গে নেওয়ার, নিয়ে নিল সবই। সেই আংটা লাগানো নাইলনের ফিতে, ছোরা, কোনও কিছুই নিতে ভুলল না। যদিও নৈশ অভিযান অসম্ভব, তবুও টর্চ নিতে ভুলল না। কিন্তু এত সত্ত্বেও চরম দুঃসংবাদটা বয়ে আনল বীর সিং-ই। একটু পরেই ও ফিরে এসে বলল, "বিল্লু ভাই, খুব একটা মুশকিল হয়ে গেছে যে!"

"কীরকম?"

"আমাকে এখনই সাহেবকে নিয়ে পিপারিয়ায় যেতে হবে। কাল দুপুরের আগে ফিরতে পারব না।"

"সে কী! আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে।"

"কোনও উপায় নেই। শুধু তাই নয়, আর কোনও জিপের ব্যবস্থাও

করে উঠতে পারলাম না। কাজেই কালকের দিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! আর-এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না আমরা। তবে একটা কথা, আপনি আমাদের দু-একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? রাগিণী তো পথঘাট চেনে, ওকে নিয়েই আমরা চারদিক টুঁড়ে ফেলতে পারি।"

বীর সিং বলল, "তোমরা স্কুটার চালাতে পারো? তা হলে দু-একটা নয়, এক ডজন স্কুটার জোগাড় করে দিতে পারি তোমাদের।"

রাগিণী বলল, "কিন্তু আমি যে পারি না?"

বিলু বলল, "তাতে কী? ডাব্‌ল ক্যারি করে নেব আমরা।" বলে বীর সিংকে বলল, "আপনি আমাদের তিনটে স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিন। একটাতে থাকব আমি। পঞ্চু থাকবে আমার সঙ্গে। একটাতে ভোম্বল। ও চাপিয়ে নেবে রাগিণীকে। বাচ্চু ও বিচ্ছু থাকবে আর-একটাতে।"

বীর সিং বলল, "এসো তা হলে।"

ওরা জয়দীপকে সাবধানে থাকতে বলে দলবদ্ধ হয়ে চলল সকলে। বীর সিং ব্যবস্থা করে দিল স্কুটারের। তিনটের জায়গায় চারটে স্কুটারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বীর সিং বলল, "সন্ধের আগেই ফিরে পড়বে কিন্তু। আর চারটের পর ভুলেও জঙ্গলে থাকবে না। আমার কথা অমান্য করলে দারুণ বিপদে পড়ে যাবে। মিলিটারিরাও রাতভিত এখানকার জঙ্গলে ঢোকে না।"

বিলু বলল, "আমাদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে ভাইসাব। এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ওরা বীর সিংকে বিদায় জানিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল মহাদেও পর্বতমালার দিকে।

পথে যেতে-যেতে হঠাৎ একজায়গায় এসে কী যেন দেখে স্কুটার থামিয়ে দিল বিলু।

সবাই বলল, "কী হল?"

বিলুর আগেই পঞ্চু তখন ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে সেটা।

বিলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "এটা এখানে কী করে এল? এটা তো বাবলুর পিস্তল।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই দেখল পিস্তলটা বাবলুরই। কিন্তু এই পিস্তল এখানে পথের ধারে পড়ে আছে কেন? তবে কী?...

রাগিণী বলল, "এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভয়ঙ্কর জায়গা এটা। এর নাম খাণ্ডি খো। ওরা নিশ্চয়ই ওদের দু'জনকে এখানেই শেষ করেছে।"

বিচ্ছু বলল, "খাণ্ডি- খো? সে আবার কী?"

"কাছে চলো, দেখবে।"

ওরা একটু এগিয়েই এক বিপজ্জনক খাদের পাশে এসে দাঁড়াল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দু'দিকের পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদের খাণ্ডি-খো নালা বয়ে চলেছে। ওপর থেকে নীচের দিকে তাকালেই বুক শুকিয়ে যায়। এর উদাসীন সৌন্দর্য মনকে যেমন ভরিয়ে তুলল তেমনই এর ভয়াবহতাও কাঁপিয়ে দিল বুক। এই খাণ্ডি-খো নালা অদূরেই দেনবা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

রাগিণী বলল, "এই নালার ভেতরে কাউকে ফেললে তার কী অবস্থা হবে একবার ভাবতে পারো? এখানে চেঁচালে এর প্রতিধ্বনি পাহাড়ে-পর্বতে গমগম করে। একটুকরো পাথর ফেললে খুব জোরে শব্দ হয়। ভারী পাথর ফেললে মনে হয় যেন তোপ দাগছে।"

ওরা যখন খাণ্ডি-খো নালার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে ঠিক তখনই চারদিক থেকে পাথরের বৃষ্টি শুরু হল ওদের ওপর। আর সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে একটা মোটরবাইক এসে এমন আচমকা তুলে নিল রাগিণীকে যে, পঞ্চুও ছুটে গিয়ে তার নাগাল পেল না। বিলু লক্ষ করল এটা সেই মোটরবাইক যার নম্বর হচ্ছে 'থ্রি জিরো নাইন'। ওরা বিভ্রান্তির ভাব কাটিয়ে আর-এক মুহূর্তও দেরি না করে ধাওয়া করল সেই অপহরণকারীকে।

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। অলিকে নিয়ে দিব্যি আসছিল সে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে বুঝল একটি দ্রুতগামী ট্রাক ভীষণ জোরে

ধাওয়া করেছে ওদের। উদ্দেশ্য যে সাধু নয় তা ও বুঝতে পারল। তাই দ্বিগুণ জোরে সেও চালিয়ে নিয়ে চলল বাইকটাকে। কিন্তু একসময় যখন দেখল পরপর দু-তিনটি গাড়ি এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের, তখন বাধ্য হয়েই ব্রেক কষতে হল।

ততক্ষণে চার-পাঁচজন ছুটে এসেছে।

একজন বলল, "ইয়ে হ্যায় থ্রি জিরো নাইন। মারো বদমাশকো, চোরি করকে ভাগতা হ্যায়।"

ব্যস! ওদের কিল, চড়, ঘুসি পড়তেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল বাবলু। এর পর আর কিছুই ওর মনে নেই।

আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কাটল তখন দেখল একটি অন্ধকার গুহায় স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর শুয়ে আছে ওরা। বাবলু আর অলি। সেই গুহায় এককোণে একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর সেখানে ফুল, বেলপাতায় ঢাকা আছে একটি শিবলিঙ্গ। অর্থাৎ কোনও গুহামন্দির এটা। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

বাবলু উঠে বসেই ঠেলা দিয়ে ডাকল অলিকে, "অলি! অলি! শিগ্‌গির ওঠো।"

অলিও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বলল, "আমরা কোথায় বাবলু?"

"জানি না। তবে একটা গুহামন্দিরে।"

"কীভাবে এলাম আমরা এখানে?"

"কী করে জানব? চোখ মেলেই দেখি দু'জনে শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে এখন অনেক রাত।"

"আমরা কি বন্দি?"

"তাই-বা বলি কী করে? তা হলে তো আমাদের হাত-পা বাঁধা থাকত।"

বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত যে, আমরা দেবতার স্থানে আছি। এখনও পর্যন্ত বাঘের পেটে যখন যাইনি তখন আর আমাদের পায় কে? কিন্তু আমার পিস্তল? সেটা গেল কোথায়?"

"সে কী! পিস্তল নেই?"

বাবলু আর অলি গুহার ভেতরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। কিন্তু

না, কোথাও নেই পিস্তলটা। বাবলুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বলল, "এইজন্যই অপহরণকারীরা আমাদের বেঁধে রেখে যায়নি। ওরা জানে আত্মরক্ষার হাতিয়ার কেড়ে নিলে এই পাহাড়-জঙ্গলে আমরা অসহায়। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ কোথায়? এটা ভুতুড়ে গুহা নয় তো?"

অলি এদিক-সেদিক দেখতে-দেখতে হঠাৎ একজায়গায় দেওয়ালে হাত বুলিয়ে বলল, "এই দ্যাখো বাবলু, কী বড় একটা ফাটল। একজন লোক কোনওরকমে কাত হয়ে এর ভেতরে ঢুকতে-বেরোতে পারে। তাও মোটা লোক পারবে না। আমার মনে হয় ওরা আমাদের এই পথেই নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এর শেষ কোথায়?"

বাবলু বলল, "জানবার দরকার নেই। আগে সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।"

গুহার অভ্যন্তরে দীর্ঘ রাত্রির শেষ আর হয় না। ওরা একমনে সেই শিবলিঙ্গের কাছে ওদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে লাগল।

অনেক পরে গুহার অন্ধকার একটু-একটু করে কাটতে থাকলে ওরা বুঝতে পারল ভোর হচ্ছে। পাহাড়-জঙ্গলের দেশে ভোরও ভয়াবহ। তাই আর-একটু বেলা বাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অবশ্য বেরিয়ে ওরা যাবে কোথায়? বাইরে পাহারা নিশ্চয় থাকবেই।

হঠাৎ কাদের যেন পদশব্দ ও কথা বলার আওয়াজ কানে এল ওদের।

বাবলু অলিকে ইশারা করে ফাটলের দু'পাশে দেওয়াল ঘেঁষে চেপে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, "বেগতিক দেখলেই ধাক্কা দিয়ে পালাব।"

অলি বলল, "ওরা যদি অনেকজন হয়?"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "চু-উ-উ-প।"

পদশব্দ আরও এগিয়ে এল। যারা এল তারা পূজারী ব্রাহ্মণ। সাদা থান পাট করে পরা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ওদের একজনকে বলতে শোনা গেল, "জয় শঙ্কর ভগবান কী! ও দোনো কাঁহা গায়েব হো গয়া? না জানে কৌন বদনসীব কা আওলাদ।"

এই কথা কানে যেতেই ওরা দু'জনে আত্মপ্রকাশ করে প্রণাম করল

পূজারীদের।

পূজারীজি বললেন, "জি'তে রহো বেটা। ক্যা নাম তুমহারা ? মকান কাঁহা ?"

বাবলু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ওদের বিপদের কথা খুলে বলল পূজারীদের।

পূজারীজি বললেন, "তুম দোনো বঙ্গালকা ? উধার হম পাঁচ সাল থে। তা ঠিক আছে। কুছু ভয়ডর নাই। এইখানে জাগ্রত বাবার স্থান আছে। অন্যায় করে কেউ পার পাবে না। মহাদেও পর্বতমালার এই যে গুহা দেখছ, এই হল গুপ্ত মহাদেব। ভস্মাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উনি এখানে এসে লুকিয়েছিলেন। এই পর্বত দু'ফাঁক হয়ে বাবাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কাল বিকেলে যখন আমি গুহার মুখ বন্ধ করে গাঁওতে ফিরে যাচ্ছি, তখন দেখি জঙ্গলের ভেতরে একটা ঝরনার ধারে তোমাদের দু'জনকে হাত-পা বেঁধে কারা ফেলে দিয়ে গেছে। আমি বহু কষ্টে ওইখান থেকে নিয়ে এসে তোমাদের রেখে গেছি এই শঙ্কর ভগবানের কাছে। আমার গাঁও দূর। দোনোজনকে তো আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। না হলে ঘরেই নিয়ে যেতাম।"

এর পর পূজারীরা অনেকক্ষণ ধরে পুজো করলেন। কর্পূর, ধূপ জ্বেলে আরতি করলেন। তারপর প্রসাদ দিলেন দু'জনকে। একটা করে কলা, লাড্ডু আর ছোলা।

ওরা তৃপ্তি করে তাই খেল।

বাবলু বলল, "আচ্ছা পূজারীজি! আমরা এখন কোথায় আছি ?"

"গুপ্ত মহাদেব। এইখান থেকে জঙ্গল পার হয়ে দু'-তিন কিলোমিটার গেলেই পঁহুছে যাবে বড়ি মহাদেব। আরও ন'-দশ কিলোমিটার যাবে তো পঁচমড়ি।"

"আমরা তা হলে পাঁচমারিতেই আছি ?"

"হ্যাঁ। ওইখানে পঁহুছে তোমরা সিপাহি লোগ্‌কে সব কুছ বতাবে তো সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

বাবলু পূজারীদের কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে সেই রমণীয় পার্বত্যপথে চলতে শুরু করল। পাহাড় আর অরণ্যের রূপ দেখে মন

মোহিত হয়ে গেল দু'জনের। যেতে-যেতেই বাবলু বলল, "বিলুরা এখন কোথায় তা কে জানে ? এমন সব সুন্দর দৃশ্য, সঙ্গে এসেও দেখতে পেল না।"

অলি বলল, "আমার মনে হয় ওরা এখানে নিশ্চয়ই এসেছে। হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজছে হয়তো।"

"পাঁচমারি এত সুন্দর জায়গা বলেই লোকে এখানে বেড়াতে আসে। আমরা তো আমাদের অভিযানে কত দেশ ঘুরলাম। কিন্তু পাহাড়-পর্বতের এমন সৌন্দর্য কোথাও দেখিনি!"

"কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, জ্যান্ত মানুষকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে যারা মজা দেখে, তারা হঠাৎ আমাদের এইভাবে রাস্তার ধারে ফেলে রাখল কেন ?"

"হয়তো পুলিশের তাড়া খেয়েছে। না হলে লোকজন থাকায় সুবিধে করতে পারেনি। হাজার হলেও মিলিটারি বেস তো। আমার মনে হয় আমার পিস্তলটা ওইখানেই কোথাও পড়ে গেছে।"

কথা বলতে-বলতে একসময় ওরা বড় সড়কে এসে পড়ল। তারপর স্থানীয় দু'-একজনের কাছে পথনির্দেশ নিয়ে এগিয়ে চলল বড়ি মহাদেবের গুহামন্দিরে।

অলি বলল, "আর পারছি না। কী খিদে যে পেয়েছে আমার!"

"আমারও। কিন্তু এখানে খাব কোথায় ? কোথাও কিছু তো নেই।"

"তা ছাড়া কিছু খেতে গেলে পয়সাও তো লাগবে।"

"টাকাপয়সা সবই আছে আমার কাছে। দুষ্কৃতীরা আর যাই করুক, ওগুলোতে হাত দেয়নি। পিস্তলটা হয় ওরা নিয়েছে নয়তো পড়ে গেছে।"

পথ চলতে-চলতে একসময় ওরা বিশালাকৃতির একটি গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। গুহার ভেতর থেকে ঝরনার জলধারা বেরিয়ে আসছে। কত লোক স্নান করছে সেই ঝরনায়। চারদিকে সাধুর আশ্রম। দোকানপাট। গুহামন্দিরের সামনে অসংখ্য ত্রিশূল পোঁতা। গুহার ছাদ বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ছে। ভেতরে বড়ি মহাদেবের স্থান। ওরা বিগ্রহ দর্শন করে শুনল শিবরাত্রিতে নাকি মস্ত মেলা বসে এখানে।

এলাকার চেহারাটাই তখন পালটে যায়।

যাই হোক, মহাদেবের দর্শনলাভের পর একটি দোকানে বসে বেশ করে কচুরি, জিলিপি ইত্যাদি খেয়ে চা খেল। দেখতে-দেখতে বেলা অনেক হয়ে গেছে। বারোটার ওপর।

অলি বলল, "কখন যে রাত শেষ হল, কখন যে বেলা বাড়ল, কিছুই বুঝতে পারিনি আমরা।"

এক বাঙালি পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে জিপ ভাড়া করে পাঁচমারির এই গুহামন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। বাবলু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরকেই অনুরোধ করল ওদের পাঁচমারি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাঁরা রাজি হলেন। তবে বললেন, পাণ্ডব কেভের কাছে ওদের নামিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবেন ওঁরা। পাণ্ডব কেভ থেকে পাঁচমারি বাজার মাত্র তিন কিলোমিটার।

ওরা তাতেই রাজি হয়ে পাণ্ডব কেভের সামনে নামল।

বাবলু বলল, "চলো, আগে আমরা কেভগুলো ঘুরে দেখি। পরে সময় পাব কিনা জানি না। তা ছাড়া বলা যায় না, ওরাও যদি আমাদের খোঁজে বেরিয়ে থাকে তা হলে হঠাৎ করে দেখাও হয়ে যেতে পারে।" এই বলে যেই-না রাস্তা পার হতে যাবে অমনই একটা জিপ কোথায় যেন যেতে-যেতে হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে ঘুরে এল ওদের দিকে। ইচ্ছেটা এই যে, জিপের চাকায় পিষে দেবে।

বাবলু অলির হাত ধরে হেঁচকা একটা টান দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা লাইট পোস্টের ধারে। জিপের লোকগুলো সবাই ওদের চেনা। মোট চারজন ওরা। দু'জন পঞ্চুর কামড় খাওয়া ধুঁয়াধারের, আর বাকি দু'জন সুন্দরপাহাড়িতে জয়দীপদাকে যারা ভয় দেখাচ্ছিল তারা।

ওরা জিপ থামিয়ে ওদের ধরবে বলে ছুটে আসছিল। হঠাৎ দু'জন ব্যক্তি স্কুটারে চেপে সেদিকে এসে পড়ায় পালাল তারা।

ব্যক্তি দু'জন বাবলুদের কাছে এসে বলল, "ও আদমি কৌন থা?"

বাবলু বলল, "জানি না। আর-একটু হলেই আমাদের চাপা দিত।"

"অ্যায়সা তো নেহি হোনা চাহিয়ে হিঁয়া'পর।"

ততক্ষণে আরও অনেক লোক ছুটে এসেছে ওদের দিকে। একজন বলল, "পহলে হিঁয়া'পর অ্যায়সা নেহি হোতা। লেকিন আজকাল কুছ বাহারকা আদমি কি ওজোঃসে অ্যায়সা হোতা।"

"লেকিন ও আদমি হ্যায় কৌন?"

"কৌন জানে? ওসব অপ্সরা বিহার মে যাতা।"

বাবলুরা আর দাঁড়িয়ে না থেকে পাণ্ডব কেভে ঢুকল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে সবকিছু দেখে যখন নেমে এল, বাবলুর মাথায় তখন অপ্সরা বিহার চেপেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, অপ্সরা বিহার কিধার?"

"থোড়ি দূর হিঁয়াসে। শর্টকাটসে যাওগে তো দো মিল, নেহি তো পাঁচ মিল লাগ যায়ে গা।"

"ওখানে আছেটা কী?"

"আরে বাবা। ফেমাস ফল্‌স। আউর আগাড়ি যাওগে তো বিগ ফল্‌স মিলেগা। রজত প্রপাত। কাঁহাকা আদমি তুম?"

বাবলু ওদের পরিচয় দিয়ে অনেক সত্য গোপন করে লোকটাকে বলল এমন একজনকে জোগাড় করে দিতে, যে কিছু টাকার বিনিময়ে ওদের এই দুটো ফল্‌স দেখিয়ে আনতে পারে।

লোকটি বলল, "সকালের দিকে হলে ভাল হত। কিন্তু এখন গেলে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।" তবু সে স্থানীয় একটি দেহাতি ছেলেকে ধরে এনে বলল, "ইয়ে লেড়কা, তুম দোনোকা গাইড বনেগা। বিশ রুপিয়া দে দিজিয়ে। আউর জলদি যাইয়ে।"

ছেলেটি তো কুড়িটা টাকা পেয়ে দারুণ খুশি। ওর ভাষায় কত কী বলতে-বলতে চলল ওদের সঙ্গে। ওরা তার কিছুই বুঝল না।

যেতে-যেতে অলি বলল, "ওখানে গিয়ে তোমার কোন লাভটা হবে বাবলু? কেন এতখানি রিস্ক নিলে? তোমার সঙ্গে না আছে পিস্তল, না আছে পঞ্চু।"

"কেন, তুমি তো আছ? কেউ আমাকে ধরতে এলে তাকে একটা ঘুসি লাগাতে পারবে না?"

অলি হাসল। বলল, "কী যে বলো!"

ওরা সহজ পথে হালকা একটা জঙ্গল পার হয়ে অপ্সরা বিহারের

গভীর বনপথ ধরল। হঠাৎই এক জায়গায় পিচ রাস্তার ওপর একটা ঝোপের ধারে আবিষ্কার করল সেই জিপটাকে, যেটা একটু আগেই ওদের চাপা দিতে যাচ্ছিল।

বাবলু বলল, "তা হলে ওরা অপ্সরা বিহারেই গেছে।"

"কিন্তু ওরা চারজন, আমরা দু'জন। আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"আমার একটুও ভয় করছে না। আসলে আমি কেন যাচ্ছি জানো? মারামারি করতে নয়। গোপনে ওদের ডেরাটা দেখে আর পথ চিনে আসতে।"

বাবলু এবার ছেলেটাকে বুঝিয়ে বলল, কিছু দুষ্ট লোক অপ্সরা বিহারে গেছে। ও যেন দূর থেকেই বিহারটা দেখিয়ে দেয় ওদের।

ছেলেটি বলল, "মালুম হ্যায়। উধার ডাকু লোগ্ খারাবি কাম করনে যাতা।"

সে কী ভয়ঙ্কর জঙ্গল সেখানে! সেই জঙ্গলের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করতেই প্রপাতের শব্দ ওদের কানে এল। ছেলেটি ইশারায় ওদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ছুটে গিয়ে আশপাশ দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।

বাবলু আর অলি নির্ভয়ে সেখানে যেতেই ছেলেটি বলল, "ইয়ে হ্যায় অপ্সরা বিহার।"

গভীর অরণ্যের মাঝখানে নয়নাভিরাম এক জলপ্রপাত। ওরা তাই দেখে আনন্দে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। অবস্থান দেখে মনে হল এখানে টুরিস্ট আসে। এখন অফ সিজন। তাই যাত্রী নেই। একটি পাহাড়িয়া ঝরনা নেচে-নেচে নেমে এসে সৃষ্টি করেছে এই জলপ্রপাতের। ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য উপভোগ করল। কিন্তু কোথায় গেল সেই দুষ্কৃতীরা?

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "রজতপ্রপাত কিধার হ্যায়?"

"আউর আগাড়ি। লেকিন ও লোগ্ তো হ্যায় হঁয়া'পর।"

"ঠিক হ্যায়। আগে তো বাড়ো।"

অলি এবার শক্ত করে চেপে ধরল বাবলুর হাতটাকে। বলল, "গোঁয়ার্তুমি না করে চলে এসো বলছি। আমি কিন্তু আর-এক পা'ও

এগোব না।"

বাবলু একটা সুঁচলো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কথা না বলে চুপচাপ এসো।"

অগত্যা ভয়ে-ভয়েই চলল অলি।

প্রায় দু'-তিন ফার্লং পথ আসার পরই রজতপ্রপাতের দেখা মিলল। একটা রেলিং ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরের রজতপ্রপাত নয়ন ভরে দেখতে লাগল ওরা। পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে অনেক, অনেক নীচে লম্বালম্বিভাবে অপ্সরা প্রপাতের ধারাটাই ঝরে পড়ছে সাড়ে তিনশো ফুট নীচে।

দুষ্কৃতীরা এখানেও নেই।

সেই দৃশ্য দেখতে-দেখতে মোহিত হয়ে বাবলু বলল, "কী সুন্দর! এই অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা এ-জীবনে কখনও ভুলব না। ওদের যদি দেখা পাই তবে ওদের নিয়ে আবার আমি এখানে আসব।"

অলি বলল, "প্রাণে যদি বাঁচো তবে তো? না হলে তোমার গোয়েন্দাগিরির এইখানেই শেষ।"

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "ওসব আদমি কাঁহা ছুপা গয়া? ভ্যানিশ হো গিয়া ক্যা?"

"নেহি, ও লোগ নীচে উতার গয়া। উধার ডাকু হ্যায়। মাত যাও উধার।"

বাবলু বলল, "আমি যাব।"

"আরে উধার দেখনে কো কুছ নেহি মিলেগা। শ্রেফ গহেরা জলকুণ্ড ঔর গুম্ফা হ্যায়। আর হ্যায় ওসব খতরনক আদমি। ও লোগ্ ইনসান নেহি। ডাকু হ্যায়, ডাকু।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে গলার একটি করুণ কান্না, এবং সেইসঙ্গে কাউকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল ওরা। চকিতে বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। সেই আড়াল থেকেই ওরা দেখল একজন লোক মারতে-মারতে নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে। সেই মেয়েটি আর কেউ নয়, রাগিণী।

বাবলু আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। ওরা কাছাকাছি আসতেই

হঠাৎ পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। তারপর ঘাড় ধরে মাথাটা বড় একটা পাথরে ঠুকে দিতেই রাগিণীকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মাথা ধরে বসে পড়ল লোকটা।

বাবলু একটা গাছের ডাল ভেঙে তার ওপর ঘা-কতক দিয়েই বলল, "শয়তান, বল একে কোথায় পেলি ?"

রাগিণী তখন উল্লাসে জড়িয়ে ধরেছে অলিকে। বলল, "তোমরা এখানে !"

"ভাগ্যক্রমে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি ? তুমি এদের খপ্পরে পড়লে কী করে ?"

"আমরা তো সবাই তোমাদের খোঁজেই এসেছিলাম এখানে। কিন্তু খাণ্ডি খো'র নালায় গহেরা খাদ দেখতে গিয়েই ওদের হাতে পড়ে যাই। শয়তানটা যে কোথায় ওত পেতে ছিল তা কে জানে ?"

অত মার খেয়েও লোকটির বোধ হয় চেতনা হয়নি। তাই সে হঠাৎ একটা পাথর উঁচিয়ে যেই না মারতে যাবে বাবলুকে, অমনই কোথা থেকে যেন ভয়ঙ্কর একটা হাঁক ছেড়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। তারপর কুকুরে-মানুষে সে কী তুমুল লড়াই। লোকটি মারাত্মক জখম হয়ে ছটফট করতে লাগল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই ছুটে এসেছে।

বাবলুর গাইড ছেলেটি তখন ব্যাপারস্যাপার দেখে হাওয়া।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য। তোরা এখানে কোত্থেকে এলি ?"

বিলু বলল, "আমরা এই শয়তানটাকে অনুসরণ করেই এখানে এসেছি। ভালই হল, এর আগে এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি বলে। তা হলে রাগিণীকে উদ্ধার করে আমরা ফিরেই যেতাম। তোদের সঙ্গে দেখা হত না।" বলেই বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোরা কি খাণ্ডি খোর দিকে গিয়েছিলি ?"

"খাণ্ডি খো ? ও জায়গার নামই শুনিনি তো যাব কী ? আমরা মহাদেও পর্বতমালার একটা গুহার ভেতরে ছিলাম।"

"এই নে, তোর পিস্তলটা। ওটা আমরা ওইখানে কুড়িয়ে পেয়েছি।

কিন্তু তোর ওটা ওখানে গেল কী করে ?"

বাবলু পিস্তলটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ওরা হয়তো আমাদের এখানেই আনতে চেয়েছিল। কিন্তু কারও নজরে পড়ায় অথবা সন্ধে হয়ে যাওয়ায় আমাদের নিয়ে এদিক-সেদিক করতে যাওয়ার ফলেই পড়ে গিয়েছিল ওটা। যাক, আমার পয়মন্ত জিনিসটা যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের।"

ভোম্বল বলল, "শুধু পিস্তল নয়, জয়দীপদাকেও উদ্ধার করেছি আমরা।"

সবিস্ময়ে বাবলু বলল, "বলিস কী রে !"

ভোম্বল বলল, "উঃ। সে কী কাণ্ড !"

বাবলু বলল, "পরে সব শুনব। এখন শয়তানের ঘাঁটিটা খুঁজে বের করি চল। দেখি যদি এদের গডফাদারের দেখা-সাক্ষাৎ পাই।" বলে সেই ক্ষতবিক্ষত লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "তোদের আর সব লোকরা কোথায় ? বস কিধার ? আলেকজান্দার মারিয়া ? আজ ওকে 'মারিয়া' ওর রক্তপান 'করিয়া' তবেই আমরা যাব।"

লোকটি নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "খাণ্ডেলবালা উধার হ্যায়। খড় মে।"

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "রাখ তোর খাণ্ডেলবালা। আলেকজান্দার মারিয়া কোথায় ? সেই শয়তানটাকেই তো খুঁজছি আমি।"

লোকটি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ওহি তো হ্যায়।"

বিলু তখন সব বলল।

বাবলু বলল, "চল তো নীচে গিয়ে দেখি।"

নীচে নামবে কী, অর্ধপথেই বাধা। সেই চারজন লোক তখন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে আসছে ওপরে। আর যায় কোথা ? পঞ্চুর রাগ তখন চরমে। ওরা কিছু করতে যাওয়ার আগেই বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। সেই টাল কি সামলানো যায় ? দু'জন ছিটকে পড়ল গভীর খাদে। বাকি দু'জন কয়েক ধাপ নীচে পাথরের চটানে। হাত-পা ভেঙে একশা কাণ্ড। বিলু আর ভোম্বল তখন ছুটে গিয়ে ওদের হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্রগুলো।

ততক্ষণে গহ্বরা জলকুণ্ডের ধারে একটি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে গভীর বনের ভয়ঙ্কর। বাবলু দেখল গুহার মুখে ছোট্ট একটা লোহার গ্রিল গেট। অর্থাৎ বাঘের মুখে জ্যান্ত মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে এর ভেতরে বসেই মজা দেখে বাছাধন। গ্রিল গেটটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমনভাবে আটকানো আছে, যা সচরাচর কারও চোখেও পড়ে না।

আলেকজান্দার মারিয়ার হাতে স্টেনগান। বাবলুর হাতে পিস্তল। আলেকজান্দার একটু নিম্নভূমিতে, পাণ্ডব গোয়েন্দারা কয়েক ধাপ ওপরে।

বাবলু ওর দিকে পিস্তল তাগ করে বলল, "তারপর মিঃ আলেকজান্দার ওরফে মহাদেও খাণ্ডেলবালা ? আপনি তো খুব চমৎকার একটি জায়গা বেছে নিয়েছেন ব্রাদার ? অনেকদিন ধরে অনেক মানুষকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে এইখানে বসে মজা দেখেছেন। আজ কিন্তু সেই মজাটা আমরা দেখব।"

আলেকজান্দার পাহাড় কাঁপিয়ে হাসল। বলল, "আমি না আলেকজান্দার, না খান্ডেলবালা, না গোয়ানিজ, না বেঙ্গলি, না খ্রিস্টান, না হিন্দু। আই হ্যাভ নাথিং। বাট ইউ উইল ডাই।" বলেই স্টেনগানটা তুলে ধরল।

তারপর ? তারপর কী হল ?

তারপর হঠাৎই দেখা গেল পঞ্চু আর আলেকজান্দার রজতপ্রপাতের গহ্বরা জলকুণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে আসছে সামরিক বাহিনীর লোকেরা।

আলেকজান্দার গ্রেফতার হল। আর সেই গুহার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হল মারাত্মক কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ দু'জন মৃতপ্রায় লোককে।

সবই তো হল। কিন্তু পুলিশে খবর দিল কে ?

ওরা সবিস্ময়ে দেখল, কয়েক ধাপ ওপরে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের গাইড সেই ছেলেটি আর তারই কাঁধে হাত রেখে বীর সিং।

বিলু বলল, "এ কী ভাইসাব, তুমি! তুমি এখানে এলে কী করে ?"

বীর সিং বলল, "সবই ওপরওয়ালার মর্জি বিল্লুভাই। যেতে গিয়েও আমার যাওয়া হল না। সাহাবের হঠাৎ কী একটা টেলিফোন আসতেই যাওয়া পোস্টপন্ড হয়ে গেল। তাই তোমাদের খোঁজে এদিক-সেদিক করতে-করতে এইখানে চলে এলাম।"

বিলু আর ভোম্বল উল্লসিত হয়ে বলল, "হুর্‌রে।"

পঞ্চু তখন জলে ভিজে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এসেছে।

বীর সিং বলল, "তোমরা আর দেরি কোরো না। এখনই চলে এসো। একটু পা চালিয়ে গেলে ধূপগড়ের সূর্যাস্তটা হয়তো আজই তোমরা দেখে নিতে পারবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর তখন পায় কে ? ওরা অনেক কষ্ট করেও হাঁফাতে-হাঁফাতে ওপরে উঠে এল।

বিলু বলল, "ওই স্কুটারগুলোর তা হলে কী হবে ?"

"ও নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব হবে না। আমার বলা আছে। আগে তোমরা জিপে ওঠো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা জিপে উঠতেই বীর সিং ঝড়ের গতিতে ধূপগড়ের দিকে নিয়ে চলল জিপটাকে। সূর্য তখন অস্তাচলে।

জিপ থেকে নেমেই ওরা কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সানসেট পয়েন্টের দিকে।

সে কী অপূর্ব দৃশ্য সেখানকার! দূরের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের বুকে, সরু ফিতের মতো দেনবা নদের জলের ওপর লালের আভা ফেলে, চারদিকের বনভূমি রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। অস্ত যাওয়ার পরেও ধূসর গোধূলি যেন আরও অপরূপ মনে হল ওদের চোখে।

আর কী ? এবার প্রত্যাবর্তন। বীর সিং বলল, "চলো, যাওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট। একটু কাজ এখনও বাকি আছে। আমাদের এবারের এই অভিযানে আমার পিস্তল থেকে একটিমাত্র গুলি খরচ করেছিলাম। এখন আর-একটা করি।" বলেই আকাশের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল বাবলু। শব্দ হল 'ডিসুম'।

পঞ্চু আনন্দে একটা লাফ দিয়ে ওর স্বরে ডেকে উঠল একবার, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900